অনুসন্ধান

প্রসিদ্ধ মসজিদ ও ইমাম-আলিম সংকলন

১ম খন্ড

রায়হান আজাদ

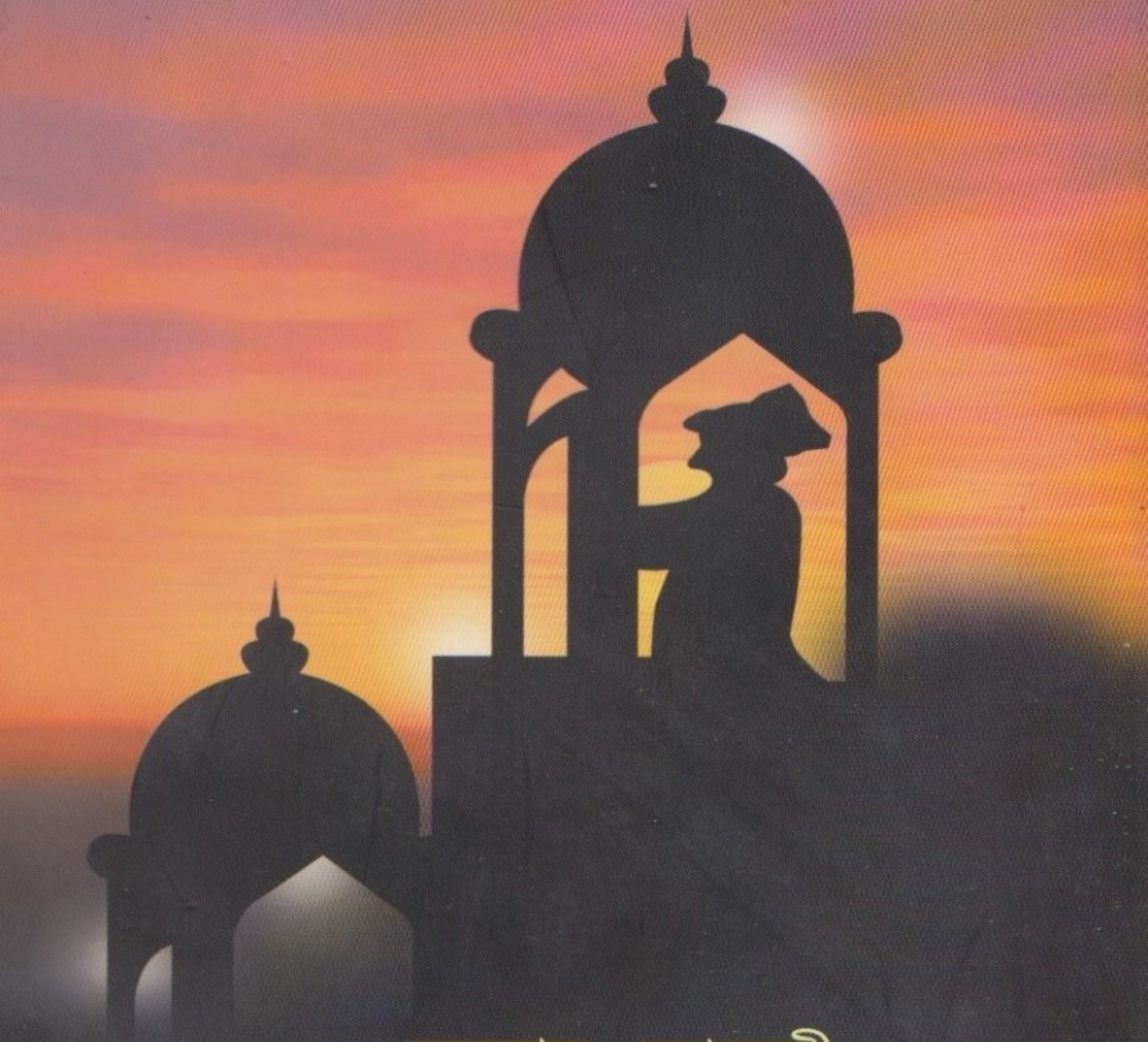

সমকাল একাডেমী

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠান

উৎসর্গ

আমার আব্বা
মরহুম মাওলানা
আবদুর রহমানের
বিদেহী আত্মার
মাগফিরাতের
জন্য

সংকলক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের আরজ

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লী আলা রাসুলিহিল কারীম।

মহান আল্লাহ পাক সুবহানাহু তায়ালার দরবারে আলীশানে লাখো কোটি শোকরিয়া এবং সুজূদ- যার অশেষ মেহেরবানীতে শত সীমাবদ্ধতার মাঝেও আমরা এতদঞ্চলে ধর্মীয় অঙ্গনে প্রাণ সঞ্চালক আলিম-ওলামা ও ইমাম-আয়িম্যাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম আপনাদের হাতে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছি।

কবি-সাহিত্যিক, ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনার ক্ষেত্র এ দেশে দেদার। কিন্তু ইমাম-আয়িম্যা, আলিম-ওলামাগণ দেশ ও সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে বিশেষ করে দ্বীন ও নৈতিকতা শিক্ষার পেছনে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তা ফোকাস দেয়ার মত প্রচার মাধ্যমগুলো এগিয়ে আসে না, বরং অনেকটা অনীহা প্রকাশ করে থাকে।

এর ব্যতিক্রম একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন দৈনিক কর্ণফুলীর বার্তা সম্পাদক জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ। তিনি তরুণ লেখক-সাংবাদিক ও কলামিস্ট রায়হান আজাদকে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট মসজিদ কেন্দ্রিক আলিম-ওলামাদের অবদানগুলো পত্রিকায় তুলে ধরার পরামর্শ দেন। এর সূত্র ধরে অনুজ প্রতীম রায়হান ঘুরে বেড়িয়েছেন ইসলামাবাদের গ্রাম-গঞ্জ, প্রত্যন্ত অঞ্চল। তুলে এনেছেন অনেক সোনামুখ।

পরবর্তীতে আমরাই উৎসাহিত করলাম, এসব জীবনীগুলো একটি সংকলন আকারে প্রকাশের জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা কম ছিল না। অর্থ ও শ্রম দানের সমস্যাতো ছিলই, এখনো আছে। তবে তা লাঘবে সাংগঠনিক শক্তি যুগাচ্ছে সমকাল একাডেমী-চট্টগ্রাম। আখের আঞ্জাম, আমরা সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি ***'অনুসন্ধান'*** নামের একটি সংকলন। এ সংকলনে প্রাথমিকভাবে স্থান পেয়েছে প্রায় ৫০ জন ইমাম-আলিম এবং তাদের মসজিদ কেন্দ্রিক অবদান সমূহ।

আমাদের দেশে একটি সংস্কৃতি আছে। প্রকৃত মানুষদের মৃত্যুর পর স্মরণ করা হয়। সে হিসেবে আমাদের সোনার মানুষ আমাদের রাহবার আলিম ওলামাদের জীবনী নেই এমন নয়, তবে যাদের জীবনী মাঝে মধ্যে আমরা ছাপানো আকারে পেয়ে থাকি– তারা আগের, বহু আগের মনীষী। ফিলহাল যারা সমাজ সুন্দরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাদের কথা উঠে আসে না। আমরা শেষোক্ত মনীষীদের সংকলনে ***'অনুসন্ধান'*** বের করেছি। অবশ্য নির্দিষ্ট কিছু বিষয় সামনে রেখেই আমরা এখানে আলিম ওলামাদের জীবন কথা তুলে ধরেছি। যেমন বর্তমানে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়া শিরক ও বিদআত উৎখাতে তাদের কর্মধারা, আলিম সমাজের একতা বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মসজিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরিচিতি।

আলিম-ওলামাদের আরো কিছু সংখ্যা এখানে সংযোজন করা যেতো, কিন্তু আমরা পারিনি সংশ্লিষ্ট কতিপয় আলিম ওলামাদের খিদমতে বারবার যোগাযোগ করা সত্ত্বেও যথাযথ সময়ে তাদের তথ্য প্রদানে গাফিলতির দরুন। ইনশআল্লাহ আগামী সংকলনে আমরা সে অসম্পূর্ণতা পূরণ করে নিতে সক্ষম হবো।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের আলিম ও ইমাম সমাজ নিঃসন্দেহে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন। কিন্তু তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব দুর্বল। কাদা ছুড়াছুড়ি আগের চেয়ে কম হলেও এখনো বিদ্যমান আছে। এখনো একদল অন্য দলের মাযমা'তে যেতে সংকোবোধ করেন, হক কথা বলতে ভয় পান, অন্যকে কাছে টানার চেষ্টা হতে বিরত থাকেন। এমতাবস্থায় ***'অনুসন্ধান'*** সংকলন হোক আমাদের পারস্পরিক পরিচিতি ও কাছে টানার সেতু বন্ধন। এ কামনা আজকে।

যারা সংকলন কাজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। এক্ষেত্রে যাদের পরিশ্রম আমাদের অভিভূত করেছে তারা হলেন সমকাল একাডেমী'র সদস্যবৃন্দ, যারা সংকলন কাজে ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীকরণে নিরলস সময় দিয়েছেন। এরপরও যতসব অসুন্দর, ভুল-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে,এর দায়ভার একান্ত প্রকাশকের স্কন্ধে নিয়ে ভবিষ্যতে আরো ত্রুটিমুক্ত সংকলনের প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

প্রকাশনা পর্ষদের পক্ষে-

অধ্যাপক মাওলানা মনিরুল ইসলাম রফিক

www.pathagar.com

পেশ কালাম

আলহামদুলিল্লাহ্। সুস্থ সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে একটি কাজ করতে পেরেছি। চলমান শিক্ষা-সংস্কৃতি ও প্রচার মাধ্যমে সারক্ষণ যাদেরকে হেয় করে এক তরফা কুৎসা, অপপ্রচার, বিষোদগার ও ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো হয় স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে তাদের প্রকৃত অবস্থান ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। আখেরাত সাপেক্ষ বিবেচনায় আমাদের পথ চলা। বিশ্বাসের বিন্যাস আমাদেরকে এ রকম একটি মিশনে এগিয়ে নিয়েছে। আজ আমাদের আলেম সমাজ হতাশাগ্রস্ত, দায়বদ্ধতার অষ্টচক্রে আবদ্ধ, বঞ্চিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত, অনালোচিত। সমকালীন সভ্যতা-সংস্কৃতির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আলেম সমাজ। গ্লোভাল ভিলেজের সভ্যতা-সংস্কৃতির ভেতর তাওহীদ, রেসালত ও আখেরাতের মেজাজ নেই। এ বিশ্বাস ও চেতনাকে যিনিই বুকে ধারণ করবেন তাকে একটি সামগ্রিক দ্বন্দ্ব মোকাবিলা করতে হবে।

নশ্বর পৃথিবীর জন্য বস্তুতান্ত্রিকতা রাজযোটক। আজ বস্তুবাদই বাস্তবতা। বস্তুবাদ মানুষের দেহধর্মকে প্ররোচিত করে। দেহ ভোগের জন্য বুভুক্ষু। আত্মা সার্বিক সাফল্যের সোপান। ধর্মচর্চা মানুষের দেহের উপর আত্মাকে প্রভাবশালী করে তোলে। আত্মিক উৎকর্ষের মাধ্যমেই চিরন্তন মুক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। আমরা আলেমদের এ পাওয়ারফুল আত্মাকে জাগাতে চাই। পৃথিবীর সকল শৌর্য বীর্য জাগ্রত আত্মার পায়ের ভৃত্য। আমাদের সংকলন মসজিদ, খতবি ও তাওহীদ সম্পর্কিত। মসজিদ ভিত্তিক খতিবগণ ছহী ভূমিকা রাখলে শিরক বিদআতমুক্ত তাওহীদি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। মসজিদ চিরায়তভাবে সুস্থ সমাজ গড়ার ফার্ষ্ট ইউনিট। দ্বীন চর্চার প্রাণকেন্দ্র। আবহমানকাল হতে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে মসজিদকে মারকাজ হিসেবে গ্রহণ করে। ইসলামের প্রথম সচিবালয় মসজিদ। মসজিদ ভিত্তিক ঐক্য সার্বজনীনতা লাভ করে সহজে। মসজিদের খতিবগণ সমাজের আলোকিত নেতা। সমাজ সভ্যতা শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর ইমাম ও খতীবদের কর্তৃত্ব রয়েছে। বর্তমান সময়ের খতিবদের হতে হবে চমৎকার প্রতিভাবান। ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয় থাকতে হবে তাদের বক্তব্যে। আদর্শ অপরাজেয়। আদর্শিক মজবুতিই পারে একজন খতীবকে সামাজিক নেতৃত্বের পদে আসীন করতে। বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, কল্যাণকামিতা, লোভহীনতা ও আত্মসম্মানবোধ একজন খতিবের ভূষণ হওয়া চাই। সমাজ গঠনের চিন্তা মাথায় থাকলে কোন খতিব কখনো অসফল হবে না। ইসলামী সমাজ কায়েমের নবযাত্রা সূচিত হয়েছিল মসজিদে। সেদিনের মসজিদের খতিব নতুন সামজের নেতা ছিলেন। নেতৃত্বের জন্য যেমনি ইমামত, তেমনি ইমামতের জন্যই নেতৃত্ব। আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জাল্লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন খেলাফত তথা নেতৃত্বের জন্য। মানুষ কখনো ভোগবাদী কিংবা অর্থনৈতিক জীব নয়। খেলাফত একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ পরিভাষা। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হতে পারে খেলাফতের কঠিন জিম্মাদারী আনজাম দেয়ার মাধ্যমে। একজন মুসলমান নিজেকে খলিফাতুল্লাহ্ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলেই তার সত্তাগত সাফল্য অর্জিত হয়।

মানবতাই ইসলাম। অতএব, নৈতিকতা ভাগ করা যায় না। নেতৃত্বের জন্য মানবিকতা অপরিহার্য। সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী জানা না থাকলে কিংবা আমল না করলে মানুষ ইতর-আতরাফে পরিণত হয়। মুসলমানী জিন্দেগীকে অর্থবহ করে তোলার জন্য আমাদের কর্মতৎপরতা ব্যতিক্রমধর্মী। আমরা মসজিদের ইমাম-খতিবদেরকে একটি সুস্থ সমাজ গড়ার দায়িত্ব দিতে চাই। শিরক-বিদআত আমাদের অসহ্য। মানব শক্তির একমাত্র প্রধানতম উৎস ঈমান। আমল ঈমানের বর্ণিল বিচ্ছুরণ। আজ আমাদের ঈমানে সংক্রামক ব্যাধির প্রসার। চেতনায় উচ্ছিষ্ট কালচার ও ধর্মান্ধতার প্রভাব। হৃদয় আধারে ঘুনে পোকা ধরেছে। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, শাসন-প্রশাসন, আইন-আদালত ও প্রচার মিডিয়ার সাথে যোগ হয়েছে পার্থিব লোভ। তাই

www.pathagar.com

ভাড়াটে বুদ্ধিজীবি ও আলখেল্লা পরিহিত স্বার্থান্বেষী শ্রেণী বিশেষ সংগ্রাম করছে নাস্তিক্যবাদ ও শিরক বিদআত ছড়িয়ে দেয়ার জন্য। অপর দিকে সমাজের তাওহীদবাদী মানুষগুলো বহুধাবিভক্ত। অদূরদর্শী আত্মকেন্দ্রীক চিন্তায় নিমজ্জিত। হীনমন্যতা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় দ্বিধাগ্রস্থ। আখেরাতের মুক্তির প্রত্যাশায় প্রত্যক্ষ বুদ্ধিভিত্তিক জিহাদে অবতীর্ণ হতে পারে না। দায়সারা গোছের জীবন তাদের। এমন অদ্ভুত আঁধারে সাধারণ মানুষ বেহেশতী পথে জীবন পরিচালনার সাহস পাচ্ছে না। তারা উৎসাহিত হচ্ছে না ইসলামের সঠিক আলোকধারায় উজ্জীবিত হতে। তাবৎ জাহেলিয়াত থেকে কেবল ব্যক্তি বেঁচে থাকা ইসলামের শিক্ষা নয়। ইসলামের সব দর্শন-শরীয়ত সমাজের জন্যেই। সকল ধরনের কুসংস্কার, অনাচার ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একাডেমিক সিস্টেমে নিরলসভাবে সংগ্রাম করে যাওয়া সবার ঈমানী দায়িত্ব। মিথ্যা অসত্যের সাথে আপোষহীন মানুষেরা কখনো লাঞ্ছিত বঞ্চিত নিগৃহীত হয় না। তারা অভীষ্ট লক্ষ্যপানে চলতে চলতে কিছু পায় আর কিছু হারায়। তবে চূড়ান্তভাবে তারা সফলই হয়। সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে সম্মানিত, পরিচিত ও অনিবার্য ব্যক্তি খতিবগণ। তারা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কথা বলার জন্য মাসে চার বার তৈরীকৃত মঞ্চ পান। তারা কুরআন হাদীসের আলোকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় বুকে রেখে বক্তব্য পেশ করলে ইসলামের সঠিক শিক্ষা সবার নিকট ফুটে উঠবে। অসুস্থ মানুষগুলো ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তি পাবে। তা না হলেও অন্ততঃ তাওহীদের বয়ান জারী থাকবে। আমাদের প্রত্যাশা, সুস্থ সমাজ গড়ার জন্য খতিবরা এগিয়ে আসবেন। এবার মসজিদ সংকলন ***অনুসন্ধান*** নিয়ে কিছুকথা। সংকলনে যে সমস্ত মসজিদ মাদ্‌রাসার ইতিহাস-ঐতিহ্য সংগৃহীত হয়েছে তা মূলতঃ সরেজমিন প্রতিবেদনমূলক। ইতিহাস শাস্ত্রের মাপকাঠির বিচারে নয়। এতে তথ্য নির্ভরতা ও বস্তুনিষ্ঠতার দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য, কেবলমাত্র ইতিহাস সংগ্রহ-সংরক্ষণ নয়, খতীবদের জীবন চর্চাও নয় বরং এ দু'টোর প্রাসঙ্গিতায় শিরক-বিদআতে ছেয়ে যাওয়া চট্টগ্রামের সর্বস্তরের শীর্ষস্থানীয় খতীবগণ এ নিয়ে কে কি ভাবছেন কি করছেন তা জনসমক্ষে তুলে ধরা। এ সংকলন খতীবদের একটি দাওয়াতী মুখপত্র স্বরূপ। সংকলনের প্রায় সকল তথ্য, তত্ত্ব, চিন্তা-চেতনা ও বক্তব্য সংশ্লিষ্ট ইমাম-খতীব ও মুতাওয়াল্লী-মুসল্লীরই। খতিবগণের মন-মানসিকতা, ভাব ও মেজাজের হুবহু প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করা হয়েছে। তবু, যেহেতু শব্দ বিন্যাস আমার নিজের। তাই কোথাও কোন ধরনের অসংগতি, ভুল বা অসংলগ্ন বক্তব্য ছাপানো হয়ে থাকলে তা যথাসময়ে আমাকে জানালে খুশী হব। মসজিদ ভিত্তিক প্রকাশনা হিসেবে সংকলনে ইমাম-খতীব পরিচিতিকেই প্রধান করে দেখা হয়েছে। অধ্যক্ষ, ওয়ায়েজ, লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ অনুসারে সংকলন সংগৃহীত নয়। তাই সবাইকে খতীব হিসেবে হাইলাইট করা হয়েছে। আমরা শুধুমাত্র একটি একক নির্ধারণের জন্য প্রধানভাবে এ পরিচয়কে ফুটিয়ে তুলেছি। সংকলনের প্রতিবেদন সিরিয়াল একান্ত প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ধারণামূলক। একের পর এক ধারাবাহিকতা আনতেই হবে এজন্য এটা না করে উপায় নেই বলে করা হয়েছে। কারো মান ও গুরুত্ব নির্ণয় করার জন্য নয়। আমাদের প্রয়োজন কে কোন পর্যায়ে গিয়ে সমাজের জন্য কি করছেন কি ভাবছেন তা ফুটিয়ে তোলা। সকল আলেম আমাদের কাছে খতিব হিসেবে সমান মর্যাদার অধিকারী। আমরা ইসলামের এই ক্রান্তিকালে খতীবদের একটি ঐক্যমঞ্চ গড়ে তুলতে চাচ্ছি। তাই উদারতা ও মহানুভবতার দৃষ্টিকোণে আমদের ভুলসমূহ সংশোধন করে দিয়ে সহযোগিতা করার প্রত্যাশা রাখছি।

এ সংকলন তৈরী করা লেখক হিসেবে আমার দায়িত্ব। কোন কৃতিত্ব বা সফলতা নয়। সব সুনাম সাফল্য তাদের জন্য যারা এ সংকলন প্রকাশে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ্ আমাদের কর্ম তৎপরতাকে কবুল করুন। আমীন।

মা আস্‌সালাম
রায়হান আজাদ
২৬.১২.২০০২

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ ৯-১৮
- বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম ১৯-২১
- হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসা প্রধান জামে মসজিদ ২২-২৫
- চুনতী জামে মসজিদ ২৬-২৮
- আল জামেয়া আল ইসলামিয়া(জমিরিয়া মাদ্‌রাসা) জামে মসজিদ ২৯-৩২
- দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা মসজিদ ৩৩-৩৫
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ৩৬-৩৮
- বি. আই. এ. মসজিদ ৩৯-৪১
- কামালে ইশকে মোস্তফা কমপ্লেক্স জামে মসজিদ ৪২-৪৪
- কদম মুবারক শাহী জামে মসজিদ ৪৫-৪৬
- জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ ৪৭-৪৯
- দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসা মসজিদ ৫০-৫৪
- ষ্টেশন রোড জামে মসজিদ ৫৫-৫৭
- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ মসজিদ ৫৮-৫৯
- আগ্রাবাদ সি. ডি. এ. আ/এ বড় মসজিদ ৬০-৬১
- পূর্ব ফিরোজ শাহ কলোনী জামে মসজিদ ৬২-৬৪
- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস জামে মসজিদ ৬৫-৬৭
- হালিশহর এল ব্লক জামে মসজিদ ৬৮-৭০
- বায়তুশ শরফ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ৭১-৭৩
- হালিশহর বায়তুল হাকিম জামে মসজিদ ৭৪-৭৫
- বাটালী হিল জামে মসজিদ ৭৬-৭৮
- গোলাম রসুল মার্কেট জামে মসজিদ (তিনপুল মাথা মসজিদ) ৭৯-৮০
- মসজিদ বায়তুল্লাহ ৮১-৮৩

www.pathagar.com

- ❒ আগ্রাবাদ বহুতলা কলোনী মসজিদ ৮৪-৮৬
- ❒ বিপ্লব উদ্যান জামে মসজিদ ৮৭-৮৮
- ❒ পূর্ব নাসিরাবাদ বড় মসজিদ ৮৯
- ❒ চন্দনপুরা বড় মসজিদ ৯০-৯২
- ❒ বদরপাতি জামে মসজিদ ৯৩-৯৪
- ❒ চকবাজার অলি খাঁ মসজিদ ৯৫-৯৬
- ❒ বলির হাট বায়তুজ্জামান মসজিদ ৯৭-৯৮
- ❒ চকরিয়া বায়তুশ শরফ মসজিদ ৯৯
- ❒ রাজাখালী পালাকাটা মসজিদ ১০০-১০১
- ❒ মধুবেপারী মসজিদ ১০২
- ❒ ফলাহ গাজী মসজিদ ১০৩-১০৪
- ❒ বায়তুস সালাম মসজিদ ১০৫-১০৬
- ❒ খাগড়াছড়ি কোর্ট মসজিদ ১০৭
- ❒ ফাঁসিয়াখালী আন্নর আলী জামে মসজিদ ১০৮-১০৯
- ❒ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এফ রহমান হল মসজিদ ১১০-১১১
- ❒ চামড়া গুদাম জামে মসজিদ ১১২-১১৩
- ❒ ইয়াছিন খয়রাতি মসজিদ ১১৪
- ❒ সৈয়দ আবদুর রহমান খলিফা মসজিদ ১১৫
- ❒ আতরজান মসজিদ ১১৬-১১৭
- ❒ চাঁন্দগাজী মসজিদ ১১৮-১১৯
- ❒ কাতালগঞ্জ শেখ বাহারুল্লাহ মসজিদ ১২০-১২১
- ❒ বহদ্দার বাড়ী মসজিদ ১২২-১২৩
- ❒ রাহাত্তার পুল মসজিদ ১২৪-১২৫
- ❒ ছনুয়া কাতেবী জামে মসজিদ ১২৬-১২৭
- ❒ আফগান মসজিদ ১২৮-১২৯
- ❒ আসকার দিঘীর পাড় বায়তুল ইকরাম মসজিদ ১৩০-১৩১
- ❒ আগ্রাবাদ বায়তুল আজম মসজিদ ১৩২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ

খতিবঃ আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবিরী আল-মাদানী

শিরক-বিদআত সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল জঘন্য অপরাধ। ঈমান মুসলমানের প্রাণ। শিরক-বিদআত এ প্রাণ হরনের চাকচিক্যময় উপাদান। শিরক জুলমে আজীম। বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিদআত শাররুল উমুওর। সবচে নিকৃষ্ঠ তৎপরতা। সুস্পষ্ট দালালাহ। ধর্মনিরপেক্ষ বকধার্মিকেরা সমাজে শিরক-বিদআতে লিপ্ত। বর্তমানে বৃহত্তর চট্টগ্রামের এক নম্বর সমস্যা শিরক-বিদআতের বাঁধভাঙ্গা সয়লাব। হক্কানী রব্বানী আলেম সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের সঠিক শিক্ষা জন সম্মুখে তুলে ধরলে সমাজে হাঁটু গেড়ে বসা রকমফের শিরক-বিদআতের মূলোৎপাটন সম্ভব। কূপমন্ডুক ধারণা, সংকীর্ণ চিন্তা-চেতনা ও দায়গ্রস্ত মস্তিষ্ক প্রসূত আইনে তাবৎ সামাজিক অনাচার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস বিদূরিত করা সম্ভবপর নয়। ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ক্ষমতাসীন সরকার কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাজ গঠন করলে সবধরনের কুসংস্কার ও ধেয়ে আসা চরিত্র বিধ্বংসী আকাশ সংস্কৃতি থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে বলে প্রত্যাশা রাখেন আওলাদে রসুল সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবিরী আল-মাদানী, তিনি আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের খতীব। ১৯৫৬ সালে ঢাকা শহরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর একত্রিশতম আওলাদ। তাঁর পিতা মরহুম সাইয়্যেদ তাহের আহমদ জাবিরী আল মাদানী একজন জগৎ বাছা আলেমে দ্বীন ও বুজুর্গ ছিলেন। জানা যায়, মসজিদে নববী শরীফের বাবুস সালামের ছাহা মহল্লার ৫৫২১০ নং বাড়ীতে ১৯০৭ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা আহমদ জাবিরীর কাছেই তাঁর পড়াশোনার হাতে খড়ি। মদিনায় চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আহমদ জাবিরী তাবুকে হিজরত করেন। সেখানে অবস্থানের কিছু দিন পর তাহের জাবিরী তার একমাত্র বোন এবং পর পর বাবা ও মাকে হারান। এভাবে তিনি এতিম হয়ে পড়লে তথাকার একজন নিঃসন্তান বিত্তশালী মহিলা তার লালন পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সুযোগ্য উস্তাদের মাধ্যমে হাদিস; ইলমে নাহু ও ফিকাহ শাস্ত্র শিক্ষা দেন। পরে মামা হোসাইন আহমদ মাদানী বিধবা মহিলাটিকে রাজী করিয়ে ভাগ্নেকে মদিনায় নিয়ে এসে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১৮ বৎসর বয়সে তাহের আহমদ জাবিরী মসজিদে নববীর দলীল নিযুক্ত হলে রওজা মোবারকের চাবি তার হস্তে ন্যস্ত করা হয়। এসময় সওদরা মসজিদে নববী দখল করে নিয়ে সাইয়্যেদ বংশের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। এতে বহু সাইয়্যেদ শহীদ হন। অবস্থা নাজুক দেখে মামা ভাগ্নে তাহেরকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেন। কলিকতায় তিনি সাইয়্যেদ আবু বকর নুর (রাঃ) এর মেহমান হন। পরবর্তীতে তিনি তাবলীগে দাওয়াতের মিশন নিয়ে বার্মায় গিয়ে সুবিধা করতে না পেরে দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কলিকাতায় ফেরত হন। এখানে তিনি জাকারিয়া এষ্টেট এলাকাস্থ বিখ্যাত নাখোদা মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন। তথায় বহু বছর নিজ দায়িত্ব পালন করার পর ষাটের দশকের প্রথম দিকে তিনি ঢাকা শহরে চলে আসেন। ঢাকায় তিনি সবার নিকট সমাদৃত হন। এক পর্যায়ে লক্ষীপুর নিবাসী আল্লামা হাফেজ আহমদ এলমী আল আনসারী হুজুরকে হায়দরগঞ্জে আমন্ত্রণ জানালে তিনি স্বাচ্ছন্দ চিত্তে তা গ্রহণ করে নেন। এখানকার লোকজন হুজুরকে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুরোধ জানালে তিনি বসতবাড়ি

www.pathagar.com

গড়ে তুলেন। দ্বীনের প্রচার প্রসারের লক্ষে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকায় তিনি ইন্তেকাল করেন। খতীব আনোয়ার হোসাইন পিতা মাতা উভয় দিক থেকে সাইয়্যেদ বংশের। হায়দরগঞ্জ তাহেরিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় সাইয়্যেদ সাহেবের পড়াশোনার খাতেখড়ি। খতীব সাহেব প্রত্যেক জামাতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে এখান থেকে একাধারে ফাজিল পাশ করেন। ১৯৭৩ সালে ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে হাদিস গ্রুপে ফাষ্ট ক্লাস অর্জন করেন তিনি। ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি রিয়াদ থেকে তিনি ১৯৮৮ সালে ইসলামী আইন বিষয়ে আট বছর ব্যাপী বি,এ, অনার্স ডিগ্রি নেন কৃতিত্বের ধারাবাহিকতায়। খতীব মহোদয়ের তিন ভাইই আত্ম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। বড় ভাই সাইয়্যেদ আবদুল আজিজ তাহের জাবিরী সৌদি রাজতন্ত্রের অর্থ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর। মেঝ ভাই সাইয়্যেদ ইজ্জুদ্দিন তাহের জাবিরী মরহুম পিতা আওলাদে রসুল (সঃ) আল্লামা হযরত সাইয়্যেদ তাহের জাবিরী আল-মাদানী (রাঃ) ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান, ছোট ভাই সাইয়্যেদ বাহা উদ্দীন তাহের জাবিরী আল-মাদানী মদিনা মোনাওয়ারাহ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক চেয়ারম্যান বর্তমানে খতীব সাহেবের বড় ভাই ও ছোট ভাই মদিনা শরীফে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। খতীব সাইয়্যেদ সাহেব ছাত্রাবস্থায় ঢাকা আলীয়া ছাত্র সংসদের জি.এসের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দ্বীনকে একটি প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শ হিসেবে দেখতে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি আল মাদানী হজ্ব কাফেলার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের দেশের লোকজন ছহী-ছালামতে সব আরকান-আহকাম পালন করে হজ্ব আদায় করতে চায়। কিন্তু বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে তারা মনের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন না। তাই মুসল্লীদের বিশেষ অনুরোধে ১৯৯৮ সালে এই কাফেলা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কাফেলার উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ফায়দা লুটা নয়, ইবাদত সুষ্ঠুভাবে আন্‌জাম দেয়ার ব্যবস্থা করা। তিনি ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্সের শরীয়া বোর্ড সদস্য, হায়দারগঞ্জ তাহেরিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা, দারুল ইরফান একাডেমী ও ইমাম ওলামা কল্যাণ পরিষদ সভাপতি। সৌদি আরব বায়তুশ শেখ দাওয়াহ এসোসিয়েশনের মেম্বার। লক্ষীপুরে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতব্য কামিল মানের মহিলা মাদ্‌রাসার উপদেষ্টা তিনি। তিনি দেশের জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে আলেম সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন। দ্বীনের তাবলীগ ও এশায়াতের জন্য রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে সফর করেছেন। ইতিমধ্যে তিনি আরব আমিরাত হয়ে আমেরিকা সফর করে আসেন। লিখালিখির ক্ষেত্রে সাইয়্যেদ সাহেব গতিশীল গদ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত। তার খুৎবার ভাষা মানোত্তীর্ণ ও কুরআন-হাদিসের সাথে আধুনিক তত্ত্ব ও তথ্যে টইটম্বুর। দৈনিক কর্ণফুলীতে প্রতি জুমাবার এ খুৎবার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তিনি সমাজে প্রচলিত শিরক বিদআত সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং নিজ পিতার জীবনী ও বারো মাসের খুৎবা নিয়ে আরো দু'টি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানা যায়। অনলবর্ষী আপোষহীন বক্তা খতীব সাহেব। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা রয়েছে। দারাজ কণ্ঠের অধিকারী অকুতোভয় মুজাহিদ তিনি।

কর্মজীবনে তিনি পিতা এবং নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা মসজিদ সমূহের পরিচালক ও সৌদি এ্যম্বেসী-ঢাকা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বায়তুশ শেখ এর দায়ী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দ্বীনের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও এক্বামতের জন্য তিনি বহু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় মূখ্য ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে রয়েছে ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ হায়দরগঞ্জ, তাহের আল মাদানী সমাজ কল্যাণ পরিষদ-বিরামপুর, রামদাশপুর তাহেরিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা হায়দারগঞ্জ, তাহেরিয়া এতিমখানা, তাহেরিয়া লিল্লাহ বোর্ডিং, হায়দরগঞ্জ তাহেরিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা মসজিদ, দারুল এরফান একাডেমী চট্টগ্রাম, সাতক্ষীরা সংকরকাঠি তাহেরিয়া মাদ্‌রাসা, চরফ্যাশন মঝিরহাট তাহেরিয়া হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা, সাইয়্যেদ তাহের আল মাদানী অবদান এখানে উল্লেখযোগ্য। সমাজ কল্যাণ পরিষদ গুলোর মাধ্যমে তিনি দুঃস্থ-মানবতার সেবা, অনৈসলামিক কাজ প্রতিরোধ এবং শরীয়া শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে আসছেন। জানা-যায়, পরিষদের শরীয়া বোর্ডের বিচারে ডি. সি, টি. এন. ও সহ বিভিন্ন গণ্য মান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন। আর এখানকার রায়ই আদালতে পাঠানো হয়। প্রভাবাধীন এলাকা সমূহে তিনি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায়

www.pathagar.com

অনেক দূর এগিয়ে গেছেন।

সাইয়্যেদ সাহেবের পিতার বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের জন্য প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে আওলাদে রাসুল (সঃ) আল্লামা সাইয়্যেদ তাহের জাবিরী আল মাদানী (রাঃ) ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে হায়দারগঞ্জে দুই তিন লাখ লোকের বিশাল ইছালে সাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দেশী-বিদেশী ইসলামী চিন্তাবিদদের আগমন ঘটে এ মাহফিলে। মাহফিলে দ্বীনি তালিম-তরবিয়ত দান করা হয়। শেষদিন বিশ্ব মুসলিমের মুক্তি ও কল্যাণ কামনায় দীর্ঘ মোনাজাত পরিচালিত হয়। শরীয়তের ফায়সালার সামনে তিনি নিন্দুকের নিন্দা এবং কোন অশুভ শক্তির চোখ রাঙানিকে পরওয়া করেন না। চট্টগ্রামে সবাই সাইয়েদ সাহেবকে আধ্যাত্মিক নেতা এবং ঐক্যের প্রতীক হিসেবে জানে। দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমান সাইয়্যেদ সাহেবকে আন্তরিকভাবে ভালবাসেন।

মুহতারাম খতীব আওলাদে রসুল সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আনোয়ার হোছাইন তাহের জাবিরী আল মাদানীর সাথে মসজিদের হুজরায় দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়। পাঠকের সৌজন্যে তার কিয়দংশ প্রদত্ত হল।

অনুসন্ধানঃ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্ম নিরপেক্ষ। জাতি গঠনে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির মূল্যায়ন করুন।

খতীবঃ ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতার অস্তিত্ব নেই। কোন নবী ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে না। প্রায় পৌণে দু'শো বৎসর পূর্বেকার ইংরেজ প্রবর্তিত এ শিক্ষা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির আলোকে রচিত হয়নি। ইমাম-খতীবদের উচিত ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখা। একটি উন্নত ও আদর্শ জাতি গঠনে সর্বস্তরে সার্বজনীন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজন।

অনুসন্ধানঃ দেশের ওভার অল নিউজ মিডিয়া এন্ড কালচারাল ক্যাম্পাস বামদের দখলে। এ অঙ্গন গুলো রাতদিন ইসলামকে নিয়ে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। ফলে দেশের মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে, পথহারা হচ্ছে গানিতিকহারে। এ সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য?

খতীবঃ নিউজ তো আসলে সব সত্য নয়। অনেক সময় পরিবেশের উপর ভিত্তি করে অনুমান ভিত্তিক খবর পরিবেশিত হয়। মুসলিম সাংবাদিকদের উচিত ইসলাম সম্পর্কে, সঠিক বক্তব্য নির্ভিকচিত্তে জাতির সামনে তুলে ধরা। আলেম সমাজ নিজস্ব অবস্থানে থেকে সাধ্যনুযায়ী ইসলামী তামাদ্দুন-তাহজীব চর্চা করতে পারেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

অনুসন্ধানঃ এক্বামতে দ্বীনের ক্ষেত্রে আলেমরা কোন ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে?

খতীবঃ ইমাম-খতীবগণ সমাজের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিনিধি। সর্বস্তরের জনগণের সাথে তাদের সুনিবিড় সম্পর্ক। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ইমাম সম্মেলনে ইমামদেরকে তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্ব দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সরকার যদি ইমাম-খতীবদের সামাজিক ও দায়িত্বগত মর্যাদা নিশ্চিত করেন তাহলে তারা ইসলামী আদর্শের আলোকে জাতি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন। মসজিদ ভিত্তিক সমাজ গঠনে ইমামদের দায়িত্ব সর্বাবস্থায় প্রধান।

অনুসন্ধানঃ যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে ধ্বংস করতে আবুল-তাবুল বকছে। বুশ সরকার স্বৈরচারী হাকডাক ছাড়ছে আর জাতিসংঘ নীরব দর্শকের ভূমিকায় রয়েছে। এ ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান?

খতীবঃ মুসলিম উম্মাহ পাশ্চাত্য অনুকরণ, আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বস্তুবাদিতার বেড়াজালে আবদ্ধ। কুরআন সুন্নাহর পথ ছেড়ে মুসলিম উম্মাহ পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলেছে। ফলে আজ নিপীড়িত, নিগৃহীত, শোষিত, লাঞ্ছিত হচ্ছে দুনিয়ার সর্বত্র। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী নির্যাতিত মুসলমানদের রক্ষা এবং ইরাকে সম্ভাব্য মার্কিন হামলা প্রতিরোধে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তাদেরকে অতিসত্ত্বর এক কাতারে আসতে হবে। জাতিসংঘ বিশ্বাসঘাতক সংঘ। এ পুতুল সংঘ দিয়ে মুসলিম উম্মাহর কোন কল্যাণ হবে না। নিজেদের অস্তিত্ব, স্বকীয়তাবোধ ও আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মুসলিম বিশ্বকে উম্মাহ সংঘ গড়ে তুলতে হবে। এই সংঘ দ্বীন কায়েমেও কাজে লাগানো যেতে পারে।

www.pathagar.com

অনুসন্ধানঃ বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্যে আপনার কি বক্তব্য?

খতীবঃ ক্ষমতায় আসার পূর্বে সরকার ইসলামের পক্ষে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা দরকার। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও কুসংস্কার কুরআন-হাদিসের আলোকে আইন প্রবর্তন করলেই বন্ধ করা সম্ভব। অন্যথা কোন কিছুতেই মানুষ শান্তির ছোঁয়া পাবে না।

অনুসন্ধানঃ মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে আপনার হেদায়তী বক্তব্য উপস্থাপন করুন।

খতীবঃ আল্লাহর দ্বীনকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে রাসুলুল্লাহর ফরমুলা মোতাবেক ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গঠন করা প্রতিটি মুসল্লীর ঈমানী দায়িত্ব। আল কুরআন ঐক্যের সোপান। কুরআনী শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে আলেম সমাজকে একই প্লাটফরমে ফিরে আসতে হবে। এজহারে হক্কের জন্য হলে আলেমদের এখতেলাফ রহমত তূল্য। অন্যথা বিপরীত। সকল মুসল্লীকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টিই সকল সাফল্যের একমাত্র উৎস।

আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ

হিজরী ১০৭৮ মোতাবেক (১৬৬৭খ্রীঃ) সালে মুঘল বাদশাহ মহিউদ্দীন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেবের বিশেষ নির্দেশে এটি নির্মিত হয়।

এ মসজিদের পেছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ। নবাব শায়েস্তা খান আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্রাটের মামা। সম্রাট ক্ষমতারোহণের পর তার মামা আমিরুল উমরা শায়েস্তা খানকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নিযুক্ত করে ১৬৫৬ সালে এদেশে পাঠান। তখন চট্টগ্রামের মুসলিম জনসাধারণ আরকানী মগ দস্যু ও পর্তুগীজ লুটেরাদের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত। বিপন্ন তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। সকাল সন্ধ্যা খুন ও ডাকাতির ফলে অতীষ্ট মানবতা ত্রাহি ত্রাহি। এই শতকের গোড়ার দিকেই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের দিকপাল মহাকবি আলাওল জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, একদা কবি তাঁর পিতার সঙ্গে কার্যোপলক্ষে জলপথে কোথাও গমনকালে পর্তুগীজ জলদস্যুদের কবলে পড়েন। দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে কবির পিতা মারা যান। কবি নিজেও আহত হন এবং বহু দুঃখ ভোগের পর আরাকানে উপস্থিত হন। কবি তার সেকান্দর নামা কাব্যে এ সম্পর্কে বলেন,

"বহু যুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল বাপ
রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গে আইল মহাপাপ
না পাইলে সৎ পদ আছে অঙ্গলেস
রাজ আসোয়ার হৈনু আসি এই দেশ।"

কবির পিতা ফতেয়াবাদ পরগনার মজলিশ কুতুবের অমাত্য ছিলেন। সৈয়দ আলী আহসান লিখিত পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের পরিচয় অংশে চট্টগ্রামের তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যস্ত অবস্থার চিত্র ফুটে উঠে। জানা যায়, সে সময় কর্ণফুলী নদীর পূর্বে উপকূলে দিয়াঙ্গা-নামে পর্তুগীজদের একটি বন্দর ছিল। এটি বঙ্গোপসাগরে পর্তুগীজদের প্রথম ভূ-বাসন ও নিরাপদ আস্তানা। এই দিয়াঙ্গা থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুরা সমুদ্র পথে চট্টগ্রামের উপকূল অঞ্চল আক্রমণ করত। আরাকান রাজ কখনো তাদের অসমর্থন করেনি। কারণ, রাজত্বের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পর্তুগীজদের অনবরত আক্রমণের ফলে মোঘলরা পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে বাধাগ্রস্ত হয়। চট্টগ্রামের অবস্থা নাজুক থেকে নাজুকতর হতে থাকলে নবাব শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম নগরীকে মগ ও পর্তুগীজদের জুলুম থেকে আজাদ করার জন্য তার ছেলে বুজুর্গ উমিদ খানকে সেনাপতি করে ১৩০০ সুসজ্জিত সৈন্যের এক অভিযান প্রেরণ করেন। সেনাবাহিনী পদব্রজে ফেনী নদী পার হওয়ার পর কুমিরার সন্নিকটে এসে মগ দস্যুদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এখানে উভয় বাহিনী সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়। মুসলিম মুজাহিদরা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে মগ দস্যুদের মনের খায়েস জনমের তরে মিটিয়ে দেন।

১২৩৩টি কামানসহ দুই হাজারের মত মগ সৈন্যও বন্দী করেন। এদিকে সেনাপতির বিশেষ নির্দেশে হোসেন বেগ নামের একজন-বীর সেনানী সহস্রাধিক সৈন্যে সুসজ্জিত একখানা নৌবহর নিয়ে বিরোচিত আক্রমণ চালিয়ে মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের নির্মম অত্যাচারের কবল থেকে সন্দ্বীপকে মুক্ত করে কুমিরায় এসে মিলিত হয়। কুমিরায় এই দুই কাফেলা বেশ কয়েকদিন অবস্থানের পর ক্রমাগত

www.pathagar.com

অপারেশন চালাতে চালাতে চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে এগিয়ে আসে। শাহী জামে মসজিদ বর্তমানে যেই পাহাড়ে অবস্থিত সে সময় এটি মগ পর্তুগীজদের সুরক্ষিত আখড়া ছিল। মুসলিম সৈন্য চট্টগ্রাম নগরে পা ফেলেছে শুনে বাতিলের হৃদয়ে থরো থরো কম্পন শুরু হয়। যে পারো পালাও রবের

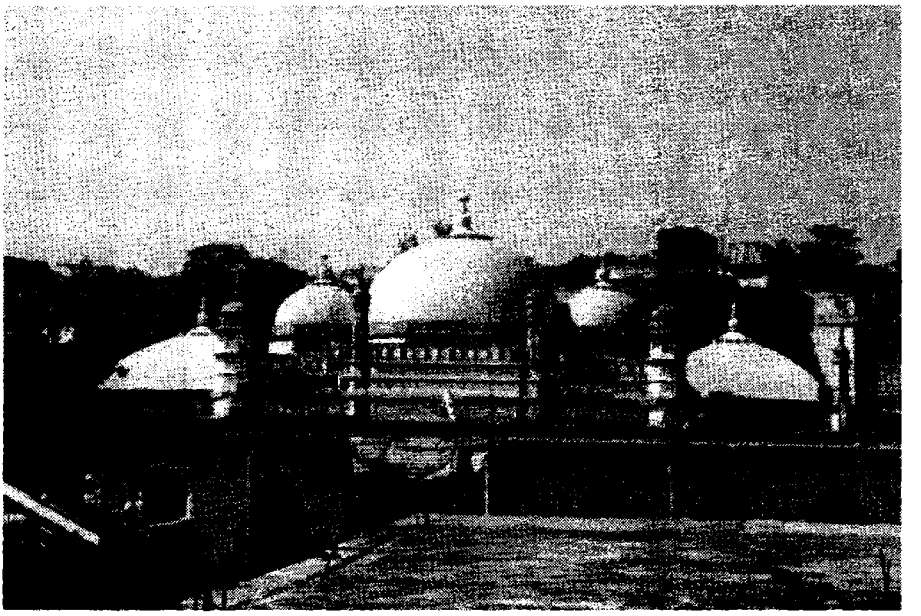

হিড়িক পড়ে যায় সবখানে। জেদ ধরে যারা দুর্গে দুর্গে আশ্রয় নেয় তাদেরকে যৌথ বাহিনী কপোকাৎ করে। মুশরিকদের মুক্ত করে পাহাড়ের আন্দরে অর্থাৎ ভেতরে তাদের প্রধান কিল্লা বানিয়ে নেয়। এই কিল্লাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম অঞ্চল মগ-পর্তুগীজ দস্যুমুক্ত করা হয় বলে দিল্লীর সম্রাট শাহী ফরমান জারি করে চট্টগ্রামের নাম ইসলামাবাদ এবং পাহাড়িয়া কিল্লা এলাকাকে আন্দরকিল্লা নামকরণ করেন। ধর্মপরায়ন মোঘল বাদশাহদের বৈশিষ্ট্য ছিল যুদ্ধজয়ের পর বিজিত এলাকায় শোকরিয়া স্বরূপ মসজিদ মাদ্‌রাসা ও ইবাদতগার নির্মাণ করা। সেই ধারাবাহিকতায় বাদশাহ আওরঙ্গজেব চট্টগ্রাম অঞ্চল অধিকারের খোশ খবর পেয়ে বিজয়ের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য বিজয়ী সেনাপতিকে যে কিল্লা থেকে এ বিজয় সাধিত হয় সেই কিল্লাতে একটি মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দান করেন। নবাব শায়েস্তা খানও তার ছেলে বুজুর্গ উমেদ খান সম্রাটের এ নির্দেশ পেয়ে মহাখুশীতে আন্দরকিল্লা শাহী মসজিদটি তৈরী করেন। নির্মাণকাজে কোন সিমেন্ট ছাড়া শুধু মাত্র পাথর ও চুন-সুড়কি দিয়ে একটি পাথরের উপর আর একটি পাথর অভিনব পদ্ধতিতে ফিটিং করা হয়েছে। গম্বুজ সমূহ বীমরুপে যে বারের উপর সংস্থাপিত করা হয়েছে সে বার সমূহ ও পাথরের দ্বারা সংযুক্ত। সামনে ও উত্তর-দক্ষিণ ছোট বারান্দার উপরের ছাদটি লৌহবারের উপর টালি বসিয়েই নির্মাণ করা হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে নীচ ছাদটি মসজিদ হিসেবে নির্মিত হয়। এটি এক সময় কবরস্থান ছিল। কবরস্থান ভেঙে সেখানে ওজুর জন্য পানির হাউজ তৈরী করা হয়েছিল। এরূপ অজুখানার উপরে দেয়া ছাদটির বর্তমানে পূর্বে অবস্থায় রয়ে গেছে। পরে এটা আরো সম্প্রসারণ করা হয়। এর উপরের দ্বিতলায় দারুল হাদিস ও হেফজখানা ছিল। যা কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। সাবেক খতীব আওলাদে রসুল আবদুল হামিদ বোগদাদী(রহঃ) মসজিদের পূর্ব ও দক্ষিণ পার্শ্বে এ পাকা কবর সম্বলিত কবরস্থান তার পাঠান মুরিদদের দ্বারা ভেঙে উপরোক্ত অজুখানা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি শিরক বিদআতের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সৈনিক ছিলেন। জানা যায়, এক সময় এম. ই. এস স্কুলের দক্ষিণে মুসল্লীদের অজুর

www.pathagar.com

জন্য একটি পুকুর ছিল। বৃটিশরা মসজিদকে গুদাম ঘর বানিয়ে রাখার সময় এটি বেহাত হয়ে যায়। তিনি একটি কুতুব খানাও প্রতিষ্ঠা করেন। মোঘলরা যে সময় জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে দেয়। তখন মসজিদের সাথে একটি মাদ্‌রাসাও তৈরী করে। ভেতরের মাপ অনুযায়ী মূল মসজিদটি আঠার গজ দৈর্ঘ্য ও সাড়ে সাত গজ প্রস্থ বিশিষ্ট। চারপাশের দেয়াল সমূহ প্রায় আড়াই গজ পুরু। পশ্চিমের দেয়াল পোড়া ইটের তৈরী এবং অন্য তিনটি দেয়ালের ভিত্তি মজবুত পাথরে নির্মিত। মধ্যস্থলে একটি বড় গম্বুজ এবং ছোট দুটি গম্বুজ দ্বারা ছাদ আবৃত। সমভূমি হতে প্রায় ৩০ ফুট উপরে একটি ছোট পাহাড়ের উপর এর অবস্থান। নির্মাণ কৌশল হিসেবে শায়েস্তা খান মোঘল স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশ আমলে মসজিদের যে সম্প্রসারণ ও সংস্কার হয়েছে তা আধুনিক স্থাপত্য রীতি অনুসারে হওয়ায় প্রাচীন অংশ থেকে সহজে পৃথক করা যায়। এ সময় মসজিদের চার কোণে চারটি গগন ছোঁয়া গম্বুজ স্থাপন করা হয়। যা শহরের বহুদূর থেকে মসজিদের অবস্থান জানান দেয়। মসজিদ ও তদ্ সংশ্লিষ্ট মাদ্‌রাসার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য নবাব শায়েস্তা খান সেকালে মোঘল শাহী মসজিদ পাহাড় সংলগ্ন সাড়ে পাঁচ কানি মূল্যবান ভূ-সম্পদ দান করেন। দ্বীনি শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও ছিল শায়েস্তা খানের। তিনি মসজিদকে ভিত্তি করে ইসলামী তামাদ্দুন-তাহজীব চর্চার প্রাণকেন্দ্র গড়ে তুলে এ ভূখণ্ডের সর্বত্রে আল কোরআনের আলোকধারা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই মসজিদের দেয়ালে খুঁদায় করে লেখা হয়েছিল– "ধার্মিক শাসক বিশ্বাসের আলো জালিয়ে দেন, খলিলের মতই এ মসজিদ নির্মাণ করেছেন, যেন মানুষ আলোকিত পথে পরিচালিত হয়।" বুজুর্গ উমেদ খানের পরবর্তী শাসকগণ মসজিদের স্বাভাবিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অব্যাহত রাখেন। খুব স্বল্প সময়েই মসজিদ এতদাঞ্চলের মুসলমানদের শান্তি সমৃদ্ধি ও ঐক্যের সূতিকাগার হয়ে উঠে। এখান থেকে সবাই দ্বীনি শিক্ষা ও ঈমানী জজবা পেতে থাকে। তবে বিধিবাম, শাহী জামে মসজিদের এ ভাবমর্যাদা ও খ্যাতি বেশী দিন ধরে রাখা যায়নি। ১৭২৩ সালে ইয়াছিন খান নামের চট্টগ্রামের আরেকজন ফৌজদার শাহী জামে মসজিদ ও মাদ্‌রাসার সকল অনুদান বন্ধ করে দেন। তিনি নিজে শাহী জামে মসজিদের অদূরে মোমিন রোডে কদম মোবারক নামকরণ করে অন্য একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকে শাহী জামে মসজিদ তার প্রাধান্য হারাতে থাকে। ১৭৬০ সালে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর মীর কাশেম আলী চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলা হস্তান্তরের অঙ্গীকার করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট থেকে নবাবী লাভ করেন। কোম্পানী ১৭৬১ সালের ৩ জানুয়ারী নবাব রেজাখান থেকে চট্টগ্রামের দখলদারিত্ব গ্রহণ করে। ফলে শাহী জামে মসজিদও বেদ্বীনদের হাতে চলে যায়। তারা মসজিদের সম্মান পর্যুদস্ত করে। ভূলুণ্ঠিত করে এ দ্বীনি মারকাজের সকল কদর-আজমত। মসজিদকে পরিণত করে তোষাগার ও গোলাবারুদাগারে। শেষের দিকে ইহাকে কোম্পানীর অধীনে গণপূর্ত অধিদপ্তরের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারা মনছোঁয়া গম্বুজ, স্তম্ভ এবং বহু চেয়ে থাকার মত মূল্যবান কারুকার্য্যের ক্ষতি সাধন করে মসজিদের মূল নকশার আংশিক পরিবর্তন করে। এভাবে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত মসজিদে নামাজসহ সব ধরনের ইবাদত বন্ধ থাকে। অবশেষে সন্দ্বীপ নিবাসী হামিদুল্লাহ সাহেবের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের মসজিদ পাগল জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে জামে মসজিদের স্বীয় মর্যাদা পুণঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে। বৃটিশ সরকার আপামর জনসাধারনের আন্দোলনের মুখে উপায়ন্তর না দেখে শেষতক মুসলমানদের মসজিদ মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সাথে সাথে ১৮৫৬ সালে খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ সাহেবের তত্ত্বাবধানে লিখিত এক তৌলিয়াতে মোঘলের দেয়া শাহী জামে মসজিদের পাহাড় সংলগ্ন সাড়ে পাঁচ-কানি ভূ-সম্পত্তি ২নং একটি জোত করে মসজিদের খেদমতে ছেড়ে দেয় সরকার।

মরহুম হামিদুল্লাহ খান দানবীর, পরহেজগার ও বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ফারসী ভাষায় তারিখে হামিদী নামে একটি আত্মজীবনী গ্রন্থসহ বেশ কয়েকটি সাড়া জাগানো পুস্তক রচনা করেন। তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে চট্টগ্রামে রিভিনিউ অফিসার হিসাবে চাকুরী করতেন। কুরআন-হাদিসের প্রতি তিনি ছিলেন দারুণ আসক্ত। কোথাও কুরআন তেলাওয়াত হলে তিনি তন্ময় হয়ে শুনে থাকতেন। এ সম্পর্কে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসার সুযোগ্য শায়খুল হাদিস আল্লামা নেছারুল হক জানান শেষ বয়সে হামিদুল্লাহ খান সাহেবের পিঠে একটি বিষাক্ত ফোঁড়া উঠেছিল। ফোঁড়ার যন্ত্রণায়

www.pathagar.com

তিনি কাতরাচ্ছিলেন বহুদিন। পারিবারিক সিদ্ধান্তক্রমে খান সাহেবের ফোঁড়ার অপারেশনের জন্য দিল্লী থেকে একজন অভিজ্ঞ হাকিম আনা হয়। হাকিম অপারেশনের পূর্বে বেহুঁশ করা লাগবে বলে খান সাহেবকে জানান। খান সাহেব এতে বারণ করে অপারেশনের পূর্বে একজন হাফেজে কুরআন ঘরে আনার জন্য বললেন। দেখা গেল, হাফেজ মনকাড়া সুরে কুরআন আবৃত্তি করছে আর খান সাহেব নিজের সচেতন সত্ত্বাকে বিলিয়ে দিয়ে শুনছেন। এমতাবস্থায় হাকিম তাকে অপারেশন করলেও তিনি কুরআন শোনার মধুর ভুবনে হারিয়ে গিয়েছিলেন। একটুও ব্যথা অনুভব করেননি। ছহী ছালামতে সব চিকিৎসা সম্পাদিত হয়ে যায়। আর বেঁহুশ করা লাগে নি। সুদীর্ঘ ৯৩ বৎসর পর শাহী জামে মসজিদ পুনরুদ্ধার হলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মাঝে সচেতনতার সৃষ্টি হয়। তারা মসজিদকে নবসাজে সজ্জিত করতে উদ্যোগী হয়ে উঠে। হামিদুল্লাহ খানের সক্রিয় সহযোগিতায় মসজিদের বেশ কিছু সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ সম্পাদিত হয়। সংস্কারের পর মসজিদের গায়ে নিম্নোক্ত বাক্যাবলী লিপিবদ্ধ করা হয় "আল হামদুলিল্লাহির তায়ালা ও বিহামদিহি নওয়াব ওমদাতুল মুলুক আমিরুল উমরা শায়েস্তা খাঁ খানে জাঁহা পীছরে নওয়াব ইমিনিদ্দৌলা আছেফ খান শানে খানে বাহাদুর যিনি গাজী বাদশাহ আলমগীরের মামা এবং মৌজায়ে আকবরাবাদ তাজমহলে স্বামীর সাথে শায়িত বিবি মমতাজ মহল বেগমের ভাই এবং নুরজাহান বেগমের ভ্রাতুষ্পুত্র এমন একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যাকে কা'বায়ে সানী লিখা হয়েছে। এটি কাবা শরীফের মত অনেকদিন অপরের হাতে ছিল। আল্লাহর হুকুম ও মেহেরবানীতে দ্বিতীয় বার কাবার আবাদ হয়েছে।

হে মুসলিমগণ! তোমাদের নিকট এই আমার আশা, যা কিছু পারবেক আমল কর এবং নতুন ও পুরাতন নির্মাণকারীর জন্য ফাতেহা পড়। চার কুল পড়িয়া মাগফিরাত কামনা কর। ইমারতে সানি ১২৭২ হিজরী"। আবাজাদ হরফে লিখিত হয়েছে হিজরী সংখ্যাটি। মরহুম হামিদুল্লাহ খানের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় মসজিদ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে। নিজের কোন সন্তান-সন্ততি না থাকায় তিনি মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে ১৮৫৭ সালে শাহী জামে মসজিদের সকল সম্পত্তি তার ব্যক্তিগত ওয়াক্‌ফ প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করে যান। মসজিদ ও মাদ্‌রাসা পরিচালনার জন্য ফারসী ভাষায় লিখিত একখানা ওয়াকফ ফি সাবিলিল্লাহ্ দলীল সম্পাদন করে তিনি ভাইপো আব্দুল্লাহ খানের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেন। ১৯৫৫ সালের দলীল মোতাবেক মরহুমের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মূল্য ছিল প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। মরহুমের ওয়াকফ কর্তৃক পরিচালিত মসজিদের মধ্যে রয়েছে ১। নিজামপুর পরগনায় তার মৌরসীদের দেয়া দুইখানা মসজিদ। ২। শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা। ৩। কাতালগঞ্জ আবাসিক এলাকা জামে মসজিদ। ৪। হামিদউল্লাহ খান মসজিদ, খাতুনগঞ্জ। ৫। মরহুমের নিজ বাড়ী সন্দ্বীপের মসজিদ ও নিজের গড়া একখানা মাদরাসা। মরহুমের দলীলখানা মোঘল শাহীর সম্পত্তি ও তার নিজস্ব ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির সাথে একত্রে দলীল হওয়াতে পরবর্তী প্রজন্ম বিভিন্ন ছল-ছাতুরীর আশ্রয় নিয়ে ওয়াক্‌ফ ফি সাবিলিল্লাহকে ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ বলে অবৈধ দলীলের আশ্রয় নিয়ে মসজিদের সম্পত্তি ইজারা দেয়। পরবর্তীতে মরহুমের মসজিদ ও মাদ্‌রাসাগুলো চরম দূরাবস্থায় পতিত হয়। অথচ খান বাহাদুর সাহেব একথা সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখে যান যে, মসজিদ ও মাদ্‌রাসার খরচ মেটানোর পর যদি কিছু বাকী থাকে তাহলে তা নিকটতম ওয়ারিশরা ভোগ করতে পারবে। অন্যথা এক আনাও কেউ খরচ করতে পারবে না। পরিতাপের বিষয় হল, খান বাহাদুর সাহেবের নিজের সম্পত্তি ইজারা দিলে হয়ত; হকদার হিসেবে মাফ করা যায়। কিন্তু মোঘল শাহী জামে মসজিদের সাড়ে পাঁচ কানি সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার কি কারো থাকতে পারে? মরহুমের মোতাওয়াল্লীগণের মধ্যে আবদুল্লাহ খান সুলতান খান ও খান সাহেবের জমিদারির মোতাওয়াল্লীগণের তত্ত্বধানে প্রায় শত বছর মসজিদ পরিচালিত হয়। ১৯৪৯ সালে পাক আমলে সুপরিচিত জেলা প্রশাসক এফ. এ করিম সাতকানিয়ার প্রাক্তন এম. পি. এ মরহুম মাওলানা মাহমুদুর রহমান সাহেবকে মসজিদ কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত করেন। তিনি উকিল নবীদুর রহমান ও বজলুর রহমান চৌধুরীর সহায়তায় মসজিদের আসল সম্পদ উদ্ধারের লক্ষ্যে খান বাহাদুর সাহেবের দেয়া ওয়াকফ ফি সাবিলিল্লাহর ফারসী ভাষায় লিখিত মূল দলীল সংগ্রহে সচেষ্ট হন। উকিল নবীদুর রহমান সীমাহীন পরিশ্রম করে বহু ঘাত প্রতিঘাতের পর খান সাহেবের ওয়াক্‌ফ ফি সাবিলিল্লাহর মূল দলীল ১৯৫৫ সালে ফৌজদারী মহাফেজখানা থেকে সংগ্রহ করতে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

এই দলীল খানা হস্তগত হলে এতদিনকার লুকানো থলের বিড়াল বেরিয়ে আসে। এই ফার্সী দলীলখানা বাংলায় অনুবাদ করেন কাট্টলী নিবাসী মরহুম মুফতি তমিজুর রহমান। এটি বর্তমানে জামে মসজিদে সংরক্ষিত রয়েছে। মৌলানা মাহমুদুর রহমান মসজিদের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত মুন্সেফ কোর্ট, জর্জ কোর্ট, হাইকোর্ট পর্যন্ত একটানা ১১ বছর মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। শেষতক হাইকোর্ট ওয়াকফ ফি সাবিলিল্লাহর মূল দলীল ও ওয়াকফ কমিশনারের ১৯৪৬ইং ২৯ জুলাই অর্ডারের উপর ভিত্তি করে ১৯৬২ সালের ৯ জানুয়ারী মসজিদের পক্ষে রায় ঘোষণা করে। খান সাহেবের ওয়াকফখানা নিরেট ওয়াক্‌ফ ফি সাবিলিল্লাহ। ১৮৮৯ সালের জালিয়াতি করা মরহুম আবদুল্লাহ খানের ওয়াকফ আলাল আওলাদ নামের অবৈধ দলীলখানা হাইকোর্ট বাতিল ঘোষণা করে। মাওলানা মাহমুদুর রহমানের হাড়ভাঙ্গা কষ্টে অর্জিত রায় মোতাবেক সম্পদ উদ্ধারে গড়িমসি দেখা দিলে কমিটির কোষাধ্যক্ষ রাউজান নিবাসী বজলুর রহমান চৌধুরী তার ভ্রাতুষ্পুত্র মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরী পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন চট্টগ্রাম সফরে আসলে এ বিষয়ে অবহিত করেন।

অর্ডিন্যান্স দিয়ে হাইকোর্টের ডিক্রিপ্রাপ্ত সম্পদ উদ্ধারের জন্য হাজী ইসলাম খান, হাজী মুহাম্মদ আনিছ, নওশের খান সহ আরো অনেকে চৌধুরী সাহেবের নিকট বিশেষ অনুরোধ জানান, চৌধুরী সাহেব তার চাচাকে মসজিদ কমিটি রদবদল করে নিয়ে আসলে তারপরে মসজিদের সম্পদ উদ্ধারে অর্ডিন্যান্স দেয়া হবে বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু চাচা কমিটির রদবদল করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত তিনি আর এগিয়ে আসেন নি।

১৯৮৫ সাল পর্যন্ত খান সাহেবের উত্তরাধিকারী মোতাওয়াল্লীগণ ও বিভিন্ন সময়ে কমিটির স্বেচ্ছাচারিতা ও দায়িত্বহীনতার ফলে শাহী মসজিদ শাহী গৌরব হারিয়ে জরাজীর্ণ হয়ে থাকে। প্রায় দেড় শত বছর পর্যন্ত অবৈধ দখল, অগণিত কমিটির রদবদল, ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে মসজিদ কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারী ও সদস্যরা সুশিক্ষিত সুদক্ষ, ধার্মিক ও জাতীয় মর্যদাসম্পন্ন হলেও কেউ মসজিদের কোন প্রকৃত কল্যাণ করতে পারেন নি। সর্বোচ্চ আদালতের ডিক্রি পাওয়ার পরও মুসল্লীদের দান ও চাঁদায় মসজিদ চালাতে হয়। আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানী দেশের বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ দাউদ আলী সাহেবের সুযোগ্য সন্তান ওমর ফারুক জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব নিয়ে চট্টগ্রাম আসেন। তিনি দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে মসজিদের ডিক্রিপ্রাপ্ত সম্পত্তি ভোগ দখলের বলিষ্ট পদক্ষেপ নেন। মুসল্লী, মসজিদ কমিটি ও এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় তিনি মসজিদের সকল সম্পত্তি পূনরুদ্ধারের অভিযান শুরু করেন। অনেক চেষ্টা সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে মসজিদের সম্মুখভাগ ও আশপাশের বেশ কিছু জায়গা উদ্ধার করতে সক্ষম হন ডি. সি সাহেব। মসজিদের আয়-বৃদ্ধি ও ফাণ্ড গঠনের জন্য এসব স্থানে তিনি মসজিদ মার্কেট গড়ে তোলেন। ১৯৮৬ সালের ৭ জানুয়ারী গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশ বলে মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বভার ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর উপর ন্যস্ত হয়। ডি. সি ওমর ফারুক এমন এক ব্যক্তি যার নিকট দুনিয়ার চেয়ে আখেরাত প্রিয়। সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতির অক্টোপাসে নিপতিত প্রশাসনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েও তিনি তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করছেন। একজন বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান ও মন্ত্রী ডি. সি. ওমর ফারুক সম্পর্কে বলেন, "ওমর ফারুক আমার বন্ধু-সহযোদ্ধা। আমি কখনো তাকে দুর্নীতি ও তদবিরের পক্ষে ভূমিকা রাখতে দেখিনি। তারমত আল্লাওয়ালা মোত্তাকী সচিব যদি আরও কয়েকজন থাকত তাহলে দেশের চেহারা পাল্টে যেত।" জানা যায়, ওমর ফারুককে চট্টগ্রাম থেকে ট্রান্সফার না দেয়ার জন্য তৎকালীন খতীব আওলাদে রসুল সাইয়্যেদ আবদুল আহাদ আল মাদানী প্রেসিডেন্ট এরশাদের হাত ধরে রিকোয়েষ্ট করেছিলেন। প্রতিউত্তরে প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, চট্টগ্রামের মন্ত্রী-কর্মকর্তারা আমার ঘাড় চেপে ধরছে, আমি তো আপনার কথা রাখতে পারছি না। একটি সূত্র জানায়, মসজিদের জন্য মোঘলদের দেয়া সম্পত্তি শুধু মাত্র সাড়ে পাঁচ কানি নয়। রহমতগঞ্জ, মোমিন রোড ও সিরাজ-উদ দৌল্লা সড়কের অধিকাংশ জায়গা মোঘলরা মসজিদের জন্য দান করে যান।

এ সম্পত্তি সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেহাত হয়ে যায়। ডি. সি ওমর ফারুক এদিকে নজর

www.pathagar.com

দেবেন ভয়ে তাকে স্বার্থান্বেষী চক্র বদলী করতে বাধ্য করেন। এ মসজিদের সংস্কার, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যাদের অবদান অস্বীকার্য তারা হলেন, ডি. সি. এ. বি চৌধুরী, ক্যাপ্টেন ডাঃ আবুল কাশেম, ডি. সি. আবুল হাসনাত আবদুল হাই, ডি. সি. জিয়া উদ্দীন মাহমুদ চৌধুরী, মরহুম হাজী নেয়ামত আলী সওদাগর, অধ্যক্ষ এ. এ. রেজাউল করিম, হাজী মহিউদ্দিন, মরহুম ইসলাম খান, মরহুম এ. কে খান, মরহুম মফিজুর রহমান, আলহাজ্ব মাষ্টার নুরুল ইসলাম, আবদুল আহাদ মিয়া, আলহাজ্ব আবদুর রউফ, আলহাজ্ব গোলাম ছমদানী প্রমুখ। মসজিদ সংস্কারে ডি. সি. ওমর ফারুকের বহুমুখী অবদান বর্ণনাতীত। তার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল বেশী। তিনি দু'টি মিনার, পানির রিজার্ভার, বারান্দা, পিলারের নিম্নাংশ ও ফ্যাসাদসহ সিঁড়ি মোজাইক, পাখা সংযুক্তকরণ, মসজিদের ভেতরে শ্বেত পাথর, উঠানে সিরামিক ও দেয়ালে টাইলস বসানো, জনালায় গ্রীল, গ্লাস ও নেট ফিটিং, ছাদে লাইম ট্রেসিং, ফেসাদ অলংকরণ, আন্ডার গ্রাউন্ড বাথরুম নির্মাণ, হুজরা সংস্কার মাইক সেট, কার্পেটিং, টেলিফোন, জেনারেটর, অফিস ও অফিসের জন্য আধুনিক আসবাব পত্র, মসজিদের খতীব, ইমাম মুয়াজ্জিন খাদেমদের সম্মানী ও ভাতা প্রভৃতি ব্যবস্থা করেন। মসজিদের সামনের বেদখল জায়গার কিছু অংশ তিনি জমির মালিকদের রাজি করিয়ে আর যে সব মালিক জেদ ধরেছে তাদের জমি উচিত মূল্যে ভূমি হুকুম দখল আইনের মাধ্যমে এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকা দিয়ে ক্রয় করে নেন।

এম. ই. এস কর্তৃপক্ষের দখলে থাকা কিছু সম্পত্তিও তিনি ক্রয় করে নেন। এদের দখলদারিত্বে অন্তর্ভুক্ত আর কিছু সম্পত্তি এবং দক্ষিণ পূর্ব কোণের বড়ুয়ার বিল্ডিং ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ভূমি হুকুম দখল আইনের মাধ্যমে মসজিদভূক্ত করার ব্যবস্থা করলেও তিনি বদলী হয়ে যাওয়ায় তা ভোগ দখল এখনও সম্ভব হয়নি। এতদ সম্পর্কে বড়ুয়ার দায়ের করা রীট সুপ্রীম কোর্ট খারিজ করে দেয়।

বর্তমান কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা থাকলে এ বিষয় সুরাহা করা যেতে পারে। মসজিদের সবচেয় সফল ও সার্থক খতীব সাইয়্যেদ আবদুল আহাদ আল মাদানী। তিনি সাহেবে এলম বুজুর্গ ছিলেন। তিনি এদেশের মানুষকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতেন। নগরীর বাইশ মহল্লা সরকারী কবরস্থানে তাঁকে অসিয়ত মোতাবেক দাফন করা হয়।

এই স্থানে তার দাফন জানান দিচ্ছে তিনি আকিয়ামত শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে নীরব সাক্ষী এবং সোনার বাংলার দেশ প্রেমিক শ্রেষ্ঠ সোনার মানুষ। নিঃসন্দেহে তিনি খতীব সমাজের একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। ইসলামিক ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত এ শাহী জামে মসজিদ বৃহত্তর চট্টগ্রামের সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠতম মসজিদ। পানজাগানা নামাজে এখানে মুসল্লী জামাতে গর জামাতে সর্বসাকুল্যে গড়ে প্রায় পাঁচ হাজার হতে পারে। নিয়মিত জুমায় বিশ হাজার ছাড়িয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। ধর্মীয় উপলক্ষ থাকলে মুসল্লীদের ঠাসাঠাসিতে সামনের রাজপথ পর্যন্ত থৈ থৈ হয়ে যায়। লক্ষাধিক হবে বলে মন্তব্য করেছেন একজন নিয়মিত মুসল্লী। মুফতি মাওলানা মামুনুর রশীদ মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম। তিনি একজন বিদগ্ধ আলেম ও দায়ী ইলাল্লাহ। তার কণ্ঠ সুমধুর, উচ্চারণ বিশুদ্ধ অধ্যক্ষ মাওলানা মুহিব্বুল্লাহিল বাকী নদভী পেশ ইমাম। তিনি আধুনিক ও ইসলামিক জ্ঞানে দক্ষ। মসজিদের দুইজন মুয়াজ্জিন হলেন ক্বারী শফিক আহমদ ও মাওলানা বদিউজ্জমান। খাদেম, মাইকম্যান, ইলেকট্রিশিয়ান, সুইপার, দারোয়ান সবাই মিলে ১৭ জন কর্মচারী দিন রাত মসজিদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন।

মসজিদের দ্বিতলার উত্তর পার্শ্বে রয়েছে একটি বিশাল ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠাগার। এখানে প্রায় দশ লক্ষ টাকার কুরআন হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য রয়েছে বলে জানা যায়। প্রবীণ মুয়াজ্জিন ক্বারী শফিক আহমদের পরিচালনায় এখানে একটি ফ্রি ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা রয়েছে। মুসল্লীদের ছহী কুরআন শিক্ষার জন্য এখানে বিশেষ ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রতি বৎসর মসজিদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক ক্বেরাত প্রতিযোগিতা। মসজিদ চত্বরের দক্ষিণ পার্শ্বেই রয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়। খাদেমদের জন্য কোয়ার্টার, ইমাম-মুয়াজ্জিনদের জন্য শুধুমাত্র হুজরার ব্যবস্থাই রয়েছে। স্বীকার্য প্রয়োজনীয়তা থাকলেও খতীব মহোদয় ও ইমাম মুয়াজ্জিনদের জন্য এখনও পর্যন্ত স্বতন্ত্র কোন বাসভবনের ব্যবস্থা করা হয়নি। যা শাহী মসজিদের শাহী ব্যবস্থাপনার

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য ঘাটতি। নিয়মতান্ত্রিক কোন কবরস্থান এ মসজিদে না থাকলেও মেহরাবের পেছনের জায়গায় বেশ কয়েকটি কবর লক্ষ্য করা যায়। নগরীর প্রাচীনতম এ মসজিদ বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। আধুনিকতার ছোঁয়ায় দেশের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন আসলেও এখানে তা পুর্বের মতোই রয়ে গেছে। মান্দাতার আমলের মাইকিং সিস্টেমের ফলে নামাজ আদায়ে মুসল্লীদের সমস্যায় পড়তে হয়। দেশের অন্যতম এ মসজিদে সাউন্ড বক্স সিস্টেম চালু করার জন্য মুসল্লীদের দাবী রয়েছে। কাতারবন্দী হয়ে দাড়াবার লাল দাগ মুছে যাওয়া, লালবাতির ডিষ্টার্ব, জুতাচুরি ও অজুখানার পানি অপচয় প্রভৃতি ছোটখাট সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষীয় কোন ব্যবস্থা নেই। পায়খানা-প্রস্রাবখানায় পর্যাপ্ত আলোর অভাব, মিনার ও গম্বুজে নিয়মিত বাতি না জ্বলা ও খুৎবার মুদ্রিত অনুবাদ কপি পর্যাপ্ত পরিমাণ না হওয়া এখানকার চলমান সমস্যা। মসজিদের চত্বর ও আশপাশের দেয়ালের আড়ালে প্রায় সময় বেনামাজীরা শুয়ে থাকে, আড্ডা দেয়, এতে মসজিদের পবিত্রতা বিনষ্ট হয়। খতীব মহোদয় ও ইমাম-মুয়াজ্জিনদেরকে মাসিক যে সম্মানী ও সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়, তা স্বাভাবিক প্রয়োজন সাপেক্ষ নয়। যে মসজিদকে কেন্দ্র করে ফাউন্ডেশন মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছে সে মসজিদের জন্য ফাউন্ডেশন তদ্রুপ ব্যয় করছে না। মসজিদের দ্বিতীয় তলা সংস্কার করা খুবই প্রয়োজন। খতীব সাহেব জানান, আমি এখানে একটি হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সরকারী সমর্থন ও সহায়তা পাচ্ছি না বলে এগুতে পারছি না। মসজিদের সকল সমস্যা দ্রুত নিরসন করতঃ আধুনিক চাহিদার আলোকে ইহাকে আরো সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা বর্তমান সময়ের দাবী। ফাউন্ডেশনের আন্তরিক সহযোগিতা পেলে এ মসজিদকে তিনি মসজিদে নববীর আদলে গড়ে তুলবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। খতীব সাহেব চলমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমস্যার সমাধানমূলক যুগোপযুগী স্বরচিত খুৎবা পরিবেশন করেন। খতীব সাহেবের এ আরবী খুৎবার অনুবাদ করেন উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল হামিদ। মূল খুৎবা শুরুর পূর্বে তিনি সবাইকে অনুবাদ পড়িয়ে শোনান। এ সময় অনুবাদের মুদ্রিত কপি মুসল্লীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। আন্দরকিল্লাস্থ শাহী জামে মসজিদের মহাত্ম্য, ভাবমর্যাদা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এখানকার প্রায় সব খতীব ছিলেন আওলাদে রসুল। এবং তারাই মসজিদের বড় অভিভাবক। মরহুম আবদুল আহাদ আল মাদানী সাহেবতো বহু বছর মসজিদ কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। দেশী-বিদেশী অনেক ঐতিহাসিক ও পর্যটক এ মসজিদ পরিদর্শনে আসেন।

কুয়েত সরকার এ মসজিদ উন্নয়নে এক মোটা অংক অনুদান বরাদ্দ দিয়েছিল। যা মসজিদের শোভাবর্ধনে সহায়ক হয়। মসজিদের একজন একান্ত মুসল্লী তার লেখায় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পরিচালিত এ মসজিদ বৃহত্তর চট্টগ্রামে মসজিদ ভিত্তিক দ্বীনের এশায়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব রাখতে পারছে না বলে মন্তব্য করেন। আর মসজিদকেও আগের ধারাবাহিকতায় মনের মতো সাজানো হচ্ছে না। মসজিদ সংশ্লিষ্ট কর্তব্যরত ব্যক্তিবর্গ খেদমত খুলছিয়াতের সাথে ও সাওয়াবের নিয়্যতে কতদূর করছেন তা ঠিক বলা যাবে না। এ ব্যাপারটি অনেকখানি প্রশাসন তান্ত্রিক। পার্থিব বাস্তবতার চেয়ে পারলৌকিক পরিতুষ্টি ও বুলন্দি সবার প্রেরণা হওয়া চাই।

এ মসজিদে খানায়ে কাবার ইমাম সহ অসংখ্য দেশী বিদেশী ইসলামী ব্যক্তিত্ব তাশরীফ এনেছেন। ঐতিহ্যগত ভাবে এখানে প্রায় সময় কুরআন-হাদিসের তাফসীর ও বিভিন্ন মাসআলা মাসায়েল নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বুজুর্গ লোকদের মাসব্যাপী ইতেকাফের জন্য এটি প্রশান্তিময় স্থান। প্রতি বৎসর রমজান মাসে এখানে এতদাঞ্চলের প্রথিত যশা আলেমদের বিষয় ভিত্তিক তকরির শোনার সুযোগ হয়। শিরক-বিদআত ও কুফরমুক্ত সমাজ গঠনে এ মসজিদের ভূমিকা মূখ্য। এ মসজিদের সিংহভাগ মুসল্লীই সুশিক্ষিত সচেতন নাগরিক। তারা ঈমান-আকীদার ব্যাপারে আপোষহীন। মুসলিম উম্মার দুর্যোগ মুহূর্তে এ মসজিদ থেকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ইসলামী বিধি-বিধান পালনের জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ মসজিদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য-সংহতি প্রতিষ্ঠা, দ্বীনের প্রচার-প্রসার, তামাদ্দুন তাহজীবের চর্চা সর্বোপরি ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে এ মসজিদ যুগান্তকারী পাওয়ার হাউজ তুল্য।

www.pathagar.com

বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ

প্রধান খতীবঃ বাহরুল উলুম আল্লামা শাহ মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন (মঃ জিঃ)

ঐক্যই শক্তি। ঐক্যই সাফল্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে ইস্পাত কঠিন ঐক্যের বিকল্প নেই। তামাম দুনিয়ার মজলুম জনগোষ্ঠীর মুক্তির জন্য মুসলিম উম্মাহর সুদৃঢ় ঈমানী ঐক্য অতীব প্রয়োজন। গতিশীল বর্তমান ও নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য আলেম-ওলামাকে আজ অখণ্ড ইসলামী ঐক্যের দিকে ফিরে আসতে হবে। সর্বস্তরের আলেম সমাজের অবিভাজ্য প্লাটফরম তৈরীর জন্য ১৯৯৬ সালে আমাদের মরহুম পীর সাহেব আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার (রহঃ) মজলিসুল ওলামা নামে একটি সমন্বয়মূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সংগঠন সকল বাধা চড়াই-উৎরাই রকমফের এখতেলাফ দূর করে আলেমদেরকে আর্থ-সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত করতে নিরলসভাবে চেষ্টা করছে। আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও দ্বীন কায়েমের ফরজিয়্যত অনুধাবন করে আলেমদেরকে আর বহুধা বিভক্ত হয়ে থাকলে চলবে না। কুরআন-হাদীসের মাপকাঠিতে সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। আলেম সমাজকে মুসলিম জাতিসত্ত্বা বিরোধী দেশী-বিদেশী সকল ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার আহ্বান জানাতে চান বাহরুল উলুম আল্লামা শাহ মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন (মঃজিঃ)। তিনি বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ এর সম্মানিত সভাপতি, পীর সাহেব এবং এর অন্তভুর্ক্ত শতপ্রায় মসজিদের প্রধান খতীব।

সমাজে শিরক-বিদআত সম্পর্কে পীর সাহেবের বক্তব্য হল, হযরত আদম (আঃ) থেকে সকল নবী-রসুল অশিক্ষা, অনাচার, কুসংস্কার ও শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম শাহ ছুফী মীর মুহাম্মদ আখতর (রহঃ) ও বায়তুশ শরফের রূপকার শাহ আবদুল জব্বার (রহঃ) তরিকায়ে আলিয়ায়ে কাদেরীয়ার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে শিরক-বিদআত থেকে ফিরিয়ে এনে তাওহীদমুখী করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আমরাও একটি সুশীল সুন্দর শিরক-বিদআতমুক্ত ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়াস চালাচ্ছি। আন্তর্জাতিক চেতনায় তিনি মুসলিম উম্মাহর করুণ অবস্থার জন্য জাতিসংঘকে দায়ী বলে মনে করেন। জাতিসংঘ দলমত নির্বিশেষে মানবতার কাজ করছে বলে প্রচার করলেও মুসলমানদের ক্ষেত্রে একচোখা নীতি পরিহার করতে পারছে না। জাতিসংঘ ব্যর্থ হয়েছে নির্যাতিত নিপীড়িত নিগৃহীত বঞ্চিত মানবতার পাশে দাঁড়াতে। ইসলামী দুনিয়ার শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি, দার্শনিক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও হক্কানী-রব্বানী ওলামা মাশায়েখের যৌথ প্রচেষ্টায় একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ফোরাম গড়ে তুললে মজলুম মুসলমানগণ আশার আলো দেখতে পারে বলে মনে করেন। আল কুরআনের আলোকধারায় এ ফোরাম পরিচালনা করে হাজার বছরের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে হবে। দ্বীনকে সর্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য বায়তুশ শরফের তৎপরতা বিস্তৃতিশীল। বুদ্ধিভিত্তিক পন্থায় বায়তুশ শরফ ইসলামী সমাজ গঠনে ভূমিকা রেখে আসছে। মরহুম পীর সাহেব শিক্ষা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-চট্টগ্রাম ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য ত্বরিকতের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। এ প্রোগামগুলো বর্তমানে আরও গতিশীল হয়ে এগিয়ে চলছে।

মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে পীর সাহেবের প্রায় সময়কার নসীহত হল শিরক বিদআত ও হারাম থেকে সবাইকে দূরে থাকতে হবে। সর্বদা আমরবিল মা'রুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের মিশন মাথায় রেখে চলতে হবে।

আল্লামা শাহ কুতুব উদ্দীন ১৯৪২ সালে লোহাগাড়া আধুনগর ছুফী মিয়াজী পাড়ায় জন্মগ্রহন করেন। তার পিতা মাওলানা মুহাম্মদ মুছলেহ উদ্দীন চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। এই মাদ্‌রাসায় তিনি প্রাথমিক স্তর থেকে ফাজিল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তিনি আলিমে মেধা তালিকায় ৬ষ্ট ও ফাজিলে ৫ম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম

www.pathagar.com

আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৫৬ সালে কামিলে হাদীস গ্রুপ নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। তিনি রাসুলাবাদ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। এর পর দীর্ঘ জীবন তিনি বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুল আলম মীর মুহাম্মদ আখতরের স্বান্নিধ্যে কাটান। ৮৯ সালে বায়তুশ শরফ মাদ্‌রাসার সহ সুফার, পরবর্তীতে মাদ্‌রাসা কামিল মানে উন্নীত হলে উপাধ্যক্ষ, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। '০১ সালে তিনি অবসর নেয়ার কথা থাকলেও সরকার বিশেষ বিবেচনায় চাকরির মেয়াদ আরও দুই বছর বৃদ্ধি করেছে। ৯৭ সালে বায়তুশ শরফের রূপকার মাওলানা শাহ আবদুল জব্বার সাহেব ইন্তেকালের পর তিনি সর্ব সম্মতিক্রমে পীর মনোনীত হন।

সাংগঠনিক জীবনে তিনি আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ মজলিসুল ওলামার সভাপতি। ইসলামী ব্যাংকের ডাইরেক্টর ও চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসার সহ-সভাপতি। ১৯৬৫ সাল থেকে তিনি হজ্জ্ব করে আসছেন। তবে পীর সাহেব কেবলার ইনতেকালের বছর যাওয়া সম্ভব হয় নি। তিনি শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ ও সমাজসেবক হিসেবে সরকার কর্তৃক একাধিকবার স্বর্ণপদক পান। জান্নাতী ও জাহান্নামী কারা এবং দাওয়াতে মুসতাজাবাত নামে দু'টি বই লিখেছেন তিনি। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী, মাস্কাট, ভারত, দুবাই, কাতার সৌদি আরব, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন সময় সফর করেন। ওয়ায়েজ ও শায়ের হিসেবেও তিনি সবার নিকট সুপরিচিত।

বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ

এটি জাতীয় পর্যায়ে সরকার অনুমোদিত মসজিদ ভিত্তিক অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী মানব কল্যাণমূলক সংগঠন। ২ অক্টোবর ১৯৫২ সালে লোহাগাড়া থানার কুমিরাঘোনায় এর শুভযাত্রা। কুতুবুল আলম শাহসূফী মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর ছাহেব লোহাগাড়া-সাতকানিয়া এলাকায় বেশ কয়েকটি মসজিদ ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নেন। আধ্যাত্মিক হেদায়াতের আলোক রেখা বিচ্ছুরণের লক্ষ্যে তার সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রামে-গঞ্জে বেশ চমৎকার ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৮ সালে তিনি নগরীর ধনিয়ালাপাড়ায় বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সের অগ্রযাত্রা শুরু করেন। মাওলানা আখতর এ কমপ্লেক্সের অদূরে মাদারবাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে মক্কা মুআজ্জামার জান্নাতে মু-আল্লায় মদফুন হন। জানা যায়, তার ইন্তেকাল হয়েছে খুব সৌভাগ্যের মুকুট মাথায় নিয়ে। সে বছর তিনি হজ্ব আকবর শেষে মিনায় তাহাজ্জুদ পড়ছিলেন। তাহাজ্জুদ শেষে তার একান্ত প্রিয় মাওলানা আবদুল জব্বার ছাহেবকে খেলাফতের সকল দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েন। শুতে না শুতেই তিনি মহামহিম খোদার ডাকে চিরতরে সাড়া দেন। চলে যান পরম মুনিবের সান্নিধ্যে চিরন্তন শান্তির স্বর্গীয় নীড়ে।

বায়তুশ শরফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সকল সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে আনজুমনে ইত্তেহাদ। ইত্তেহাদের শাখা ও সদস্য সংখ্যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে দিন দিন। এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও পরিধি সুবিস্তৃত। ইত্তেহাদের বর্তমান কেন্দ্রীয় সভাপতি বর্তমান পীর ছাহেব হযরত মাওলানা কুতুবউদ্দিন। সেক্রেটারী সাবেক পোর্ট চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম কিবরিয়া। ইত্তেহাদের উদ্যোগে যে সমস্ত মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে কুমিরাঘোনা বার্ষিক ইছালে সওয়াব মাহফিল অন্যতম। এখানে নিয়মতান্ত্রিক প্রচারণাবিহীন লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে। এ মাহফিল ব্যবস্থাপনার জন্যে কোন বাজেট নির্ধারিত না হলেও খোদাতায়ালার কুদরতে কোন অভিযোগবিহীন সকল চাহিদা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। এখানকার মুনাজাতের দৃশ্য খুবই দ্বীনি ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ। যার নজীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা বলে উল্লেখ করেন কয়েকজন মাহফিলে যাওয়া মুসল্লী। তাছাড়া রবিউসসানী মাসের দশ তারিখ ককসবাজার বায়তুশ শরফ প্রাঙ্গণে এবং খুলনার বাগেরহাট ষাট গম্বুজ মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় চৈত্র মাসের শেষের দিকে অনুরূপ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদের কার্যক্রম সারা দেশ ছাড়িয়ে সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা সৌদি আরব, ওমান, কুয়েত, কাতার প্রভৃতি দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে। কুরআন সুন্নাহর শাশ্বত বিধানের আলোকে দেশব্যাপী বিভিন্ন জনসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা এর উদ্দেশ্যে। লক্ষ্য

www.pathagar.com

হল মানুষকে কারিগরী ও ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত করে ত্বরিকতের অনুসৃত পন্থায় মানবীয় গুণাবলী অর্জনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বলে বলীয়ান করে আত্মকর্ম সংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল জীবন যাপনে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলা।

এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য স্ব স্ব এলাকায় মসজিদ বায়তুশ শরফ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করা হল এর পথ চলার মৌলিক নীতি। সাধারণ পরিষদ, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ ও তত্ত্বধায়ক শাখা নিয়ে ইত্তেহাদ গঠিত। গঠনতন্ত্র মোতাবেক সাধারণ সদস্য, সম্মানী সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক স্তরে এর জনশক্তি শ্রেনীভূক্ত। সদস্যদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত মাসিক/এককালীন চাঁদা, দেশী-বিদেশী অনুদান, যাকাত-ফিৎরা প্রকল্প উৎপাদিত আয়, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের এককালীন অনুদান এবং বিভিন্ন প্রকাশনালব্ধ অর্থ ইত্তেহাদের আয়ের প্রধান উৎস। এর সকল দান-অনুদান আয়কর মুক্ত। ইত্তেহাদের সহ সভাপতিগণ হলেন আলহাজ্ব এম. এ কুদ্দুছ, (সার্বিক), আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমান উল্লাহ খান (প্রচার ও প্রকাশনা) আলহাজ্ব মুহাম্মদ শামসুল হক (সংগঠন) আলহাজ্ব আবদুল আউয়াল (স্থাবর সম্পদ) আলহাজ্ব মীর আনোয়ার আহমদ (সমাজ কল্যাণ), সাইফুল আলম (মাসুদ) (ত্রাণ), মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম (ত্বরিকত)।

আনজুমন ইত্তেহাদ বায়তুশ শরফের তৎপরতা সমূহের মধ্যে রয়েছে মসজিদ ৯৬টি, মাদ্‌রাসা ১৯টি, এতিমখানা ১৭টি, ফোরকানিয়া ৩৩টি, হিফজখানা ১৬টি, ইসলামী গবেষণাগার ১টি, একাডেমী ২টি, বয়স্ক নৈশ ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র ৪টি, ইসলামী গণ পাঠাগার ৫টি, ইসলামী লাইব্রেরী ৫টি, কার্পেন্ট্রি প্রশিক্ষণ ৩টি, টেইলারী প্রশিক্ষণ ৬টি, হেয়ার কাটিং প্রশিক্ষণ ৪টি, ধর্মীয় মাহফিল ৬টি। এছাড়া প্রয়োজনমত দুস্থ পরিবারের বাসগৃহ মেরামত, গরীব ও মেধাবী ছাত্রদেরকে আর্থিক সহায়তা দান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপদকালীন সময়ে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, বিভিন্ন মসজিদ ও মাদ্‌রাসা সহায়তা দান এবং নও মুসলিমদের সাহায্য প্রদান প্রভৃতি মানব কল্যানমূলক কাজ ইত্তেফাক সম্পাদন করে থাকে। মাসিক দ্বীন-দুনিয়া ও শিশু-কিশোর দ্বীন-দুনিয়া বায়তুশ শরফের দু'টি নিয়মিত প্রকাশনা। অন্যান্য প্রকাশনার মধ্যে রফিকুছ ছালেকীন, সুরা ফাতেহার তাফসীর, জিহাদে আকবর, সোসাল হিস্ট্রি অব মুসলিম ইন বেঙ্গল, পলিটিক্যাল ক্রাইসিস সোসালিজম, ক্যাপিটালিজম এন্ড হোয়াট নেক্সট, আল আছরার, আল ইহছান প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ত্বরিকত চর্চা বায়তুশ শরফের প্রাণ সঞ্জীবনী। জিকির আজকার; দোয়া- দরুদ ও সার্বিক ভাবে আমলে ছালেহের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মগঠন করা তরিক্বতের লক্ষ্য। তরিক্বত মানুষের চারিত্রিক পরিশুদ্ধি আনে। আনে প্রাণে প্রাণে প্রশান্তির মৃদু ঢেউ। নির্জনতাই মুক্তি, নির্ভাবনাই শান্তি। পারিপার্শ্বিক কোলাহল থেকে ছুটি নিয়ে নিবেদিত প্রাণে স্রষ্টার সকাশে একান্তমনে ধর্ণা দারুণ গতিশীল। এ গতি পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত থামবে না। মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার মানবতার আত্মিক পরিশোধনের জন্য কাদেরিয়া তরিক্বত পন্থায় জিকির মাহফিলের প্রবর্তন করেছেন।

বর্তমানে বিস্তৃতিশীল এ জিকির মাহফিলগুলো পরিচালনা করছেন মাওলানা নুরুল ইসলাম, ক্বারী রহমত উল্লাহ, মাওলানা তাহেরুল ইসলাম, মাওলানা জাফর আহমদ, মাওলানা সুলতান, রফিকউল্লাহ, ক্বারী নুরুল হোসাইন, জমির উদ্দীন, মাওলানা আনওয়ারুল ইসলাম, মাওলানা আশরাফ আলী, হাফেজ মাহমুদুল হক প্রমূখ।

বায়তুশ শরফের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে কক্সবাজার বায়তুশ শরফ হাসপাতালকে ৬ষ্ঠ তলায় উন্নীত করে মেডিকেল কলেজে রূপান্তিরত করা, কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ মাদ্‌রাসা আধুনিকায়ন, হিফজখানা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা, খুলনায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় চালু করা, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজারের অন্যান্য অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পাদন করা অন্যতম।

দ্বীনকে মানবিক, সামাজিক এবং পেশাগত জীবনের গাইডার হিসেবে গ্রহণ করার জন্য বায়তুশ শরফের ইসলাম ও বিজ্ঞানসম্মত এ মনস্তাত্বিক কর্মতৎপরতা সত্যিই নৈতিক ও আদর্শিক চরিত্র সম্পন্ন মানুষ গড়ার অনুপম ব্যবস্থা। এ তৎপরতায় সম্পৃক্ত হলে যেমনি মানবিক ও ইসলামিক মূল্যবোধ জাগ্রত হবে তেমনি আত্ম পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মুক্তি লাভও সম্ভব।

www.pathagar.com

হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসা প্রধান জামে মসজিদ

প্রধান খতীবঃ মাওলানা আহমদ শফি

জ্ঞানেই মানবতার বিকাশ। মানুষ জ্ঞানার্জন বিহীন আশরাফুল মাখলুকাত হতে পারে না। কুরআন, হাদিস, ফিক্‌হের জ্ঞানই আসল জ্ঞান। এতদ্বিষয়ের সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আজ দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশিক্ষা দেয়া হয় না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ারা যা করার তা-ই করছে। সচেতন প্রত্যেক মুসলিম প্রজন্মকে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার পাশাপাশি ইসলামী জ্ঞানার্জন করে তদনুযায়ী আমলী জিন্দেগীকে কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকধারায় উদ্ভাসিত করতে হবে। পাক ভারত উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত আওলাদে রাসুল (সঃ) হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রাহঃ) এর অন্যতম খলিফা হাটহাজারী আল জামেয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসার মহাপরিচালক ও তদসংশ্লিষ্ট মসজিদে ক্বাদীমের প্রধান খতীব আল্লামা শাহ্ আহমদ শফি মুসলিম ভাইদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলতে চান।

খতীব সাহেব ১৯৩০ সালে রাঙ্গুনিয়া উপজেলার শিলক গ্রামের মরহুম বরকত আলীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি হাটহাজারী মাদ্‌রাসার সকল পড়াশোনা চুকিয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে হিন্দুস্তান গমন করেন। সেখানে তিনি বিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্‌রাসা হাদীস তাফসীর, মানতেকসহ প্রায় সব বিষয়ে গবেষণামূলক অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি দেশে এসে হাটহাজারী মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি মাসিক মঈনুল ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক। ইসলামী সাহিত্য রচনায় মাওলানা সাহেব সিদ্ধহস্ত। তিনি উর্দু ও বাংলায় অনেক বই লিখেছেন। তন্মধ্যে "ইসলাম ও রাজনীতি", "মুসলমানকে কাফের বলার পরিণাম", "ধূমপান কি আশীর্বাদ না অভিশাপ", "আল বয়ানুল ফাছেল বাইনাল হক্বে ওয়াল বাতেল" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তিনি বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ওয়াজ মাহফিলে দাওয়াত ও মাদ্‌রাসার কাজে ইংল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব, কাতার, আরব আমিরাত, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ সফর করেন। মাওলানা সাহেব মাদ্‌রাসা পরিচালনার দায়িত্ব নেয়ার পর বেশ কিছু সংস্কার ও সম্প্রসারণমূলক কাজ আনজাম দেন। একটি বহুতল মসজিদ, দুইটি ভবন, একটি পাঁচ তলা বিশিষ্ট মেহমানখানা নির্মাণসহ একটি বিশাল পানির ট্যাংকের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি শো'বায়ে তাফসীর, শো'বায়ে হাদিস, শো'বায়ে আদব, শো'বায়ে ফিকহ্ ও বাংলা বিভাগ চালু করেন। জীবনের চৌদ্দ বছর ছাড়া বাকী সময়টুকু তিনি এ মাদ্‌রাসার ভালবাসা বুকে নিয়ে কাটান বলে জানান। সাংগঠনিক জীবনে তিনি বাংলাদেশ ইসলামী মহাসম্মেলন সংস্থা, সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ বাংলাদেশ ও তানজীম-ই-সিনাতুল ইসলাম বাংলাদেশ এর সভাপতি। তিনি আল মঈন রিলিফ কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, সমাজে শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে ইমামদের মসজিদ ভিত্তিক ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে হবে। প্রয়োজনে শিরক-বিদআতপন্থীদের সাথে মুনাজারায় নামতে হবে। গণসতর্কতার জন্য বিষয় ভিত্তিক ছোট ছোট রিসালাহ বের করা যেতে পারে। 'ইত্তেহাদুল ওলামা' সম্পর্কে তিনি বলেন, "ইত্তেহাদ ইত্তেহাদ বলছি, আসলে এখতিলাফই থেকে যাবে। ইত্তেহাদ হলে তো ভালো হতো। এটা কিয়ামত পর্যন্ত হবে না।" সহ শিক্ষা সম্পর্কে মাওলানা মুফতি আহমদ শফি বলেন, "মহিলা তেঁতুলের মত"। তেঁতুলের নাম নিলে জিহবায় লালা এসে যায়। সুন্দরী সুন্দরী মহিলারা কাপড়ের আগাগোড়া ঠিক না রেখে একসাথে পড়াশোনা করলে পুরুষের পড়াশোনা হবে কি করে ? মহিলাদেরকে ঘরে রেখে ৩০ পারা কুরআন শিক্ষা দিলেই

www.pathagar.com

চলে।" তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা পরিবার গঠনে সময় দেন না। তাদের পরিবার-পরিজন তাদের মত নয় কেন জানতে চাইলে তিনি খুব ভাবিয়ে উঠেন। শেষতক তিনি বলেন, 'ইসলাম একটি বৃক্ষ। এই বৃক্ষে সবাইকে পানি দিতে হবে। একটি ইমারত তৈরী করতে সকল ধরনের মিস্ত্রির প্রয়োজন হবে। শিক্ষককে শিক্ষা দিতে হবে। জিহাদ ও সিয়াসতেরও দরকার আছে। আত্মশুদ্ধি ও আত্মগঠনের মাধ্যমেও দ্বীনের খেদমত করতে হবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সবার আগে দ্বীনের উপর টিকে থাকতে হবে। দ্বীন বুঝা সবচেয়ে বেশি জরুরী।

হাটহাজারী মাদ্‌রাসা মসজিদ (মসজিদে ক্বাদীম) হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসা ও প্রধান জামে মসজিদ সম্পর্কে জানতে হলে আগে মাদ্‌রাসা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। মাওলানা হাবিবুল্লাহ্ (১৮৬৫-১৯৪৩ সাল) হাটহাজারী উপজেলার চারিয়া গ্রামের কাজী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা মতিউল্লাহ্ মিয়াজী। তাদের পূর্ব পুরুষ মারওয়ান ইবনুল হাকামের সাথে মিলিত হয়। তিনি নিজ গ্রামে আরবী শেখার কয়েকটি প্রাথমিক স্তর শেষ করার পর চট্টগ্রামের তৎকালীন একমাত্র দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোহসিনিয়া মাদ্‌রাসায় (বর্তমান মহসিন কলেজ) ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি হিন্দুস্তানের দেওবন্দ মাদ্‌রাসা ও কানপুর জামেউল উলুম মাদ্‌রাসায় গমন করে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। তখন সেখানে হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ও মাওলানা ইছহাক বর্ধমানী অধ্যাপনা করতেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি পাক ভারতে খ্যাতনামা আধ্যাত্মিক সাধক মুজাদ্দেদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। কিছুদিন হুজুরের সাথে থাকার পর তিনি দেশে এসে নিজ বাড়ীর মসজিদ সংলগ্ন একটি হুজরায় আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হন। তিনি আগত লোকজনকে তালিম তরবিয়ত ও তাবিজ দোয়া দিতে লাগলেন। লোকজনও সুফল পেয়ে হুজুরের জন্য বিভিন্ন হাদিয়া নিয়ে আসত। একদা ফটিকছড়ির বাবুনগর নিবাসী শাহছুপী মাওলানা আজীজুর রহমান (১৮৬২-১৯২২) ও বোয়ালখালী নিবাসী মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (১৮৫০-১৯২০) ফটিকছড়ি হতে পদব্রজে শহরে আসছেন। এমতাবস্থায় তারা হাটহাজারী চারিয়া জোড়পালের কাছে এসে সেখানকার একজন খোন্দকারের ছেলে দেওবন্দ ফারেগ হয়ে থানভী সাহেবের বাইয়াত প্রাপ্ত হয়ে বাড়ী ফেরার কথা শোনেন। দু'মাওলানা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য ছুটে যান। পরিচিতি পর্ব শেষ করে পরস্পর কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ ও আজীজুর রহমান নিজেদের সমমনা একজন জ্ঞান তাপস পেয়ে খুশী হন। খুশীতে বাগ বাগ চিত্তে তারা সহকর্মী মাওলানা আবদুল হামিদ (১৮৬৯-১৯২০)কে এ খবর জানানোর জন্য হাটহাজারী মাদার্শাস্থ তার মাদ্‌রাসায় যান। প্রায় ছয় মাস পর মাওলানা ওয়াহিদ ও আজীজু পুনরায় চট্টগ্রাম শহরে আসার পথে মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ সাহেবের সাথে দেখা করেন এবং তাকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি হুজরায় বসে বসে শুধু তাসবীহ তাহলীল জপলে তেমন উপকার হবে না। আজ গোটা দেশ ও জাতি শিরক-বিদআতে আপাদমস্তক নিমজ্জিত। জুলমাত ও গোমরাহীর অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং শিকড় গাড়া শিরক-বিদআত থেকে লোকজনকে নাজাত দেয়ার জন্য এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ পরিস্ফুটনের লক্ষ্যে হুজরায় দোয়া-দরূদ ও জিকির আজকারে আটকা না থেকে আপনি চাইলে তো একটি দ্বীনি মাদ্‌রাসা কায়েম করে ছহী-শুদ্ধভাবে কুরআন-হাদিস শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। আর বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ-নসিহত ও লোকজনকে বুঝানোর মাধ্যমে শিরক-বিদআতের মূলোৎপাটনে কার্যকরী ভূমিকা রাখাও তো আপনার দ্বীনি দায়িত্ব। সুতরাং আপনি এ কাজে নেমে পড়ুন ইনশাআল্লাহ্ সফল হবেন। হিতাকাংখী মাওলানা দু'জনের উৎসাহে হাবীব সাহেব রাজি হয়ে যান এবং তার মোরশিদ মাওলানা থানভী (রাঃ) সাহেবের নিকট এ কাজে এজাজত চেয়ে পত্র লিখেন। প্রতি উত্তরে তিনি অভিজ্ঞ আলেম দু-জনের পরামর্শের সত্যায়ন স্বরূপ

www.pathagar.com

একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর নির্দেশ পেয়ে মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ বর্তমান চারিয়া মাদ্‌রাসা সংলগ্ন রাস্তার পশ্চিম পাশে পুকুর পাড়ে ১৫/২০ হাত লম্বা একটি মাদ্‌রাসা ঘর তৈরী করে পড়া শুনা শুরু করে দেন। তিনি ২০/২৫ জন ছাত্রও পেয়ে যান। ৫/৬ মাস পর মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ ও ছুফী আজীজুর রহমান উক্ত রাস্তা দিয়ে শহরে আসার সময় মাওলানা হাবীব সাহেবকে নিজ মাদ্‌রাসায় পড়াতে দেখে দারুন খুশি হন এবং তাকে পরামর্শ দেন যে, এ জায়গাটা বড় মাদ্‌রাসা করার উপযুক্ত এলাকা পায় নি। যদি হাটহাজারী বাজারের সংলগ্ন ছয় গম্বুজিয়া ফকির মসজিদের পাশে স্থানন্তরিত করতে পারেন তাহলে খোদার ফজলে এটি দ্রুত ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করবে। এতদ্বিষয়ে আলাপচারিতা শেষে ছুফি সাহেব ও মাওলানা সাহেব মাওলানা আবদুল হামিদের বাড়ীতে গমন করে তার সাথে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তারা হামিদ সাহেবকে তার ঈদগাহ মাঠের পার্শ্বস্থ মাদ্‌রাসাখানা স্থানান্তর করে হাটহাজারী বাজারের পাশে মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ সহ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি বড় মাদ্‌রাসা করার পরামর্শ দেন। মাওলানা আবদুল হামিদ উস্তাদের পরামর্শ শিরোধার্য করে নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দু তিন দিনের মধ্যে (মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ, ছুফি আজীজুর রহমান ও মাওলানা আবদুল হামিদ) তিনজনে মিলে মাদ্‌রাসার ছাত্র ও স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় মাদ্‌রাসার গৃহখানা ভেঙে শন, বাঁশ ও আনুষাঙ্গিক উপকরণাদিসহ দীঘির দক্ষিণ পাড়ে নিয়ে এসে একটি ছোটখাট মাদ্‌রাসা দাঁড় করালেন। মাওলানা ও ছুফী ছাহেব পূনরায় চারিয়া গমন করে মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ সাহেবকে সাথে করে নিয়ে এসে মাওলানা আবদুল হামিদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। অতঃপর চারজন পরামর্শ করে সর্ব প্রথম হাটহাজারী বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে পাকা মসজিদের উত্তরে দীঘির দক্ষিণ পাড়ে পুরাতন মিঠা হাঁটায়, পূর্ব পশ্চিম পঞ্চাশ হাত লম্বা করে রেখে সর্ব সাধারণের সহযোগিতায় একটি মাদ্‌রাসা ঘর নির্মাণ করেন। মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ সকালে গ্রামের মাদ্‌রাসা শেষ করে দুপুরে সকল ছাত্রকে নিয়ে এসে হাটহাজারী বাজারের এ নব নির্মিত মাদ্‌রাসায় তালিম দেন। অনুরূপ মাওলানা আবদুল হামিদও সকালে বড়ুয়া দীঘির পাড়ের মাদ্‌রাসায় তালিম তরবিয়ত চুকিয়ে দুপুরে হাটহাজারী বাজারের এ নতুন মাদ্‌রাসায় যৌথভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেন।

এভাবে বেশ কয়েক বছর চলতে থাকে। ফকির মসজিদের উত্তর পাশে একটি কবর কেন্দ্রীক কিছু ভণ্ড লোকের বিদআতী কার্যকলাপ শুরু হলে মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের সাথে বিরোধ বাধে। এছাড়া বাজারের দিনের শোরগোল এবং মিঠা হাটার কুকুরদের ঘেউ ঘেউ আওয়াজের ফলে ছাত্রদের পাঠদানে সমস্যা দেখা দিলে উভয় মাওলানা মাদ্‌রাসা পুনঃ স্থানান্তরের চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন।

বাজারের পূর্ব পার্শ্বে বর্তমানে যেখানে মাদ্‌রাসা অবস্থিত সেখানে একটি রেজিস্ট্রি অফিস ছিল, ঘটনাচক্রে অফিসটি অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে গেলে উক্ত জায়গা খালী পড়ে থাকে। এ জায়গার মালিক গোলবদন জমাদার। মাওলানাদ্বয় জমাদার সাহেবের স্ত্রীর নিকট গিয়ে জমিটুকু চাইলে তিনি সাগ্রহচিত্তে তা মাদ্‌রাসার জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন। মাওলানা দুজন উক্ত স্থানে মাদ্‌রাসা নিয়ে এসে উত্তর দক্ষিণ ৬০ হাত লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিম ১০ হাত প্রস্থ করত পূর্বমুখী করে বাঁশের বেড়া দিয়ে শনের ছাউনী বিশিষ্ট একটি মাদ্‌রাসা ঘর নির্মাণ করেন ১৮৯৯ সালে। মাদ্‌রাসার ঠিক মধ্যখানে একটি শাহী দরজা রেখে সার্বিক আসা যাওয়ার পথ সুগম করে তোলেন। মাদ্‌রার ছাত্র সংখ্যা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে থাকে। মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ ও আজিজুর রহমান উপদেষ্টা হিসেবে তাদের যাতায়াত অব্যাহত রাখেন। এক পর্যায়ে ছাত্র সংখ্যা অতিমাত্রায় বেড়ে গেলে খন্দকিয়া নিবাসী মাওলানা আবুল হাছান সাহেবকে সর্ব প্রথম শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। সে সময় মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ সাহেবকে আউয়াল সাহেব, মাওলানা আবদুল হামিদ সাহেব দুওম সাহেব এবং

www.pathagar.com

মাওলানা আবুল হাছান সাহেবকে ছিয়ুম সাহেব নামে ডাকা হত। মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার চার বছর পর মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ সাহেবকে তাজবীদ ও তারতীলের শিক্ষক হিসেবে প্রস্তাব করা হলে তিনি তা সানন্দচিত্তে গ্রহণ করে নেন। ছাত্র সংখ্যা বান ডাকা স্রোতের মত বাড়তে থাকলে ছুফী আজিজুর রহমান,. ফটিকছড়ির শোয়াবিল নিবাসী হাফেজ মাওলানা আফাজ উদ্দীন, এবং বাংলা ইংরেজী পড়াবার জন্য গুরান মাষ্টার সাহেবকে নিযুক্ত করা হয়। এভাবে মাদ্‌রাসাটি একটি আদর্শ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করলে একজন পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজনবোধ হয়। এরই প্রেক্ষিতে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীকে উক্ত পদ গ্রহণ করার আবেদন করলে তিনি তদুত্তরে সাড়া দেন এবং আরো একজন অলিয়ে কামেল দেশ বিদেশের মাশহুর ব্যক্তিত্ব, শায়খুল মাশায়েখ, ফকিহুল হিন্দ হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর বিশিষ্ট খলিফা মাওলানা জমির উদ্দিন (রহঃ)-কে স্থানীয় ছেরপরস্ত বা পৃষ্ঠপোষক করার ইংগিত দেন। মাদ্রাসার মোহতামিম মাওলানা হাবিবুল্লাহ্ মাওলানা জমিরুদ্দিন সাহেবকে মাদ্‌রাসার কাছের অভিভাবক হিসেবে পেয়ে দারুন আনন্দিত হন। বাংলাদেশে হাদিস শাস্ত্রের বিকাশে হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসার অবদান অপরিসীম।

কালের পরিক্রমায় এ মাদ্‌রাসায় হাদীস শাস্ত্রে দারস দিয়েছেন বাংলার প্রথম মুহাদ্দিস শায়খুল হাদিস মাওলানা ছয়ীদ আহমদ সন্দ্বীপী (রাঃ), সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরি এর বিশিষ্ট শাগরেদ শায়খুল হাদিস আল্লামা ইব্রাহিম, আল্লামা ইয়াকুব সাহেব, বালিয়াভী (রাহঃ), শায়খুল হাদিস আল্লামা আবদুল কাইয়ুম (রহঃ) শায়খুল হাদিস আল্লামা আবদুল আজিজ (রহঃ) সহ অসংখ্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম। বর্তমান শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি আহমুদুল হক নিষ্ঠার সাথে হাদীস শাস্ত্রের এ মহান দায়িত্ব আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন। মাদরাসার মোহতামিম যার মধ্যে আল্লামা মুহাম্মদ জামিরুদ্দীন মাওলানা আমিরুউদ্দীন (রাঃ), মাওলানা হাবীবুল্লাহ আবদুল ওয়াহেদ, মাওলানা হাফেজ হামিদ সাহেব প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান জায়গায় মাদরাসা স্থানান্তরিত হওয়ার ৪/৫ বছর পর হাটহাজারী মাদ্‌রাসা সংশ্লিষ্ট প্রধান মসজিদ (মসজিদে কাদীম) ছাত্রদের নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। জানা যায়, হাতীনা দীঘির পশ্চিম পার্শ্বে শিয়াদের একখানা মসজিদ ছিল। এ মসজিদের মিম্বর ছিল মধ্যখানে। মিম্বরটি ভেঙে ভেতরের জায়গা প্রশস্ত করে এবং সামনে একটি বারান্দা সংযোজন করে ছাত্র শিক্ষকদের জন্য এটি উপযুক্ত করা হয়।

ত্রিতল ভবন বিশিষ্ট নির্মিত বর্তমান মসজিদ খানার এ জায়গা ও সামনের পুকুর ও তিন পাড়ের ছাত্রাবাসের জায়গা একসময় কুণ্ডের কাচারির ভিটা ছিল। কালক্রমে এসব জমিগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাদ্‌রাসার অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

এ মসজিদের পানজাগানা নামাজে প্রায় ২৫০০ এবং জুমায় ৩৫০০ জন মুসল্লী নামাজ পড়ে।

ক্বারী জাহিরুল ইসলাম মসজিদের ইমাম। মুহাম্মদ জাকির হোসাইন, মুহাম্মদ ইউসুফ, মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ খাদিম হিসেবে রয়েছে। এ মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান না থাকলেও অদূরে অবস্থিত মাকবারে হাবিবীকে এর সংশ্লিষ্ট হিসেবে ধরা হয়।

এ মসজিদে বহু বড় বড় বুজুর্গ খুৎবা দিয়ে গেছেন বলে জানা যায়। এ মসজিদ ইবাদত ও ইলমচর্চার যুগপৎ ঘাঁটি। মাদ্‌রাসায় মত এ মসজিদের ও যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

www.pathagar.com

চুনতী জামে মসজিদ

আল্লামা শাহ হাবীব আহমদ

বর্তমান সমাজ সন্ত্রাস ও দুর্নীতি নির্ভর। ভালো লোকের বাঁচা দায়। কোনঠাসা হতে হয় হক কথা বললে, হক পথে চললে। দেখা যায়, দেশে মাসলম্যানদের কদর বেশী। বৃটিশ পিরিয়ডে ভীষণ অভাব ছিল। গোলামী জিন্দেগীতে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। শান্তির ছোঁয়া ছিল না মুসলমানদের। পাকিস্তান আমলে যদিও প্রত্যাশিত শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তবু এসময়ে এ অঞ্চলে উন্নয়ন হয়েছে প্রচুর। শাসন-প্রশাসন জবাবদিহি ছিল। মানুষ নীতিবান ও স্বকীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত ছিল।

এখনকার মত লুটে পুটে খাওয়ার দল ছিল না পাকিস্তান আমলে। এখন তো নেতা-নেত্রীদের ভাবখানা যেন "মুখে শেখ ফরিদ, বগলে ইট" কথাগুলো বলেছেন আল্লামা শাহ হাবীব আহমদ। তিনি লোহাগাড়াস্থ চুনতী মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ ও জামে মসজিদের সুযোগ্য খতীব। মসজিদটি প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এটি এলাকার দ্বিতীয় প্রাচীনতম মসজিদ। মিয়াজী পাড়া মসজিদটি এর আগে নির্মিত হয়েছিল। চুনতী হাকিমিয়া মাদরাসার রূপকার মাওলানা আবদুল হাকিম মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম। তিনি উপমহাদেশের মহান বুজুর্গ ও সমাজসেবক সাইয়্যেদ আহমদ ব্রেশলভীর একজন শিষ্য ছিলেন। বর্তমানে মসজিদ ভবনে দু'তলা বিশিষ্ট তৃতীয় তলা নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে মসজিদে প্রাচীন স্থাপত্যের ছাপ রয়েছে। ভেতরে বেশ কিছু কারুকার্য শিল্প মসজিদকে সুশোভিত করেছে। এখানে পানজাগানা নামাজে মুসল্লী শতাধিক উপস্থিত হলেও জুমায় সাত'শ ছাড়িয়ে যায়। মাওলানা ক্বারী আনিছ মসজিদের ইমাম। হাফেজ নুরুল হক ও হাফেজ মঈনুদ্দিন মুয়াজ্জিন। কমিটি সিস্টেমে পরিচালিত এ মসজিদের সভাপতি মাওলানা মাহফুজুর রহমান। সেক্রেটারী মাওলানা হাফিজুল হক খোকন। পাহাড়ী টিলায় অবস্থিত মসজিদের সর্ব সাকুল্য আয়তন নিদেন পক্ষে ২ একরের কম নয়। মসজিদের উত্তর পার্শ্বের বিশাল কবরস্থানে বহু মুহাক্কেক বুজুর্গের মারক্বাদ রয়েছে। চুনতী এলাকা এক সময় ঝোপ-ঝাড় ছিল। বনাঞ্চলের ছোঁয়া এখনও রয়ে গেছে। যে মহান ব্যক্তিটি এ এলাকাকে আবাদ করতে মূখ্য ভূমিকা রেখেছেন তিনি মরহুম শুকুর আলী মুন্‌সেফ। তাঁর নামে বাজার ও ডাকঘর এখনও সে কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। তার কবর এ মসজিদ কবরস্থানে রয়েছে। এছাড়া দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসার প্রথম সময়কার কালীন হেড মাওলানা মরহুম মাওলানা নজির আহমদ, হাকিম মাওলানা মনিরুদ্দীন আহমদ, প্রিন্সিপাল আবু তাহের মুহাম্মদ নাজের মুফতি ইবরাহীম প্রমুখের কবরও রয়েছে এখানে। এ মসজিদে সুপকিল্পিত কোন বাগান না থাকলেও চার দিকে গাছ গাছালির সুশীতল ছায়া বিরাজ করছে। মুসল্লীদের আমলী জিন্দেগী পরিবর্তনের লক্ষ্যে এখানে কুরআন-হাদিসের ছহী তালিমের ব্যবস্থা রয়েছে।

শাহছুফী আল্লামা হাবীব আহমদ জন্ম গ্রহণ করেন ১৯২২ সালে লোহাগাড়া থানাধীন চুনতী ইউসুফ মনজিলে। তার বাবা মাওলানা নজির আহমদ একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমের বরহক ছিলেন। দ্বীনদার দাদা কক্সবাজার রামু থেকে এসে বাসপোযুগী এ স্থান বেঁছে নিয়েছিলেন। খতীব মাওলানা হাবীব আহমদের পড়াশোনার সূচনা হয় স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে। দহুম জামাতে তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি একাধারে উলা (ফাজিল) পর্যন্ত পড়েন। আলিম স্তরে তিনি মেধা তালিকায় তৃতীয় এবং ফাজিলে দ্বিতীয় হন। তিনি হাদিস শাস্ত্র নিয়ে ১৯৪৪ সালে কামিল পাশ করেন কলিকাতা আলীয়া মাদরাসা থেকে। এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চরম আকার ধারণ করেছিল। যুদ্ধের ঘনঘটায় ছাত্রদের পড়াশোনার যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে। যে মুহূর্তে মাওলানা সাহেব কর্মজীবনে যাওয়ার কথা ভাবেন ঠিক তখন তার পিতা ইন্তেকাল করে খোদার সান্নিধ্যে চলে যান। চুনতী

www.pathagar.com

হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসার উৎকর্ষ সাধিত হয় মাওলানা সাহেবের পিতার হাতেই। তিনি ইন্তেকালের পর মাওলানা সাহেবকে মাদ্‌রাসার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৭১ সালে তিনি প্রিন্সিপাল পদে উন্নীত হন। প্রায় ১০/১২ বৎসর এ দায়িত্ব খুব নিষ্ঠার সাথে আনজাম দেন। ১৯৮২/৮৩ সালের দিকে তিনি এ গুরু দায়িত্ব মাওলানা শফিক আহমদকে ছেড়ে দিয়ে তরিক্বতের মাধ্যমে লোক গঠনে মনোযোগ দেন। মুজাদ্দেদিয়া ত্বরিকতের পীর তিনি। তার মুরিদগণের মিলনমেলা হিসেবে প্রতি বৎসর তরিক্বতের মাহফিল হয়। মাহফিলে প্রায় ১/২ হাজার ভক্ত অনুরক্তের সমাবেশ ঘটে। তিনি তাদেরকে মুসলমান হিসেবে কিভাবে চলতে হবে তা শিক্ষা দেন। আমলী জিন্দেগীকে উন্নত করার জন্য শরীয়ত ও ত্বরিকত দুটিরই তালিম-তরবিয়ত দান করেন তিনি। /ঞ্চামাজিক জীবনে তিনি প্রায় ২৫ বৎসর পর্যন্ত চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন।

বর্তমানে তিনি চুনতী মহিলা মাদ্‌রাসা ও আধুনগর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসার সহ-সভাপতি। ২৫ বৎসর ধরে তিনি উপরোক্ত মসজিদে খতিবের দয়িত্ব পালন করে আসছেন।

সমাজে শিরক-বিদআতের মহোৎসব সম্পর্কে তিনি বলেন, মাওলানা নামধারী স্বার্থান্বেষী মহল সমাজে হিন্দুয়ানী রীতিতে শিরক বিদআত ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের এ চক্রান্তকে রুখে দেয়ার জন্য হক্কানী রব্বানী আলেম-ওলামা-পীর মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এখন সময় নেই কেউ সুন্নী কেউ ওহাবী বলে বলে বিভেদ সৃষ্টি করে দ্বীনে হক্কের পথে সন্দেহ সৃষ্টি করার। এতে সমূহ অকল্যাণই ধেয়ে আসছে। দেশ-বিদেশে মুসলমানরা বেদম মার খাচ্ছে শিরক-বিদআত উৎখাতের জন্য ইমাম খতীবদের যেভাবে আপোষহীন মনোভাব নিয়ে তাওহীদের চর্চা করতে হবে তেমনি সরকারকে একটি ওলামা বোর্ড গঠন করে সঠিক ইসলামী মূল্যবোধ বিকাশে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

সর্বদিকে মুসলমানদের দূরবস্থার শেষ নেই.... কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আজ আমাদের মাঝে পারস্পরিক মুহব্বত নেই। আমানতদারিতা নেই। দায়িত্ব নুভূতি নেই। আমরা পার্থিব ভোগ-লালসায় মত্ত। মিথ্যা পরিহার করতে পারছি না। আমাদের অনেকে ওয়াদা খেলাফ করে চলছে অথচ আল্লাহর রসুল (সঃ) এদেরকে মুনাফিক বলেছেন। ঈমানের শিক্ষা বিচ্যুৎ বলে আজ বিশ্ব মুসলিমের দূর্গতির শেষ নেই।

ত্বরিকত সম্পর্কে বলতে বললে তিনি বলেন,

ত্বরিক্বত এটা অনিবার্যভাবে না নিলেও অসুবিধা নেই। কিন্তু শরীয়ত মানতেই হবে। আবার তরিক্বতকে অনেকে অপছন্দ করে; এটা ভুল ধারণা। প্রসঙ্গক্রমে খতীব সাহেব বলেন, নামাজ-দোয়া পড়লে যে সাওয়াব তদ্রুপ কুরআন-হাদিস মত পাড়া-ইউনিয়ন চালালেও সেরকম সওয়াব।

মাওলানা সাহেব খুব আফসোস করে বলেন, কতিপয় বিদেশাগত অতিথি পীর আলখেল্লা পরিহিত বুজর্গ সাজার জন্য সৈয়দ হাইজ্যাক করা মানুষ আমাদের দেশের সহজ-সরল মুসলমান ভাই-বোনদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। এ থেকে সবার সতর্ক থাকতে হবে। মাওলানা সাহেব ভারত ও সৌদি আরবের বিখ্যাত স্থানগুলো সফর করেন। তিনি অশীতিপর বুড়ো হলেও মুসলিম উম্মার খবরাখবর ও করণীয় সম্পর্কে এখনও পুরোপুরি সচেতন। ইসলামী দলগুলোর উদ্দেশ্যে আল্লামা হাবীব আহমদের নসীহত হলঃ ঐক্যই মুক্তি। ঐক্যই শান্তি। আমেরিকার এ থাবায় ঐক্যই টিকে থাকার একমাত্র উপায় সামাজিক মূল্যবোধ ও মনজয়ের টেকনিক অর্জন করতে হবে। ইসলামী দলগুলোকে মিডিয়া ও অর্থনৈতিক সেক্টর দখল করতে হবে। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, নৈতিক যোগ্যতা বিহীন কাউকে আল্লাহ তা'য়ালা বিজয় দান করেন না।

চুনতী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে একটি ছোট্ট ইতিহাস রয়েছে। মাওলানা আবদুল হাকিম (বড় মাওলানা) এর জৈষ্ঠ্য পুত্র মাওলানা ওয়াজি উল্লাহ খাঁ "সাম" সামী তার কাধ্যিক নাম।

তিনি তৎকালীন হিন্দুস্থান এলাকাদের সাবজজ ছিলেন। তিনি ইসলামের আলোকধারী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ২০০৩ সালে নিজ নামানুসারে সামিয়া মাদ্‌রাসা নামে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে বহু সম্পত্তি

www.pathagar.com

ওয়াকফ করে দেন। তিনি ইন্তেকালের পর এ মাদ্‌রাসা সযত্ন আরোহনায় কালের গর্ভে হারিয়ে যায়, শেঁকড় সন্ধান করলে দেখা যায়। যেখান থেকে চুনতীর ভূমিপুত্রেরা শিক্ষা-দীক্ষায় বেশ সচেতন। তারা জায়গীর রেখে ছেলে মেয়েদের কুরআন-হাদিস তালিম দিতেন। এক সময় চুনতী জামে মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রাইমারী স্কুল স্টাইলের একটি মক্তব ছিল। সেখানে কুরআন হাদিস ছাড়াও বাংলা ইংরেজী ও অংক শিখানো হত। এ ছাড়া কোথাও আর কোন প্রাতিষ্ঠানিক পড়া শোনার ব্যবস্থা ছিল না। ঠিক এমন সময় চুনতী গ্রামের মননশীল একদল তরুণ চুনতী আঞ্জুমানে নওজোয়ান নামে একটি সমিতি গঠন করে। তারা সমিতির উদ্যোগে মুন্‌সেফ বাজারের পুকুর পাড়ে, একখানা মাটির দালান তৈরী করে অংশটি সেখানে স্থানান্তরিত করে প্রাইমারী স্কুলে পরিণত করেন। মাওলানা শাহ নজীর আহমদ এ সময়ে দারুল উলুম মাদ্‌রাসার হেড মাওলানা ছিলেন। তিনি জগৎ বাঙ্গা অলি হযরত শাহ্ হাফেজ হামেদ হাছন আলভী (আজম গদী (রহঃ)) এর খলিফা ও সর্বত্র হুজুর হিসেবে একনামে পরিচিত ছিলেন। তিনি স্থানীয় ছাত্রদের পড়ানোর জন্য দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় নিয়ে আসতেন। তাদের অভিভাবক হিসেবে সব বিষয় দেখাশোনা করতেন। তার দ্বীন দরদী মনোভাব লক্ষ্য করে চুনতীর একজন বুজুর্গ উক্ত মাওলানা সাহেবের খালু মাওলানা আবদুল হাকিমের নাতি মাওলানা আবদুল গণী (রহঃ) তাঁর কাছে এসে আর্থাভাবে যে ছাত্ররা শহরে এসে পড়াশুনা করতে পারছে না তাদের জন্য এই চুনতীতে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে এলাকাবাসীদের সাথে পরামর্শ করে কাজ শুরু করে দেন।

এলাকার ধর্মপ্রাণ লোকজন স্কুলের পাশে মাদ্‌রাসা নির্মাণের মনস্থির করলে চুনতীর শাহ সাহেবের পিতা হাজী ছৈয়দ আহমদ মাদ্‌রাসা ঘরটি "স্কুলের শুরু'র উপর নির্মাণ করার প্রস্তাব রাখেন। তিনি যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, কবরস্থানের পার্শ্বে এই পাহাড়ে মাদ্‌রাসার ছাত্ররা চলাফেরা করলে আমাদের কবর আজাব মাফ হতে পারে। সবাই মুরুব্বীর কথা আনন্দে মেনে নেয়। মাদ্‌রাসার এই পাহাড়ের মালিক এস্তেফাজুর রহমান এলাকাবাসীর আগ্রহ ও মরুব্বীদের অনুরোধে জায়গাটি দান করে দেন। এইকালের ছুফী মোস্তাফিজুর রহমান ২০০ টাকা সহ স্থানীয় লোকজনের চাঁদা ১৯৩৭ সালে মাদ্‌রাসাটি উক্ত পাহাড়ের টিলা নির্মিত হয়। বরকত হাসিল ও ব্যাপক পরিচিতির জন্য স্বনামধন্য মুরব্বী মুজাহিদে জমান মাওলানা আবদুল হাকীমের নামে মাদ্‌রাসায় নাম করণ করা হয়।

মাদ্‌রাসাটি বিভিন্ন সমস্যা ও দুর্যোগ মোকাবিলা করে ১৯৭০ সালে কামিল মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়।

এ মাদ্‌রাসার শিক্ষক বৃন্দের মধ্যে অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাজের, মাওলানা আবদুচ ছোবহান, মাওলানা ফজলুল্লাহ, মুফতি ইব্রাহীম, মাওলানা আবুল হাশেম, মাওলানা মুহাম্মদ আমীন, মাওলানা আবদুল লতিফ, মৌলানা মুজাফফর আহমদ, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম, মাওলানা ডঃ আবু বকর রফিক আহমদ, আল্লামা আবদুল হাই নিজামী, শায়খুল হাদিস নেছারুল হক, মৌলানা আবু নছর আতীক আহমদ, মৌলানা শাহ আলম প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ মাদ্‌রাসার পেছনে বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা পীর মরহুম মীর মুহাম্মদ আখতর (রহঃ) ও আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার (রহঃ) অবদান অপরিসীম।

মাদ্‌রাসা শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা ধরে রেখে আমলী জিন্দেগী সমুন্নত করার লক্ষে এ মাদ্‌রাসার মধ্যে সূচী প্রশংসনীয়। সমাজ সংস্কার সমাজ গঠন ও সমাজ সেবার এ মাদ্‌রাসার ভূমিকা নিশীথ রজনীর শুকতারা তুল্য। কুরআন-হাদিসের জ্ঞানের। পাশাপাশি ব্যাবহারিক জ্ঞানার্জন পূরক সহীহ আকাঈদ সম্পন্ন মানুষ তৈরী চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা শীর্ষ স্থানীয় এ মাদ্‌রাসায় বদৌলতে এতদাঞ্চল দ্বীন কায়েমের জন্য একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

এ সকল পরিণত হয়েছে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময়ও শান্তির ছোঁয়া লাগানো আলোকিত জনপদে। এ সমস্ত আকিয়ামও বর্তমান থাকুক।

www.pathagar.com

আল জামেয়া আল ইসলামিয়া (জমিরিয়া মাদ্‌রাসা) জামে মসজিদ

খতীবঃ আল্লামা মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। মানুষ শিক্ষা সাপেক্ষে প্রতিপালিত। গোলামী যুগের দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের জাতিসত্ত্বাকে বিভাজিত করে রেখেছে। সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা শিক্ষার প্রধান দু'টি ধারা। অতএব জাতি দু'দলে বিভক্ত। আবার মাদ্‌রাসা শিক্ষার দুটি উপধারা থাকায় ইসলামী শিক্ষিত জনগণ আরো দু'উপদলে ভাগ হয়ে গেছে। এতে গোটা জাতিসত্ত্বার মাঝে অনৈক্য অসংহতি কাদা ছোঁড়াছুড়ি ও ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক দর্শন, সামাজিক ভালবাসা, হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আকীদাগত চেতনায় ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হলে সংস্কার সাধন পূর্বক শিক্ষা ব্যবস্থাকে একীভূত করতে হবে। এ কথা নির্জলা সত্য যে, সর্বস্তরে সঠিক ইসলামী শিক্ষার সুপ্রসার ছাড়া মানবতার মুক্তি অসম্ভব। ইসলামী শিক্ষিতদের মধ্যে মৌলিক বিষয়ে কোন মতানৈক্য নেই। যে ক'টি এখতেলাফ রয়েছে তা কেবল শব্দ প্রচলন গত, ব্যক্তি পর্যায়ভূক্ত ও নিতান্ত ছোটখাট বিষয়ে। তবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আমাদের মাঝে ঐক্যের উপাদনই সবচে বেশী। সদিচ্ছার অভাব, কুরআনী শিক্ষার অপ্রতুলতা ও কার্যকরী উদ্যোগ নেই বলেই ঐক্য প্রক্রিয়া এগুচ্ছে না। প্রথাগত ঐতিহ্যের জড়তাপূর্ণ দেয়াল ভাঙতে না পারাও অনেকাংশে দায়ী। ঐক্য নষ্টকারী শত্রুদের ষড়যন্ত্রের বিষঁদাত উপড়ে ফেলে ইহ-পরকালীন সাফল্যের সোনার মানুষ গড়ার জন্য আমাদেরকে ভাবতে হবে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ বিধান বাস্তবায়নের জন্য উপমহাদেশের যে কোন অঞ্চল থেকে এতদাঞ্চল অনেক বেশী অনুকূল। দ্বীন প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর ঈমানী স্বার্থ বাস্তবায়নের লক্ষে আর আমাদের দেরী করা চলবে না। উপরোক্ত প্রস্তাবগুলো আল্লামা মুহাম্মদ হারুন ইসলমাবাদীর।

তিনি পটিয়া জমিরিয়া কাসেমুল উলুম মাদ্‌রাসায় মহাপরিচালক ও তদসংশ্লিষ্ট জামে মসজিদের সুযোগ্য খতীব।

১৯৪০ সালে পটিয়া উপজেলার আশিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল একজন ফকিহ ছিলেন। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক পাঠ চুকিয়ে জামেয়া পটিয়া থেকে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। তিনি বছরখানেক দারুল উলুম দেওবন্দে কাটিয়ে লাহোর জামেয়া আশরাফিয়া মাদ্‌রাসা থেকে পুনরায় দাওরায়ে হাদিস শেষ করেন। একই জামেয়ায় পরবর্তীতে তিনি দর্শন ও যুক্তি বিদ্যার উপর উচ্চতর পড়াশোনা করেন।

এরপর দেশে এসে তিনি মাওলানা মহিউদ্দীনের তত্ত্বাবধানে বাংলা চর্চা শুরু করেন। উর্দু, ফার্সী, আরবী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তিনি নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করেন। তিনি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। তন্মধ্যে মাওলানা জাকারিয়ার ফাজায়েলে ছদকাত (প্রথম খণ্ড), আল্লামা মাওয়ার্দীর আল আহকাম আস সুলতানিয়া, মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমীর ইসলামী অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক বিষয় প্রভৃতি অন্যতম।

"দক্ষিণ আফ্রিকার ভ্রমণ কাহিনী", 'আমাকে পড়' তার প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য মৌলিক বই। এদারাতে মা. আরেফ এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক তিনি। ১৯৭৫ সালে তিনি আবুধাবীর বাংলাদেশস্থ দূতাবাসে অনুবাদক নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি সে দেশের সুপ্রীম শরীয়া বোর্ডের প্রধান অনুবাদক, রেডিও আবুধাবীর উপস্থাপক ও মিনিষ্টার অব ইসলামিক এফায়ারস এর অধীনে মসজিদের খতীব

www.pathagar.com

হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সাল মধ্যপ্রাচ্যে বাংগালীদের মধ্যে প্রথম এসিসট্যান্ট জজ হিসেবে তিনি নিয়োগ পান। কিন্তু সে বছর পটিয়া মাদ্‌রাসার মুহতামিম আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইউনুচ ইন্তেকাল করলে তার ওসিয়ত মোতাবেক মাওলানা সাহেবকে দুর্লভ পদমর্যাদা ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে আসতে হয়েছে।

সে থেকে আজ পর্যন্ত তিনি অত্র জামিয়ায় মোহতামিম ও কাওমী মাদ্‌রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

আল্লামা মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদীর সাথে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করি। নিম্নে তার কিয়দংশ ছাপানো হল।

তিনি বলেন, সুস্থ, সুন্দর ও উন্নয়নশীল সমাজ গড়ার দায়িত্ব নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন মানুষদের। ইসলাম এ নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি করে। আজ যারা সমাজকে সুন্দর দিক-নির্দেশনা দিয়ে সুখের নীড় হিসেবে গড়ে তোলতে পারবে তারা কালের আবর্তনে বস্তুবাদিতার দ্রুত প্রসারতায় অনুল্লেখযোগ্য ও অবমূল্যায়িত হয়ে পড়েছে। যারা সকল দেয়াল চড়াই-উৎরাই সমাজে দ্বীনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে চায় আমি তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই।

ইসলাম সকল সমস্যার সমাধানস্থল। ইসলামী শিক্ষার অভাবে মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হয়। ইসলামী শিক্ষায় দ্বীন ও দুনিয়া পার্থক্য টানা এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি না হওয়ার একটি কারণ।

৭১এ দেশ স্বাধীন হয় অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য। বলা হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্ব ভুল। স্বাধীনতার ৩২ বছর পর আজ ভাবতে হবে আমরা কতদূর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করেছি। ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যাওয়া কি স্বাধীনতার শিক্ষা?

যারা ডানপন্থী তাদেরকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে হক কথা তুলে ধরতে হবে। বিদআত সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি ধর্মীয় অপসংস্কৃতি। যদি কোন কাজ সুন্নাত না ও বিদআত সংশয় দেখা দেয় তাহলে সেটি পরিহার করতে হবে। সমাজ সচেতনদের উদ্দেশ্যে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার নসীহত করেন। কিছু লোক নিঃস্বার্থভাবে দ্বীনের কাজ করে গেলে সুফল পাওয়া যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আল্লাহর রসুল (সঃ) এ ধরাধামে এসেছিলেন শিরক উৎখাত করে তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শিরক অমার্জনীয় অপরাধ। সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'য়ালার সাথে নিজ সত্ত্বার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হয় শিরকে। কালের পরিক্রমা পার্থিব ভোগবাদী সভ্যতার বহুমুখী আক্রমনে মানুষ তাওহীদকে বুকে ধারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিদআত আলেয়ার আলো। দ্বীনের নামে মনগড়া কাজ। বিদআত উদ্ভাবিত হয় কুচক্রীমহলের শিখিয়ে দেয়া বুদ্ধি ও যুক্তির নিরিখে। বিদআত ধর্মপ্রাণ মানুষকে বোকা ও বিভ্রান্ত করার কার্যকরী অপকৌশল। পটিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত শিরক-বিদআতের জমজমাট আসরে তাওহীদের বাতি জ্বালাবার জন্য। সুন্নাতকে মানব জীবনের মহানদর্শন। হিসেবে পেশ করার লক্ষ্যে। ১৯৫৭ সালে শায়খুল মাশায়েখ আল্লামা খলিফা জমিরুদ্দিন (রহঃ) তার খলিফা পটিয়ার ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ মুফতি আজিজুল হক (রহঃ) কে বললেন, পটিয়ার ধর্মান্ধ কুসংস্কারচ্ছন্ন সমাজে দ্বীনের রোশনাই মাহতাব জ্বালতে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা কর। এতে বহু এলাকা আলোকিত হবে। শায়খের এ কথা মুফতি সাহেবের হৃদয়ে প্রেরণার জোয়ার বয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন হুজুরের নির্দেশ পালনের প্রক্রিয়া নিয়ে। শেষতক ১৩৫৭হিঃ সনে শাওয়াল মাসের এক জুমাবারে কয়েকজন মুরুব্বী ও সাথীদের নিয়ে পটিয়া সদরের অদূরে তুফাইল আলী মুন্সি মসজিদ কাসেমুল উলুম নামে একটি মাদ্‌রাসার যাত্রা শুরু করেন। প্রভাবে বেশ কিছু দিন চলার পরে পটিয়া সদরের পূর্বে মনু মিয়া দফাদারের মসজিদে মাদ্‌রাসাটি স্থানান্তরিত হয়। এর পর একটি শূন্য দোকান ঘরে তালিম দেয়া হয়। পরবর্তীতে জামেয়ার বর্তমান অবস্থানে স্থায়ীভাবে মাদ্‌রাসা স্থানান্তরিত করা হয়। মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি আজীজুল হক শায়খুল মাশায়েখ মাওলানা জমিরুদ্দিন সাহেবকে

www.pathagar.com

মাদ্‌রাসায় সর্বপ্রথম পৃষ্ঠপোষক তার নামেই মাদ্‌রাসার নামকরণ করে সম্মানিত করলেন এবং মুফতি তার পীর ভাই মাওলানা আহমদ সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে মাদ্‌রাসার উৎকর্ষ সাধনে রাতদিন মেহনত করে যাচ্ছেন। এমনি ভাবে মাদ্‌রাসার সার্বিক উন্নয়ন-অগ্রগতি দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। মাদ্‌রাসাকে কেন্দ্র করে দ্বীনের সঠিক আলোক বিচ্ছুরণ সব দিকে ছড়িয়ে পড়লে মাজার পূজারী স্থানীয় লোকজন মাদ্‌রাসাকে ঘেরাও করে। কুরআন-হাদিসের পাঠাগারের প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করে।

কুচক্রী মহল জামেয়ার প্রতি যতই শত্রুতা পোষণ করেছে ততই আল্লাহ তা'য়ালা এর গুরুত্ব পরিবর্তিতে বাড়িয়ে দিয়েছে। বিদ্বেষীদের তাণ্ডবতা স্তব্ধ করে দিতে পারেনি মাদরাসার ধারাবাহিক উন্নতি অগ্রগতি। হাটহাজারীর মাওলানা ইউনুচ সাহেবকে তার যোগ্যতা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার জন্য ১৩৭৭ হিজরী সনে অস্থায়ীভাবে এবং ১৩৭৯ সালে পরামর্শ সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থায়ীভাবে মাদ্‌রাসার মহা পরিচালকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

১৩৮০ হিঃ সালে জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি আজীজুল হক সাহেব পরলোক গমন করেন। হাজী ইউনুচ সাহেব নিন্দুকের নিন্দার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে সমস্যার পাহাড় মাথায় নিয়ে খুব সুচিন্তিত পরিকল্পনায় মাদ্‌রাসা উন্নয়ন কার্য অব্যাহত রাখে। মাদ্‌রাসায় চৌহাদ্দি বৃদ্ধি করে তিনি নতুন নতুন ইমারত তৈরী করেন। ১৯৯২ সালে তিনি মহামহিম প্রভুর ডাকে পরপারে চলে যান। তার ইন্তেকালের পর এ গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিলেন বর্তমান মোহতামিম আল্লামা মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী। তিনি জামেয়ার শিক্ষা-সংস্কৃতি, প্রশাসন, উন্নয়ন ও পরিধির বিস্তৃতি করনে অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ণবার মোনাফেকী চক্রান্তের শিকার হয় জামেয়া। চালবাজ, ভাওতাবাজ, ধাপ্পাবাজ ও গলাবাজরা একজোট হয়ে জামেয়ার ক্রমাগত উন্নতি সহ্য করতে না পেরে নিরীহ ছাত্র-শিক্ষকের উপর নজির বিহীন বর্বরোচিত কায়দায় হামলা চালায়।

ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ফলে প্রায় এক কোটি টাকার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

জালেমের জুলুমে ক্ষান্ত না হয়ে বর্তমানে জামেয়া সারা দুনিয়ায় তার সুনাম ও অবস্থান ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

এখানে শিক্ষার বহুমুখী কার্যক্রমের পাশাপাশি, সামাজিক, সেবামূলক রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন দিক চালূ রেখে মানবকল্যাণমূলক পরিকল্পনা চালু রয়েছে।

জামেয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল, তাওহীদ সুন্নাতে রসুলের অনুশাসন, মহান আল্লার সাথে সম্পর্ক সন্ধান, দ্বীনি প্রচার শক্তিশালী করা। বিশুদ্ধ আকীদা, বিশ্বাস ও ইসলামী মূল্যবোধের সংরক্ষন, ইসলামী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি বিস্তৃতকরণ, ধর্ম ও আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া দক্ষতার সাথে সম্পাদন করার জন্য দায়ী বাহিনী গঠন। জামেয়ার শিক্ষার বহুমুখীর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর এবং তাফসীর, হাদিস, ফেকাহ, আরবী সাহিত্য, বাংলায় সাহিত্য, দর্শন, কামিয়াবী প্রশিক্ষণ ও হেফজুল কুরআন।

জামেয়ার বর্তমান শিক্ষক কর্মচারী ১৭৫ জন। দেশী/বিদেশী মোট ছাত্র সংখ্যা ৫০০০ হতে পারে। চাঁদা তহবিল ও সদকা তহবিলের মাধ্যমে যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। জামেয়ার প্রচেষ্টায় কাওমী মাদ্‌রাসা সমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। এগুলোকে ঐক্য সূত্রে প্রথিত করার আনজুমানে ইত্তেহাদুল মাদ্‌রাসিস ধ্বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ কাওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া জামেয়ার উদ্যোগে বাংলাদেশ তাহফিজুল কুরআন সংস্থা ইসলামী রিলিফ কমিটি বাংলাদেশ, ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা সংস্থা। মুসলিম পুনর্বাসন কেন্দ্র, ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র বান্দরবান, ইসলামী মিশনারী সেন্টার রাঙ্গুনিয়া, ঈছাপুর। ঈমাম বোখারী এতিমখানা, ইসলমী কিন্ডার গার্ডেন প্রভৃতি পরিষদ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। দু'টি পরিষদের সমন্বয়ে জামেয়া পরিচালিত হয়। জামেয়ার পরামর্শ সভার সদস্য ২১ জন। এ পরিষদ নীতি-

www.pathagar.com

নির্ধারণ, পরিকল্পনা অনুমোদন ও যাবতীয় কার্যক্রম তদারক করে। কার্যনির্বাহী পরিষদ ৭ সদস্য বিশিষ্ট। এটি অনুমোদিত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন। জামেয়ার সমস্ত বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং জরুরী অবস্থায় নির্দেশ জারী করে থাকে। বর্তমানে জামেয়ার পৃষ্টপোষক পদে রয়েছেন আল্লামা মুহাম্মদ ইছহাক গাজী। আর নায়েবে মোহতামিম হিসেবে মাওলানা নুরুল ইসলাম কদীম রয়েছেন। জামেয়ার সার্টিফিকেট মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপোলী বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হয়।

জামেয়ার লাইব্রেরী খুবই সমৃদ্ধ। দেশ-বিদেশের দুর্লভ, প্রামাণ্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী এখানে খোঁজ করলে পাওয়া যায়।

জামেয়া মসজিদ, ভাস্কর্য শিল্পের অনুপম নিদর্শন। কারুকার্যখচিত মসজিদের দেয়াল ও গম্বুজ সত্যিই নান্দনিক। জামেয়া মাদ্‌রাসার সকল ছাত্র এ মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারবে। মসজিদের অজু হাউজে যে ফোয়ারা রয়েছে তা জামেয়া কর্তৃপক্ষের শিল্প মনের পরিচয় বহন করে।

এ মসজিদের গগণ ছোঁয়া মিনার যেমনি শিল্প রসিকদের হৃদয়ে আনন্দের দোলা দেয় তেমনি এলাকাবাসীর নিকট মাদ্‌রাসার অবস্থান জানান দেয়। চেয়ে থাকলে চোখ ফেরাতে মন চায় না। এমন মিনার চট্টগ্রামে দ্বিতীয়টি আর নেই। মসজিদের টোটাল কনস্ট্রাকশানেই আভিজাত্যের ছাপ বিরাজমান। চতুপার্শ্বে সবুজের প্রগাঢ় বেষ্টনী মসজিদকে নয়নাভিরাম করে তুলেছে। তিন তলা বিশিষ্ট এ মসজিদ হঠাৎ করে এ পর্যায়ে আসেনি। জানা যায়, এটি বেড়া ছাউনী, শনের ছাউনী এবং সেমি পাকার দুর্দিন অতিক্রম করে বর্তমান মনোহর অট্টালিকায় সুশোভিত হয়েছে। মসজিদের

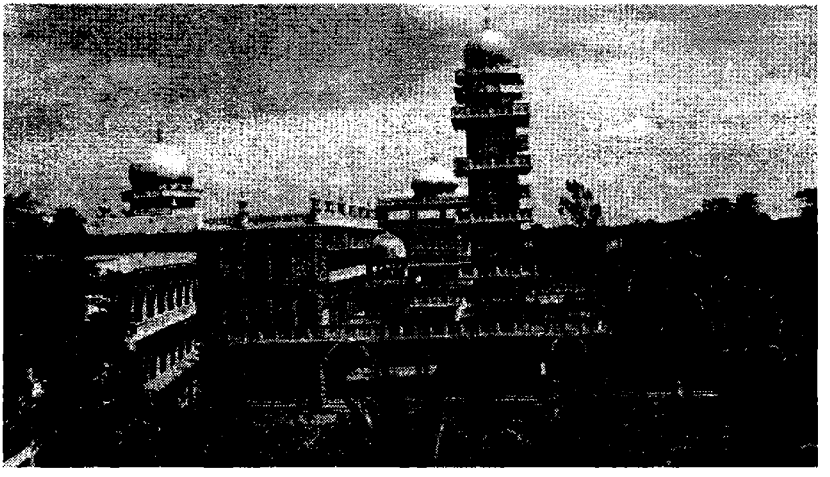

পাশেই রয়েছে একটি ছোট কবরস্থান। এখানে মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মোহতামিম আধ্যাত্মিক সাধনার পুরোধা, ফিকহ বিশেষজ্ঞ, কুতুবে জামান আল্লামা মুফতি আজিজুল হক (রাহ) ও দ্বিতীয় মোহতামিম শায়খুল আরব ওয়াল আজম আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুচের কবর রয়েছে। এ মসজিদে জুমার দিন অনেক দূর-দূরান্ত থেকে এসে মাদ্‌রাসার ভক্ত শুভাকাংখীরা নামাজ আদায় করে। এ মাদ্‌রাসা ও মসজিদ বাবুল ইসলাম চট্টগ্রামে দ্বীনের এক্বামত ও এশায়তের জন্য প্রধানতম ভূমিকা রাখছে। শিরক-বিদআতমুক্ত তাওহীদি সমাজ গঠনে জামেয়ার বহুমুখী তৎপরতা সময়পোযোগী, বাস্তব ভিত্তিক ও গতিশীল।

www.pathagar.com

দারুল মা আরিফ মাদ্রাসা মসজিদ

খতিবঃ আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান জওক নদভী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ মানুষ গড়ার কারখানা। কুরআন, হাদিস ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে একমুখী সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এ লক্ষে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠন গুলোকে সরকারের নিকট জোর দাবী জানাতে হবে।

দ্বীনি শিক্ষা নামে পরিচিত উভয় ধারার মাদ্রাসা শিক্ষা সেকেলে ও ত্রুটিপুর্ণ। প্রচলিত ধারার শিক্ষা পদ্ধতি সত্যিকারের মুসলিম নাগরিক হয়ে বেড়ে উঠার পথে অন্তরায়। কেরানী তৈরীর লক্ষ্যে ইংরেজ কর্তৃক প্রবর্তিত দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা হিংসা, বিদ্বেষ, অনৈক্য ও অশান্তি সৃষ্টির মূল কারণ। ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী বর্তমান সরকার দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী, ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে একমুখী সুস্থ্ধারার শিক্ষা পদ্ধতি কায়েম করে একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে বলে প্রত্যাশা রাখেন দেশের প্রথিতযশা আলেমে দ্বীন, কবি, সাহিত্যিক ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান জওক নদভী।

তিনি নগরীর চান্দগাঁও থানার হাজীরপুলস্থ দারুল মা-আরিফ আল ইসলামিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও তৎসংশ্লিষ্ট মসজিদের সুযোগ্য খতীব। ১৯৮৫ সালে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের ডাক দিয়ে যথাযথ সাড়া না পেয়ে বিশ্বনন্দিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর সাথে পরামর্শ করে ইসলামী ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয়মূলক ব্যতিক্রমধর্মী এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। পাঁচটি পাকা ও সেমিপাকা ভবন বিশিষ্ট এ মাদরাসার আয়তন দুই একর। এখানে প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও ছয় বছরের স্নাতক (সম্মান) স্তরে পাঠদান করা হয়।

সাত শতাধিক তালিবে ইলমের পদচারণায় মুখরিত এ যুগোপযুগী বিদ্যা নিকেতনটি মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও নদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্নৌ কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত। এ বৃহৎ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদে রয়েছেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবাইদুল হক, মাসিক মদিনার সম্পাদক মাওলানা মুহী উদ্দীন খানসহ নামজাদা ইসলামী ব্যক্তিবর্গ। ইসলামী তামাদ্দুন তাহজীব চর্চার ক্ষেত্রে এ মাদ্রাসার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের অনেক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ভাষা কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। দেয়ালিকা ও আরবী সাময়িকী বিভিন্ন ভাষায় কয়েকটি মানারুশ শরক ও মাসিক আল হক পত্রিকা এখানকার নিয়মিত প্রকাশনা। দশ লাখ টাকার বইয়ে সমৃদ্ধ মাদ্রাসার প্রধান গ্রন্থাগার। ভবিষ্যতে এ মাদ্রাসাকে আন্তর্জাতিক মানের একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার কর্তৃপক্ষীয় প্লান রয়েছে বলে জানা যায়। ছাত্র সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকায় মাদ্রাসার আয়তন সম্প্রসারণ করার খুবই প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে জানা যায়, মাদ্রাসার চৌহদ্দির ভেতরে এমন কিছু লোকের জমি রয়েছে যারা তা দানও করছে না- বিক্রিও করছে না ফলে মাদরাসার আয়তন (V) আকার ধারণ করেছে। মাদ্রাসার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খালটির পঁচা পানিতে এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় লোকজন। তারা এ ব্যাপারে খাল খননসহ যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট মসজিদের নাম মসজিদে আবু

www.pathagar.com

জর গিফারী।

ছাত্র ও এলাকাবাসীর পাঁচ বেলা নামাজ জামাতে আদায়ের সুবিধার্থে ১৯৯১ সালে এটি নির্মাণ করা হয়। দ্বিতল বিশিষ্ট এ মসজিদের ইমাম ক্বারী মুহাম্মদ রফিক এবং তার সহকারী হাফেজ মাওলানা ছাদেক হোসাইন। পাঞ্জাগানা সালাতে এখানে মুসল্লী সাড়ে সাত শতাধিক এবং জুমায় দুই হাজার ছাড়িয়ে যায়। বাগান, মাঠ, পুকুর, লাইব্রেরী সবগুলো মিলিয়ে এ মসজিদ খুবই সুন্দর। এখানে প্রায় সময় বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে গবেষণা মূলক আলোচনা হয়। ভবিষ্যতে এ মসজিদকে তৃতীয় তলায় উন্নীত করে একটি সুউচ্চ মিনার তৈরী করা হবে বলে জানা যায় খতীব সাহেব। তাছাড়া ফ্লোরকে আরো অত্যাধুনিক করার পরিকল্পনার কথাও শুনা যাচ্ছে। খতীব সাহেব এ কাজগুলো সম্পাদন এবং মাদরাসার সার্বিক উন্নয়নের জন্য ধর্মপ্রাণ ভাইদের নিকট মুক্ত হস্তে সহযোগিতা চেয়েছেন। তিনি বলেন, এলাকাবাসী মাদ্‌রাসা ও মসজিদের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর কারণে এখানকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে যথেষ্ট দ্বীনি প্রভাব পড়েছে। আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান জওক নদভী দেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ মহেশখালী থানার বড় মহেশখালী গ্রামে ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম আলহাজ্ব আবুল খাইর একজন আলেম ভক্ত খোদভীরু ব্যবসায়ী ছিলেন। মাওলানা সাহেব স্থানীয় আশরাফুল উলুম পাপুয়া মাদরাসায় প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করে পটিয়া জমিরিয়া মাদ্‌রাসায় চলে আসেন। সেখানে থেকে তিনি ১৯৫৭ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রী নেন। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে তিনি উপমহাদেশের বিভিন্ন মুহাদ্দিসের শরণাপন্ন হয়ে হাদিস শাস্ত্রের উপর প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তবে শিক্ষকদের

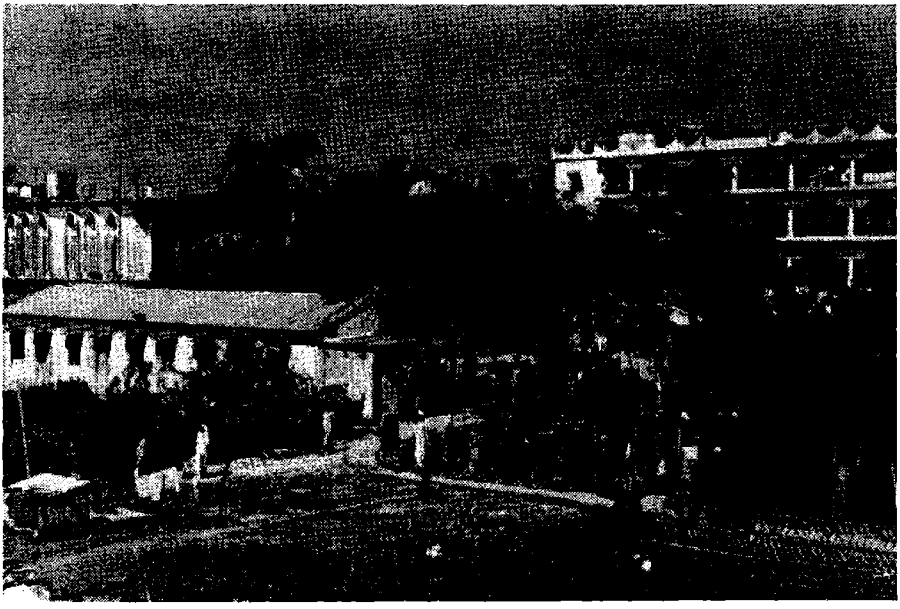

মধ্যে শায়খুল হাদিস আল্লামা জাকারিয়া (রহঃ) হাবীবুল ইসলাম মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব (রহঃ) হাফেজুল হাদিস মাওলানা আবদুল্লাহ দরখাস্তী (রহঃ) আল্লামা সৈয়দ আবুল হাসান আলা দিভী (রহঃ) শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহঃ) প্রমূখ উল্লেখযোগ্য ১৯৮১ সালে ভারতের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদওয়াতুল ওলামা কর্তৃক বাংলাদেশে একমাত্র তিনিই সম্মানসুচক নদভী উপাধী লাভে ধন্য হন। কর্মজীবনে তিনি পটিয়া মাদরাসা, ফটিকছড়ি বাবুনগর মাদরাসা, কিশোরগঞ্জ,

www.pathagar.com

ইমদাদিয়া মাদ্‌রাসা জামেয়া সহ বেশ কয়েকটি কাওমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ কাওমী মাদরাসা বোর্ডের সহ সভাপতি। সম্মিলিত মাদরাসা সংগ্রাম পরিষদ খতমে নবুয়ত পরিষদ ও ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক। তিনি তানজীমে আহলে হক ও জমিয়তে শাহ ওয়ালীউল্লাহ এর সভাপতি এবং মুসলিম উম্মাহ সংহতি পরিষদের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামসহ ডজনখানেক মাদ্‌রাসার ট্রাস্ট সদস্য তিনি। লেখালিখিতে ও মাওলানার হাত পাকা। তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় প্রায় ত্রিশোর্ধ বই লিখেছেন। মুফতি আজীজুল হকের জীবনী, মাদরাসা সংস্কারের ডাক, সহজ হজ্ব ও উমরা এবং দেকে এলাম জিহাদ ভূমি মাওলানার গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম। আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত তার কাবগুলো সুশীল পাঠকমহলে যথেষ্ট সমাদৃত। তিনি সৌদিয়া ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা বাংলাদেশের ব্যুরো চীফ। বিদেশ সফরে তিনি অগ্রগণ্য মাওলানা, সৌদি আরব, পাকিস্তান, ভারত, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, লিবিয়া, থাইল্যান্ড, ইয়াঙ্গুন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর তুরস্ক, মিশর, ওমান প্রভৃতি দেশে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও সাহিত্য প্রতিযোগিতা উপলক্ষে একাধিকবার সফর করেন। ভাষা শিল্পী এ আলেমে দ্বীন ১৯৮২ সালে লিবিয়া কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক আরবী সাহিত্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে দেশের সুনাম বাড়াতে সক্ষম হন। ইলমের জগতে বিপ্লব এনে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে মাওলানা সাহেব নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন শিরক, বিদআত দু'টি জঘন্য অপরাধ। সমাজে এ দু'টির ব্যাপক বিস্তার ইসলামী জিন্দেগীর জন্য হুমকি স্বরূপ। আলেম-ওলামার তালিম-তরবিয়ত, ওয়াজ-নসীহত, সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং সকল প্রচার মাধ্যমে এ সম্পর্কে যদি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সজাদ করা যায়, তাহলে শিরক-বিদআতের অক্টোপাস থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে। তিনি বলেন, নিউজ ও ইলেক্ট্রনিকস্ মিডিয়ায় আমাদেরকে ঢুকতে হবে। ইসলামী তামাদ্দুন-তাহজীব অবাধ চর্চাবিহীন তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ গঠন সম্ভব নয়। ইসলামী তামাদ্দুন-তাহজীবের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাসুল (সঃ) এবং সাহাবীগণের আদর্শের ভেতরেই তামাদ্দুন-তাহজীবের বীজ নিহিত। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া এর কোন বাস্তব নমূনা উপস্থাপনা করা সম্ভব নয়। তিনি ইমামত ওসিয়াসতকে টাকার এপিঠ ওপিঠ বলে মনে করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য ইসলামী রাজনীতি অপরিহার্য। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সৌদি আরবে ইমামদেরকে জর্জ কোর্টের জজ নিয়োগদানের প্রশংসা করেন। ইত্তেহাদুল ওলামা সম্পর্কে কিছু বলতে বললে তিনি বলেন, কিছু কিছু আলেমদের মাঝে মাসাআলা-মাসায়েল নিয়ে এখতেলাফ থাকলেও ইসলামের মৌলিক বিধি-নিষেধের ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। তিনি খুঁটিনাটি মতানৈক্যগুলো প্রাধান্য না দিয়ে দ্বীনের বৃহত্তর স্বার্থে সবাইকে বাতিলের মোকাবিলা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আলেমদেরকে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে হবে আর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ঐকমত্য প্রয়োজন। ইত্তেহাদের গুরুত্ব সবাই স্বীকার করেন। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে কেউ এগিয়ে আসেন না। পৃথিবীর সর্বত্রে দ্বীনের কতগুলো ইস্যুতে আলেম সমাজের ঐক্য পরিলক্ষিত হলেও আমাদের দেশে বিধি বাম। একথা চিরায়ত সত্য যে, একতাই বল, অনৈক্যই অশান্তি। সরকারের নিকট মাওলানা সাহেবের বুকভরা প্রত্যাশা-তিনি যেনতেন লোকের ফতোয়াবাজি বন্ধ করে হক্কানী রব্বানী আলেমদের ফতোয়ার সিলসিলা জারী রাখার আহ্বান জানান। কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী আইন প্রণয়ন না করা, আর যারা ইসলামের ব্যাপারে বল্গাহারা হয়ে কটুক্তি করে তাদেরকে শরীয়ত মোতাবেক শাস্তি দেয়া মাওলানা সাহেবের বড় প্রত্যাশা। কাদেয়ানীদের সম্পর্কে তিনি বলেন, এরা নিজেদেরকে আহমদিয়া মুসলিম জামাত পরিচয় দিয়ে সহজ-সরল মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। পাকিস্তানসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে তাদেরকে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের দেশেও এই ঘোষণার প্রতিধ্বনি করা হোক তিনি সবাইকে নবীজীর আদর্শের অনুসরণ ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে আত্মসমালোচনা করার আহবান জানান।

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ

খতীবঃ অধ্যাপক মাওলানা আবূবকর মুহাম্মদ সিদ্দীকুল্লাহ

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ইসলামী রেনেসাঁর জোয়ার বইছে। দিকে দিকে দ্বীনের মশাল আলোক বিকিরণ করছে। তা লক্ষ্য করে কাফির, মুশরিক বেদ্বীন চক্র মুসলমানদের অগ্রযাত্রাকে বন্ধ করে দিতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। খুঁজে ফিরছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ ও ছলছুঁতা। কোন মুসলিম রাষ্ট্রশক্তিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেবে না বলে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মিডিয়া সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের বিষোদগার পৃথিবী থেকে ইসলামকে চিরতরে নির্মূল করে দেয়ার জন্য। অতএব, বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর উচিত ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু তথা কুরআন-সুন্নাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। কাফিরদের পক্ষ হতে চাপিয়ে দেয়া অসম যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভ করতে হলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে আল ইসলামের পথে ফিরে আসতে হবে।

উপরোক্ত সময়োপযোগী আহ্বান অধ্যাপক মাওলানা আবূ বকর মুহাম্মদ সিদ্দীকুল্লাহর। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যিালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সুযোগ্য খতীব ও বাংলাদেশ মসজিদ মিশন চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার সভাপতি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদকে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ইসলামিক ইনষ্টিটিউশন বললেও অত্যুক্ত হবে না। এর কার্যক্রম সুবিস্তৃত বুদ্ধিভিত্তিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রদের নিয়মিত সালাত ও জুমা আদায়ের সুবিধার্থে ১৯৭৫ সালে এ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক আবুল ফজল। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড় এবং সমতল ভূমির আত্মিক যোগসূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান। কেন্দ্রীয় মসজিদখানা একটি নাতি দীর্ঘ অনুচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত। মসজিদ এলাকার আয়তন তিন একর। দ্বিতল ভবনে নির্মিত এ মসজিদ সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যের ছোঁয়া পেয়েছে। মসজিদের সামনে একটি বিশাল ঈদগাহ ময়দান রয়েছে। ছোট ছোট বাগান রয়েছে দুইটি। বাগানের রকমারি ফুলের মৌ মৌ গন্ধে মুসল্লীদের মন প্রাণ পবিত্রতায় ফুর ফুরে হয়ে উঠে। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ গুরুত্বপূর্ণ মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে কোথাও কোন উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। মসজিদের মূল পরিচালক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। ভিসির পক্ষে সার্বিক তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার জন্য দুই বৎসর অন্তর অন্তর

www.pathagar.com

একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির বর্তমান সভাপতি উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ডঃ আবদুল মালেক চৌধুরী। খতীব সাহেব কমিটির স্থায়ী সদস্য সচিব। মসজিদে একজন নায়েবে ইমাম রয়েছেন। তিনি মাওলানা আবুল হাসান মুহাম্মদ নাঈমুল্লাহ। এখানে মুহাম্মদ সুলাইমান নামের একজন মুয়াজ্জিন ছাড়াও আরো দু'জন খাদেম, একজন মালি এবং ৪জন নিরাপত্তা প্রহরীসহ ১০জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। মসজিদের নিয়মিত মুসল্লী রয়েছেন দু'শয়ের কাছাকাছি, জুমার দিন/দু'হাজার ছাড়িয়ে যাবে।

মুসল্লীদের মধ্যে অধিকাংশই ভার্সিটি ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী, এ সংখ্যা দীর্ঘ দুইযুগ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মসজিদের অজুখানা, বাথরুম, মেহরাব, গম্বুজ ও ঈদগাহ ময়দান জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। একটি সুরম্য উচুঁ মিনার স্থাপনের পরিকল্পনা থাকলেও তা এখনও নির্মিত হয়নি।

সম্প্রতি মসজিদ কমিটির অব্যাহত প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কবরস্থানসহ মসজিদের উন্নয়ন কাজে হাত দিয়েছে। ভবিষ্যতে মসজিদের সার্বিক সংস্কার, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত এক কোটি টাকা ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত করা হলে এ মসজিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও সৌন্দর্য্যের সাথে সোনায় সোহাগা হবে।

এখানে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে আত তাকবীর লমে একটি গবেষণাধর্মী জার্নাল প্রতি বৎসর বের হয়। খতীব সাহেব এ জার্নালের নির্বাহী সম্পাদক এখানে তিন হাজারেরও অধিক ইসলামী পুস্তক সম্বলিত একটি লাইব্রেরী রয়েছে।

মসজিদে ধর্মীয় দিবসগুলো দ্বীনি ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে উদযাপিত হয়।

এ সমস্ত দিবসগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের নিকট থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে রচনা আহ্বান করা হয়। এ প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের মাঝে নান্দনিক সাড়া পড়ে যায়। একটি সুশীল ইসলামী সমাজ গঠনে এ মসজিদের ভূমিকা অগ্রগন্য।

মসজিদের খতীব অধ্যাপক মাওলানা আবূ বকর মুহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন সন্দ্বীপ থানার কালাপানিয়া গ্রামে ১৯৪৪ সালে। তার পিতার নাম মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক। তিনি স্থানীয় কাটগড় ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায়

প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে ঢাকা আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে কামিল হাদিস এবং ১৯৭০ সালে উর্দু আদীবে কামিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৯ সালে তিনি ক্বিরাতুল কুরআন ওয়াত্ তাজবীদ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে মুজাবিবদে মাহির সনদ লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ১৯৭২ সালে বি. এ (অনার্স) এবং ১৯৭৩ সালে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। কর্মজীবনে মাওলানা সাহেব ঢাকা মদীনাতুল উলুম মডেল ইনস্টিটিউট, ঢাকা পলিটেকনিক হাইস্কুল ও ঢাকা নাজনীন হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ইমাম হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের খতীব হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন। মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সন্দ্বীপ কল্যাণ সমিতি ও সন্দ্বীপ ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি। তিনি সন্দ্বীপ ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন পরিষদ ও একটি ইসলামী পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি ও বাংলাদেশ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সীরাতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (১৯৮৫) তার একটি গবেষণা গ্রন্থ।

www.pathagar.com

এছাড়া তার আরও বিশোর্ধ প্রবন্ধ বিভিন্ন জার্নাল ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়।

মাওলানা আবূ বকর মুহাম্মদ সিদ্দীকুল্লাহ বিশ্বাস করেন তাওহীদ, রেসালত ও আখেরাত ভিত্তিক ইসলামী আদর্শ প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে একজন খতীবের অপরিসীম দায়িত্ব রয়েছে। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মসজিদে নব্বীর ইমামতির দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে একজন খতীব হিসেবে মসজিদের মিম্বর থেকে দাওয়াতে দ্বীন এবং এক্বামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে মুসলিম সমাজ দূরে অবস্থান করায় এবং আর্থ-সামাজিক দূরাবস্থার শিকার হয়ে বর্তমানে ইমাম খতীবগণ তাদের এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। সত্যিকারের নায়েবে রসুল (সঃ) হিসেবে খতীবও ইমামগণকে এ ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে হবে। তিনি বলেন, ইসলামের মূল শিক্ষা অর্জন ও প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে বিদআত বর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অধিকাংশ মুসলমানের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ অনৈসলামী সমাজ পরিচালনা সবচেয়ে বড় বিদআত। এ চরম বিদআতকে উচ্ছেদ করে দেশে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত অন্যান্য ছোট বড় বিদআত সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। এখন যাবতীয় কুসংস্কার ও বিদআত মেধা, জ্ঞান ও হিকমতের মাধ্যমে এড়িয়ে চলতে হবে। এ ব্যাপারে ইমাম-খতীবগণকে গণ সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। খতীব সাহেব বলেন, ইমামত ও সিয়াসত দ্বীন ইসলামের অঙ্গ। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে নববীতে বসে বিচার-ফায়সালা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও যুদ্ধ সম্পর্কিত যাবতীয় বিধি বিধান ঘোষনা ও পরিচালনা করতেন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের সকল নবী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। একজন নবী ইন্তেকালের পর আরেক জন নবী উক্ত কাজের স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমি সর্বশেষ নবী। আমার পর আর কোন নবী আসবেন না। তবে (রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করার জন্য) আমার খলীফা তথা প্রতিনিধিগণ সকল দায়িত্ব পালন করে যাবেন তিনি বলেন, এত্তেহাদুল ওলামা অপরিহার্য্য। আল্লাহ ছুবহানাহু তায়ালা ওলামা মাশায়েখ সহ দুনিয়ার মুসলমানের উপর আল কুরআনের রজ্জুধারণ করে ঐক্যবদ্ধভাবে কাতার বন্দী হয়ে দ্বীন কায়েমের দায়িত্ব পালন করা ফরজ করেছেন। ইসলামী ঐক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করা বর্তমান সময়ের দাবী। সময় এসেছে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সীসা ঢালা প্রাচীরের মত ইসলামী ঐক্যের ভিত্তি রচনা করা। খতীব সাহেব ইত্তেহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে অখণ্ড ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে শরীক হবার জন্য আলেম-ওলামা সবার প্রতি আকুল আহ্বান জানান।

www.pathagar.com

বি. আই. এ মসজিদ

খতীবঃ আল্লামা ক্বারী মুহাম্মদ ইলিয়াস

মননশীল মানুষেরাই সমাজ বিপ্লবের সিপাহসালার। ভাঙ্গা-গড়ার স্বপ্ন দেখা প্রতিভাবানদের দ্বারাই সম্ভব। আবহমানকাল থেকে জন্মগত জহীন লোকেরাই সমাজ-সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটিয়েছে। বর্তমান উত্তরাধুনিক যুগের মুসলিম প্রজন্ম পাশ্চাত্য ধর্ম, দর্শন ও প্রযুক্তির কাছে পদানত। কোরআন-সুন্নাহ ছেড়ে মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ইবলিসের এজেন্ট বনেছে। ফলে ভূমিপুত্র উৎখাত হচ্ছে ফিলিস্তিনে। কাশ্মীর-গুজরাটে আগুন জ্বলছে। পেটে পেট্রোল ঢেলে পাশবিক কায়দায় চিতানলে পুড়ছে আমাদের অসহায় মা-বোনদের। গোটা বিশ্ব খোদার দুশমনদের অত্যাচারে ত্রাহি ত্রাহি মুসলিম মানবতাকে উদ্ধার করার জন্য যারা কুরআন-হাদীসকে সামনে রেখে বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে আল্লামা ক্বারী ইলয়াছ তাদের ভালবাসতে স্রোতের গতির বিপরীতে যেতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। তিনি নগরীর দেওয়ান বাজারস্থ বাংলাদেশ ইসলামিক একাডেমী (বি.আই.এ) মসজিদের সুযোগ্য খতীব। মসজিদটি ১৯৮৪ সালে একাডেমীর কর্মচারী-কর্মকর্তা ও স্থানীয় লোকজনের পানজাগানা নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের তৎকালীন খতীব আওলাদে রসুল হযরত আব্দুল আহাদ আল মাদানী (রহঃ)। টোটাল একাডেমী এলাকার আয়তন ১৪ গণ্ডা বলে জানা যায়। তিনতলা ভবনে নির্মিত এ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম এর সভাপতি প্রবীণ আলেমে দ্বীন শায়খুল হাদিস আল্লামা মুহাম্মদ শামসুদ্দিন। সহ সভাপতি মোত্তাকী নেতৃত্বের অন্যতম মডেল অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের। মসজিদে পানজাগানা নামাজে তিনশতাধিক মুসল্লী হাজির হলেও জুমায় কোথাও তিল পরিমাণ ঠাঁই থাকে না। কমচে কম তিন হাজার। এ মজবুত ইমারতের নীচতলা হলরুম। সেখানে প্রায়সময় কুরআন-হাদিস ভিত্তিক বিভিন্ন আলোচনা সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ মসজিদ মিশন চট্টগ্রাম মহানগর শাখা অফিস সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণী এ মসজিদের মুয়াজ্জিন। তিনি জানান, এলাকাবাসী এ মসজিদকে খুব গভীরভাবে ভালবাসেন। বি আই এ ট্রাস্ট পরিচালিত এ মসজিদের বর্তমান সভাপতি মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী। দ্বীনি জজবা হাসিল, ইসলামের সঠিক সমঝ অর্জন ও নামাজ পড়ে হৃদয়ের শীতলতা আনয়নের জন্য এ মসজিদ একটি অনন্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। মসজিদের খতীব ক্বারী মুহাম্মদ ইলিয়াসের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম'র সহ সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ বদিউল আলম কর্তৃক সংগৃহীত কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। তা থেকে

www.pathagar.com

মৌলিক বিষয়গুলো পাঠকের সৌজন্যে প্রদত্ত হল।

আল্লামা ক্বারী মুহাম্মদ ইলিয়াস ১৯৪৭ সালে হাটহাজারী উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃ ও মাতৃ উভয় দিক থেকে তিনি দ্বীনদার ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়। তাঁর পিতা মরহুম মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ মোস্তফা একজন পরহেজগার আলেমে দ্বীন ও সমকালীন সময়ে বিখ্যাত ক্বারী ছিলেন। পিতামহ উপমহাদেশের অন্যতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও প্রথম মোতামিম শায়খুল মাশায়েখ আল্লামা সৈয়দ জমীর উদ্দীন আহমদ (রা.)। যিনি ইমামে রব্বানী তামাম দুনিয়ার ফকিহ, কুতুবদের কুতুব আল্লামা রশিদ আহমদ গুংগুহী (রা.) এর অন্যতম খলিফা ছিলেন। ক্বারী সাহেবের নানা মরহুম মাওলানা আব্দুর রহমান ফটিকছড়ি কাজীর হাট মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। মাতৃক্রোড়ই মাওলানার প্রথম পাঠশালা। মাতৃক্রোড়ই মাওলানার প্রথম পাঠশালা। চার বৎসর বয়সে তিনি নিয়মিতভাবে কায়দা বোনাদাদী পাঠ শুরু করেন। সাত বৎসর বয়সে তিনি হাফেজ কুরআনের সনদ লাভ করে হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মাদ্রাসার কারিকুলাম ভিত্তিক পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি অভিজ্ঞ উস্তাদ শায়খুল হাদিস আল্লামা আব্দুল কাইয়ুম, আল্লামা আব্দুল আজিজ, মুফতি আহমদুল হক প্রমুখের নিকট পড়তেন। বছর শেষে একসাথে দুই শ্রেণীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। এভাবে তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে নাহু, ছরফ, ফালসাফা আকায়েদ, ফিকাহ, উসুলে ফিকাহ, তাফসীর, উসূলে তাফসীর ও উছূলে হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে দারছে নিজামী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমাপ্ত করেন। মাওলানা সাহেব জন্মগতভাবে অসাধারণ মেধা ও অতুলনীয় স্মৃতি শক্তির অধিকারী। ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রায় সব মৌলিক কিতাব মুখস্থ করে নেন। জানা যায়, তিনি একরাতেই সুলুমুল উলুমের মত দর্শন ও যুক্তি বিদ্যার প্রসিদ্ধ ও জটিল কিতাবের দুই-তৃতীয়াংশ মুখস্থ করতে সক্ষম। আরবী ব্যাকরণের অন্যতম গ্রন্থ কাফিয়া তিনি সম্পূর্ণভাবে মুখস্ত করেছিলেন এবং মাত্র ২৮-৩০ মিঃ সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে অনর্গল বলতে পারতেন। চৌদ্দ বছর বয়সের শেষের দিকে ১৯৬০ সালে তিনি উলুমে আকলিয়া, আকায়েদ ইসলামিয়া, হাদিছ, ফেকাহ, তাফসীর, উলুমুল আছরার প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জনের জন্য পাকিস্তান গমন করেন। সেখানকার লাহোর জামেয়া আশরাফিযার বিখ্যাত আলেম সাইয়েদুল হুকামা আল্লামা মুহাম্মদ রসুল খান (রঃ), শায়খুত তাফসীর ওয়াল হাদিছ মাওলানা ইদ্রিছ খান দেহলভী এবং মুলতানের শায়খুল হাদিছ মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ কাশ্মীরী প্রমূখের মত বিশ্ববরেণ্য আলেমদের খেদমতে হাজির হন। এখানে ছয় বছর উল্লেখিত বিষয়ে প্রভূত পাণ্ডিত্ব অর্জন করে সনদ লাভ করেন। এরপর আধ্যাত্মিক তালিম লাভের জন্য তিনি তার হুজুর আল্লামা রসুল খানের নিকট বাইয়াত হন। লাহোর থেকে ফিরে তিনি শিক্ষকতা জীবনে অগ্রসর হন। হাটহাজারী দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসায় তিনি উলূমে আকলিয়্যার সর্বশেষ ও জটিল কিতাবাদির পাঠদান করেন। এভাবে দু'বছর যেতে না যেতেই মাওলানার আব্বাজান ইন্তেকাল করেন।

খতীবে আজম আল্লামা ছিদ্দিক আহমদ (রঃ) ও মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুচের অধীর আগ্রহ ও চাপে তিনি জামেয়া পটিয়ায় উলুমে আকলিয়া, ফুনুনে আলীয়া, আকায়েদে ইসলামিয়া নিহায়িয়া, উসুলে তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন।

দীর্ঘ ১৮ বছর এ দায়িত্ব পালন করার পর তিনি অবসর নেন। অতঃপর আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের অপরিসীম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্রমাগত চিন্তা, গবেষণা ও সাধনায় লিপ্ত হন।

www.pathagar.com

বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের শরীয়া বোর্ড সদস্য এবং দারুল ইফতা ঢাকা এর দায়িত্বশীল। শিক্ষক হিসাবে মাওলানা সাহেব অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি ছাত্রদের পাঠদান করতেন পুরোপুরি মুখস্থ। বই, নোট, গাইড এমনকি কোন ছেঁড়া কাগজও তার সামনে থাকত না। ছাত্রজীবনে তিনি যেমনি ছাত্র তেমনি শিক্ষকও ছিলেন।

জানা গেছে, হাটহাজারীতে পড়াকালীন সময়ে জনৈক উস্তাদ থেকে তিনি সকালে পাঠ গ্রহণ করতেন আর বিকালে অন্য একটি বিষয়ে তার থেকে তালিম নিতেন। ক্বারী সাহেব একজন গবেষক ও লেখক। উর্দুভাষায় তাঁর সবগুলো লিখা মানোত্তীর্ণ, সাবলীল, মার্জিত, তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ। তাঁর অনেকগুলো প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কিতাব রয়েছে। মাওলানা মওদুদী ওলামায়ে দেওবন্দ কী নজর মে তার বহুল সমাদৃত সাড়া জাগানো গ্রন্থ। তাছাড়া ফরিদ্বারে এক্বামতে দ্বীন আউর হক্কানী ওলামা ক্বা নছবুল আইন, বানী কওন হে, জদীদ ত্বরজ পর ইলমে কালাম প্রভৃতি তার শ্রেষ্ঠ বই।

মি'আরে হক কওন হে, দারুল উলুম মঈনুল ইসলামকে বা-নীয়ানে ক্বেরাম, আল ইত্তেহাদ, আল মুজাদ্দিদুল কামিল ইত্যাদি তার গুরুত্বপূর্ণ কিতাবা প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। মাওলানা একজন তাত্ত্বিক আলেম, তিনি শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে কুরআন-হাদিস ও ফেকাহর নকলী ও আকলী যুক্তি দিয়ে বক্তব্য রাখতে পারেন। ১৯৯৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিনি উপরোক্ত মসজিদে খতীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, কুরআন-হাদিছের সঠিক জ্ঞানার্জন করে আকিদা ছহী করা ছাড়া মুসলিম মানবতার মুক্তি সম্ভব নয়। হরেক রকম শির্ক-বিদআত এবং কুসংস্কার থেকে বাঁচতে না পারলে ঈমানে দাবী কতদূর সঠিক বলা যায় না। তিনি বলেন, বর্তমান পাশ্চাত্যের জাহেলী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বস্তুবাদিতার মোকাবিলায় আলেমদেরকে ইসলামী তামাদ্দুন-তাহজীব ব্যাপকহারে চর্চা করতে হবে। ইত্তেহাদুল ওলামা সম্পর্কে তিনি বলেন, আলেম-ওলামা পরস্পর অনৈক্য, অসহিষ্ণু ও স্পর্শকাতর হওয়ার ফলে যেহেতু কাফির-মুরতাদরা দ্বীনের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ছে সেহেতু তাদেরকে দ্রুত ঐক্যবদ্ধ হওয়া চাই। এটা ফরজে আইন। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন না হলে দ্বীন বিজয় ও কাওমের মুক্তি আকাশ-কুসুম। সবাইকে মনে রাখতে হবে, আমাদের আল্লাহ এক নবী এক কুরআন এক। সকল মুসলমান ভাই ভাই।

www.pathagar.com

কামালে ইশকে মোস্তফা কমপ্লেক্স মসজিদ

খতীবঃ অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ মুছলেহ্ উদ্দীন

ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন যুগপৎ ভূমিকা রাখলে শিরক বিদআত প্রতিরোধ করা সম্ভব। মধ্যপ্রাচ্যের মতো মসজিদ গুলোকে ধর্মমন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসা উচিত। মন্ত্রণালয়ের সার্কোলেশন অনুসারে দেশের সকল খতীব যদি কুরআন সুন্নাহর আলোকে অভিন্ন বিষয়ে একযোগে খুৎবা রাখেন আর তা প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিকস মিডিয়ায় প্রচার করা হয়। তাহলে সমাজে চেপে বসা শিরক বিদআত সহ সবধরনের কুসংস্কার যেমনি নির্মূল করা সম্ভব তেমনি দ্বীনের প্রচার প্রসারও সাধিত হবে বহু গুণে। সকল অসত্য, অন্যায়, মিথ্যা ও জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে আলেম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মুছলেহ উদ্দীন। তিনি নগরীর অন্যতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও কামালে ইশকে মোস্তফা কমপ্লেক্স মসজিদের সুযোগ্য খতীব। মসজিদটি শাহ আমানত সড়কস্থ বাকলিয়া থানা ভবনের বিপরীত ১৯৯০ সালে কামালে ইশকে মোস্তফা সোসাইটির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। সোসাইটির তিন শতাধিক সদস্য রয়েছে। তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন আলহাজ্ব সৈয়দ আনোয়ার হোসাইন। সভাপতি ও সেক্রেটারী হিসেবে রয়েছেন যথাক্রমে আলহাজ্ব এস আই চৌধুরী ও আলহাজ্ব কায়কোবাদ। বহুমুখী সমাজকল্যাণ মূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সর্বস্তরের ছাত্র ও এলাকাবাসীর নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে এটি নির্মিত হয়। এ মসজিদে পানজাগানা নামাজে মুসল্লী চার শতাধিক হলেও জুমায় সহস্রাধিক ছাড়িয়ে যায়। মাওলানা মোবারক আলী মসজিদের ইমাম হাফেজ সুলতান মুয়াজ্জিন। মসজিদের পাশেই রয়েছে ১০৪ ফিট উচু একটি সুদীর্ঘ গম্বুজ। গম্বুজটি সত্যিই কমপ্লেক্সের শোভা বর্ধন করেছে। যা দূর থেকে কমপ্লেক্সের অবস্থান জানান দেয়। তাছাড়া একটি কবরস্থান ও মাঠ রয়েছে মসজিদের। হাজী ঈসা চৌধুরী মসজিদের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছেন। কমপ্লেক্সের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে পৃথক পৃথক দুটি বালক ও বালিকা মাদ্রাসা, হেফজখানা ও এতিমখানা। হেফজখানা ও মাদ্রাসা দুটির সভাপতি খতীব সাহেব। তিনি জানান এ কমপ্লেক্স এলাকার আয়তন আট কানি। খতীব অধ্যক্ষ মাওলানা মুহম্মদ মুছলেহ উদ্দীন ১৯৪৩ সালে চন্দনাইশে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম আব্দুল আজিজ ছিলেন সহজ সরল ধার্মিক লোক। মাওলানা তাঁর আম্মাজান এবং দূর সম্পর্কীয় নানা জাফরাবাদ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সুপার মাওলানা সফিউর রহমানের বিশেষ তত্ত্বাবধানে মকবুলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি নবম জামাত পর্যন্ত পড়ে গারাংগিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় চলে আসেন। এখান থেকে আলিম পরীক্ষা দিয়ে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে শহরে গমন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসা থেকে হাদিস গ্রুপ নিয়ে প্রথম বিভাগে কামিল পাশ করেন। ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ব্যাচের ছাত্র হিসেবে তিনি স্নাতক ডিগ্রি নেন। ১৯৭০ সালে জেনারেল হিস্টুরির উপর কৃতিত্বের সাথে মাস্টার্স নেন তিনি। তিনি জাকির হোসেন হোমিওপ্যাথিক কলেজ থেকে ডি এইচ এম এস ডিগ্রি নেন ১৯৮৪ সালে। চন্দনাইশ জোয়ারা মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মধ্যদিয়ে মাওলানার কর্ম জীবনের সূচনা। পরবর্তীতে সীতাকুণ্ড আলীয়া মাদ্রাসা ও হাইদগাঁও সিনিয়র মাদ্রাসায় দু'চার বছর অধ্যাপনার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

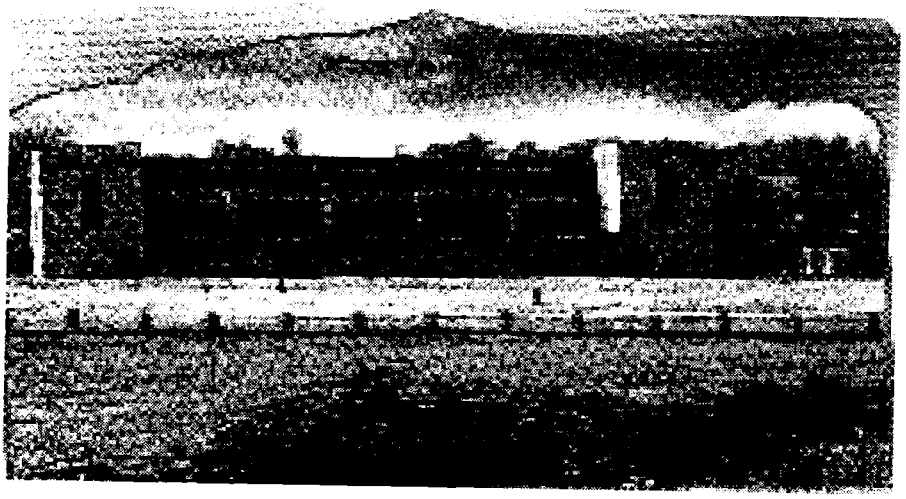

জমিয়তুল ফালাহ্ মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা হাফেজ জাফর সাদেক

ইত্তেহাদুল ওলামা অপরিহার্য। হাদীস শরীফে এসেছে, "আল ওলামাউ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া। এই ওযারিশগণ যদি ছোটখাট এখতেলাফ পরিহার করে দ্বীনের বৃহত্তর লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন তাহলেই মুসলিম উম্মাহকে ছিরাতুল মোস্তাকিমে পরিচালিত করা সম্ভব। নাজাত ও সফলতা পেতে হলে আলেমদেরকে রাসুলুল্লাহর সুন্নাত ও ছাহাবীদের ত্বরিকার উপর অটল থাকতে হবে। আল কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা ও মহানবীর মহান আদর্শকে ভিত্তি করে আলেম সমাজকে অতি সত্ত্বর একই প্লাটফরমে আসতে হবে। সামাজিক বৈষম্য ও ধর্মীয় কুসংস্কার প্রতিরোধ করতঃ সবার মাঝে দ্বীনের সঠিক রূপ তুলে ধরার জন্যে ইত্তেহাদুল ওলামার বিকল্প নেই।

কথাগুলো মাওলানা হাফেজ জাফর সাদেকের। তিনি নগরীর জামালখান পিডিবি মসজিদের খতিব ও দামপাড়াস্থ জমিয়াতুল ফালাহ জামে মসজিদের সুযোগ্য পেশ ইমাম। ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই তৎকালীন উপ-প্রধান সামরিক প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজ করার জন্যে সেনাবাহিনীর সাড়ে ১২ একর জমি মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে জমিয়াতুল ফালাহ প্রকল্পে দান করেন। সেদিন তিনি মসজিদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপন করেন আনুষ্ঠানিকভাবে।

কমপ্লেক্সের অন্যতম অংশ ৬ তলা বিশিষ্ট আকাশ ছোঁয়া গম্বুজওয়ালা একটি মসজিদ। যেখানে লক্ষাধিক মুসল্লী এক সাথে নামাজ আদায় করতে পারেন। এছাড়া বাকী প্রতিষ্ঠানগুলো হল ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, কিন্ডার গার্টেন, আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী লাইব্রেরী, ১২ তলা বিশিষ্ট শপিং সেন্টার ও বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের মিলনায়তন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া উক্ত প্রকল্পের কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্যে ৪০ কোটি টাকা নির্ধারণ করে থাকলেও বর্তমানে তা সম্পূর্ণরূপে আঞ্জাম দিতে প্রায় ৪০০ কোটি লাগতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। কমপ্লেক্সের কাজ সম্পাদনের জন্যে এ পর্যন্ত সরকার বিভিন্ন কিস্তিতে ১১কোটি টাকা বরাদ্দ

www.pathagar.com

দিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ২৬০০ সাধারণ সদস্যের সমন্বিত প্রচেষ্টায় ও মুসল্লীদের অর্থায়নে ৩ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে মসজিদের প্রথম ও দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন হয়। সরকারী অনুদানের টাকা দিয়ে বর্তমানে লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ, ওজুখানা, সীমানা প্রাচীর, শাহী ফটক এবং মসজিদের ৩য় ও ৪র্থ তলার কাজ এগিয়ে চলছে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও এগুলো এ মহা প্রকল্প বাস্তবায়নে ভিক্ষার চাল তুল্য। পত্রিকায় প্রকাশ, কমপ্লেক্সের প্রায় সোয়া একর জমি ডিসি ট্রান্সপোর্টের অবৈধ দখলে। তাছাড়া নামে মাত্র ভাড়ায় সিটি কর্পোরেশন দখল করে রেখেছে কমপ্লেক্সের বেশ কিছু এলাকা।

প্রকল্পের সার্বিক কাজ ত্বরান্বিত করার জন্যে সম্প্রতি সরকার নতুন কমিটি ঘোষণা করেছে। খাদ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান কমিটির চেয়ারম্যান। প্রকৌশলী জয়নুল আবেদীন সদস্য সচিব। মাওলানা জালালউদ্দিন আল কাদেরী মসজিদের খতিব। হাফেজ আলমগীর মোয়াজ্জিন। এছাড়া খাদেম, ইলেক্ট্রিশিয়ান, পিয়ন, মালি, দারোয়ান ও হিসাব রক্ষক মিলে কর্মচারী রয়েছে ১০জন। মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত একটি ছোট্ট পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। ত্রিশজন ছাত্রের ফোরকানিয়াও রয়েছে একটি। এখানে পানজাগানা নামাজে মুসল্লী তিন শয়ের বেশী হবেনা। জুমায় দশ হাজার পর্যন্ত হতে পারে। মসজিদের চারপাশে রয়েছে রকমারি ফুলের বাগান। দক্ষিণ পার্শ্বে গাছ-গাছালির গগনছোঁয়া সবুজ মেলা।

ইসলামী সমাজ গঠনে এ মসজিদের ভূমিকা চাহিদামত নয়। এখানে জুমার দিন বা'দল জুমা পড়ার বেশীক্ষণ সময় থাকেনা বলে অনেক মুসল্লীর অভিযোগ রয়েছে। অনির্ধারিত অতিরিক্ত কতগুলো আমল পালনের ফলে মুসল্লীদের সুন্নাত আদায়ে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয় আকৃদ অনুষ্ঠানে মসজিদের পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য না রেখে অডিও ও ভিডিওম্যানদের অনাকাংখিত চলাফেরা এখানকার ধর্মীয় পরিবেশ বিঘ্নিত করে। সম্প্রতি দুই কাজী গ্রুপের মাঝে এলাকা বিরোধ নিয়ে মারামারির ঘটনায় ভূলণ্ঠিত হয় মসজিদের দ্বীনি ভাব গাম্ভীর্য। বর্তমানে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সরকার মসজিদকে সকল প্রকার আপত্তিকর ও অশোভনীয় কাজ ও রীতি থেকে পবিত্র করে মসজিদে নববীর আদলে পরিচালিত করবেন বলে মুসল্লীগণ প্রত্যাশা রাখেন।

মসজিদের ইমাম মাওলানা হাফিজ জাফর সাদেক ফটিকছড়ি উপজেলার দৌলতপুর গ্রামে ১৯৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম হাছি মিয়া তার পিতা। মাওলানা সাহেব ১২ বছর বয়সে হিফজ শেষ করে মাদরাসা আজিজুল উলুম বাবু নগরে ভর্তি হন। সেখানে কয়েক বছর অধ্যায়নের পর চলে আসেন দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায়। ১৯৬৮ সালে এখান থেকে প্রথম শ্রেণীতে দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রী অর্জন করেন তিনি। অতপর উচ্চ শিক্ষার জন্যে তিনি ঢাকা এসে ফরিদাবাদ এরাদাতুল মা'আরিফ মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে বিভিন্ন ভাষা শেখার কোর্স গ্রহণ করেন। এ সময় ফেকাহ ও ধর্মতত্ত্বের উপরও গবেষণামূলক অধ্যয়নে ব্রতী হন মাওলানা। কর্মজীবনে তিনি রহমতগঞ্জ মসজিদে ১৪ বছর ইমামতি করেন। লালখান বাজার মাদরাসায় তিন বৎসর ফেকাহর দারস দেন। জামালখান পিডিবি মসজিদে খতিব হিসেবে এবং জমিয়তুল ফালাহ মসজিদে ১৯৮৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ইমাম হিসেবে দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। মাওলানা জাফর সাদেক একজন নিরলস পাঠক। লিখালিখিতে মাওলানার হাত পাকা। তিনি মাসিক আত তাওহিদের নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন বহু বছর। বর্তমানে মাসিক দাওয়াতুল হকের নির্বাহী সম্পাদক। দৈনিক আজাদী, পূর্বকোণ ও মাসিক মদিনাসহ বিভিন্ন পত্রিকা-ম্যাগাজিনে তিনি নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে চলেছেন।

www.pathagar.com

"আমার নামাজ (১৯৮৪) মাওলানার মৌলিক রচনা। তাওবা-এস্তেগফারের ফজিলত ও উম্মতের মতবিরোধ এবং ছিরাতুল মোস্তাকিম তার দু'টি অনুবাদ গ্রন্থ। বহুল পঠিত তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন অনুবাদেও ভূমিকা রেখেছেন তিনি। আল উসীলা (মৌলিক) ও রোজ কিয়ামতে হাসরের ময়দানে (অনুবাদ) ইমাম সাহেবের দু'টি প্রকাশিতব্য রচনা। ১৯৯৮ সালে মাওলানা জাফর সাদেক আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থা (আইআইআরও) এর চট্টগ্রাম মহানগর মুবাল্লিগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি হিন্দুস্থান ও সৌদি আরবের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ভ্রমণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিশ্বাস করেন নব্য জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার জন্যে আলেম সমাজকে ইসলামী তামাদ্দুন-তাহজীব ও সাহিত্য রচনা করতে হবে।

মাওলানার সাথে আলাপঃ

সমাজ থেকে শিরক-বিদআত মুলোৎপাঠন করা যায় কিভাবে?

শিরক-বিদআত মূলোৎপাটনে মসজিদের ইমাম ও আলেম সমাজকে সনিষ্টচিত্তে এগিয়ে আসতে হবে। ওয়াজ মাহফিলে জোর প্রচারনা চালাতে হবে। বিশেষ করে চট্টগ্রামের মাজার কেন্দ্রীক শিরক-বিদআত ব্যাঙের ছাতার মত ব্যাপক আকার ধারণ করে আছে। গায়রুল্লাহকে সেজদা ও অপরাপর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কুরআন-হাদিসে যা বর্ণিত আছে তা অকপটে জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। এ গুলোর প্রতিরোধে আলেমদের পক্ষে সোচ্চার ও প্রতিবাদমুখর হওয়া আবশ্যক।

ইসলামী সমাজ গঠনে একজন আলেম কিরূপ ভূমিকা রাখতে পারে?

প্রত্যেহ বাদ ফজর ও আছর মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে ইসলামের কিছু কিছু রূপ সৌন্দর্য তুলে ধরা, জুমার বিশাল জামায়াতে ইসলামী সমাজের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যগুলো যুক্তিপুর্ণ ভাষায় উপস্থাপন করলে খোদার রাজ কায়েমে জনগণ এগিয়ে আসবে।

মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে আপনার হেদায়েতী বক্তব্য কি?

কেবল জুমা নয়, পাঁচবেলা নামাজ জামাতে আদায় করা তাদের দায়িত্ব। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী আদর্শ কায়েমের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

www.pathagar.com

দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসা

খতীবঃ অধ্যক্ষ মাওলানা সাইয়্যেদ আবু নোমান

পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমানগণ নির্যাতনের শিকার। ভারত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার অবাধ ক্ষেত্র। উপমহাদেশের শান্তিপ্রিয় তৌহিদী জনতা তাদের কাছে চোখের বালি। ওরা জোর যার মুল্লুক তার নীতির আলোকে '৪৭ এ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আজ অবধি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রতি বিগবস সুলভ আচরণ করে আসছে। মুসলমানরা তাদের নিকট গাত্রদাহ। তারা দেশ বিভক্তির পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় দশ লক্ষ মুসলমানকে নির্মমভাবে নিহত করেছে। ইজ্জত হরণ করেছে লক্ষ লক্ষ মা-বোনের। ধন-দৌলত লুণ্ঠন করেছে কোটি কোটি টাকার। (তারা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজরাটে মুসলিম মারা মহোৎসবে মেতে উঠেছে। আহমদাবাদের দগ্ধ করেছে আমাদের দ্বীনি ভাইবোনদের।) গোটা বিশ্বের বহু স্থানে পৌত্তলিক শক্তির সহযোগিতায় মুসলিম নিধনের পাঁয়তারা চলছে। সকল ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে তামাম উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কুরআন সুন্নাহর পথে ফিরে আসতে হবে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি রক্ষার্থে মক্কা-মুয়াজ্জম কেন্দ্রিক একটি আন্তর্জাতিক বলিষ্ট ফোরাম প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান সময়ের অনিবার্য দাবী। উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন অধ্যক্ষ মাওলানা সাইয়্যেদ আবু নোমান। তিনি শত বৎসরের ঐতিহ্য-লালিত এতদাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উম্মুল মাদারেস নামে খ্যাত দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ও তৎসংশ্লিষ্ট সুরম্য মসজিদের খতীব। জানা যায়, বিশিষ্ট দানবীর হাজী চাঁন মিয়া সওদাগরের আর্থিক সহযোগিতায় এ মাদ্‌রাসা ১৯১৩ সালে নগরীর চন্দনপুরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ ও জাতি গঠন এবং এক্কামতে দ্বীনের সিপাহসালার তৈরীর ক্ষেত্রে এ মাদ্‌রাসার অবদান অপরিসীম। বাবুল ইসলাম চট্টগ্রামকে ইসলামী আন্দোলনের অনুকূল এলাকা হিসেবে পাওয়ার পেছনে এ মাদ্‌রাসার ভূমিকা বর্ণানাতীত। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য মাদ্‌রাসা ও আলেমে দ্বীন পয়দা হয়ে আসছে এ মাদ্‌রাসা (ও আলেমে দ্বীন পয়দা হয়ে আসছে এ মাদরাসার) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতায়। অথচ কোন সরকার এ পর্যন্ত এ মাদ্‌রাসার জন্যে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। দেশে সরকারী মাদ্‌রাসা রয়েছে মাত্র তিনটি। সেগুলো বিভিন্ন বিভাগে অবস্থিত। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ভৌগলিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম বিভাগের কোন মাদ্‌রাসাকে জাতীয়করণ করা হয়নি। মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ সেক্রেটারী সমাজসেবক আলহাজ্ব এডভোকেট নাছিরউদ্দিন আহমদের সাথে আলাপ করে জানা যায়,বর্তমানে মাদ্‌রাসা বহু সমস্যায় জর্জরিত। মাদরাসায় আলাদা কোন শিক্ষা ভবন ও ছাত্রাবাস নেই। পুরোনো প্রশাসনিক ভবনটাও সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মাওলানা মাজেদুদ্দিন ওরফে মোল্লা মদনের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় ১৭৮১ সালে কলিকাতা মাদ্‌রাসা-ই আলীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে দানবীর ধর্মানুরাগী হাজী মুহাম্মদ মহসিন কর্তৃক হুগলি, ঢাকা ও চট্টগ্রামে মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে কুরআন-হাদিস , উসুল, আকাইদ, মানতিক বালাগাত প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেয়া হতো। ১৯০৮ সালে কলিকাতা আলীয়ায় টাইটেল ক্লাশ খোলা হয়। মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসায় জ্ঞানার্জন করে মাওলানা মুহাম্মদ নাজের, ফখরে বাংলা মাওলানা আবদুল হামিদ, মাওলানা ফজলুর রহমানের মত বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়। এদিকে ১৯১১/১২ সালে নিউস্কীম মাদরাসা নামক এক অদূরদর্শী খামখেয়ালী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে ইংরেজ সরকার। ১৯২০ সালে সরকার এ পদ্ধতিকে পরিপূর্ণ করে দেশের বিভিন্ন স্থানের মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা গুলোকে সরকারী করে নেয় মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে সরকারী ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ওল্ড স্কীম মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তথা দ্বীনি শিক্ষা সঠিকধারা টিকিয়ে রাখার জন্য চট্টগ্রামের কয়েকজন জন শীর্ষস্থানীয় আলেম বৈঠকে বসেন।

www.pathagar.com

মাওলানা খলীলুর রহমান বাগবানী, ছুফী মাওলানা আহসানুল্লাহ বসেন মাওলানা মুহাম্মদ নাজের প্রমুখ মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসার পাহাড় ঘেঁষে চন্দনপুরা গুড সাহেব রোড নাম জায়গায় মাদ্‌রাসায় পরিচালনা পরিষদের প্রথম সেক্রেটারী হন হাজী চান্দমিয়া সওদাগর। ১৯১৮ সালে আলিম ও ১৯২০ সালে এটি ফাজিল মঞ্জুরী লাভ করে। তখন দেশের কোথাও কামিল পড়ার সুযোগ ছিল না। তাই এ মাদ্‌রাসায় ফাজিল পাশ ছাত্ররা কলিকাতা আলীয়া অথবা দেওবন্দ ভাহারামপুর গিয়ে ছিহাহ ছিত্তার উচ্চ শিক্ষা লক্ষ্য করত। বৃটিশ ধূর্তরা এদেশ ত্যাগ করলে ১৯৪৭ সালে তৎকালীন প্রিন্সিপাল মাওলানা ফজলুর রহমানের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় কামিল ক্লাস আরম্ভ করা হয়। ১৯৪৮ সালে কামিল মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। এর আগে শর্ষিনা আলীয়া ছাড়া দেশে আর কোথাও কোন মাদ্‌রাসা কামিল মঞ্জুরী পায় নি।

সেকালেও এ মাদ্‌রাসার যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। ১৯৩৭ সালে এ মাদ্‌রাসার মাঠে অবিভক্ত বাংলার সর্ব প্রথম প্রধানমন্ত্রী এ. কে ফজলুল হক (শেরে বাংলা) চট্টগ্রাম আসলে তাকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়।

মাদ্‌রাসা সেক্রেটারী ও চট্টগ্রাম পৌর সভার চেয়ার ম্যাননুর আহমদ মন্ত্রীর সম্মানে মানপত্র পাঠের সময় এ মাদ্‌রাসাকে কলিকাতার মাদ্‌রাস-ই-আলীয়া পর স্থান দিয়েছিলেন। মানপত্রের জবাবে শেরে বাংলা বলেছিলেন, নুর আহমদ সাহেব ভুল বলেছেন, ফলাফল ও ইলম-আমল চর্চাই দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসারই বাংলা সকল মাদ্‌রাসার মধ্যে প্রথম-সর্বশ্রেষ্ঠ। দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় প্রথম হেড মাওলানা (অধ্যক্ষ) ছিলেন মরহুম মাওলানা মুহব্বত আলী রামুবী। তার ইন্তেকালের পর মাওলানা ফজলুর রহমান দীর্ঘ বহু বছর যাবত দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

তার পদত্যাগের পর ফখরে বাংলার মাওলানা আবদুল হামিদ তৃতীয় সুপার পদ অলংকৃত করেন। পরবর্তীতে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাতা পুত্র মাওলানা আবদুল মান্নান মাদ্‌রাসা প্রধান হলে বর্তমান মূল তৃতীয় তলা বিশিষ্ট দালানটি নির্মাণ করেন (তিনি)।

মাদ্‌রাসা পরিচালকদের মধ্যে মাওলানা ফজলুর রহমান যেমনি ইলমের ঝর্ণাধারা ছিলেন তেমনি তিনি তিনবার উক্ত পদে সবচে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মানিত হন।

মাদ্‌রাসার সেক্রেটারীগণের মধ্যে হাজী চান্দমিয়া সওদাগর, হাজী আবদুল লতিফ সওদাগর, হাজী মৌলানা নুর আহমদ (চেয়ারম্যান)। এডভোকেট সুলতান আহমদ, মাওলানা নুরুল ইসলাম, আলহাজ্ব আবু বকর ছিদ্দিক শাহ আবদুল জব্বার পীর সাহেব প্রমুখ মরহুমের নাম উল্লেখযোগ্য। সুদীর্ঘ যুগের সোনালী ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে এ মাদ্‌রাসার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও বিস্তৃতিশীলতা মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়আল ও ১৯৬০ সাল পরবর্তী সময়ে নির্মিত ইমারত গুলো এখনো জরাজীর্ণভাবে রয়ে গেছে। স্থানাভাবে এখানকার প্রসারতা বৃদ্ধি না পাওয়ার স্বাভাবিক কারণের (প্রতিষ্ঠার) করা বর্তমানে সময়ের অনিবার্য দায়ী। এক সময় বাকলিয়া চান্দগাও দেওয়ান হাট এলাকায় লজিং থাকা এ মাদ্‌রাসার ছাত্ররা ক্লাস টাইমে বের হলে রাজপথের দূর থেকে বকের সারি উড়াল দেয়ার মতো লাগতো। মাদ্‌রাসার লাইব্রেরীতে বহু দুর্লভ গ্রন্থাবালী রয়েছে। এ মাদ্‌রাসা যে সমস্ত হাস্তি ও বজুর্গানে কেরাম ছবক দান করেন তাদের মধ্যে মাওলানা আবদুল আউয়াল, মুফতি মোহাম্মদ আমীন, মাওলানা ফোরকান, শায়খুল হাদিস কবি সাহিত্যিক আল্লামা মতিউর রহমান নিজামী, আল্লামা আবদুল ওয়াহেদ, মাওলানা ওমর আহমদ ওসমানী, সাবেক ছাত্র মাওলানা আবুল কাসেম কাদীম অন্যতম। অসংখ্য অলিয়ে কামিল, আলেমে বর হক হাদীয়ে জমান এ মাদরাসা থেকে পড়াশোনায় শেষ করে সারা বাংলার আল কুরআনে আলোকধারা ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ মাদ্‌রাসার (মনো বৃত্ত) নিজে একটি প্রতিষ্ঠান কিংবা সংগঠনের ভূমিকা রেখে দ্বীন প্রচার প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। গারাঙ্গিয়ার বড় হুজুর শাহ আবদুল মজিদ (রহঃ), ছোট হুজুর শাহ আবদুর রশীদ হামেদী (রহঃ)। চুনতীর শাহ হাফেজ আহমদ (রহঃ) বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা পীর মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহঃ)

www.pathagar.com

রূপকার শাহ আবদুল জব্বার, হালিশহরের পীর মাওলানা সিরাজুল মোস্তফা, মাওলানা এলাহী বখশ, মাওলানা শফিকুর রহমান (বড় হুজুর) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি মাদ্‌রাসার বেশ কিছু উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়েছে। ইসলামী কিন্ডার গার্টেন কম্পিউটার ল্যাব ও তাফসীর বিভাগ খোলা হয়েছে। তবে নগরীর অন্যান্য মাদ্‌রাসাগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখলে বলা যায়, এ মাদ্‌রাসা যদি এভাবে কাছিম গতিতে চলে তাহলে মনজিলে মকছুদে পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে। বর্তমানে মাদ্‌রাসাকে সরকারী করণের উপযুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া কর্তৃপক্ষের মৌলিক দায়িত্ব।

সমস্যা চিহ্নিত করে যোগ্যতা নিষ্ঠা, কর্তব্য পরায়ণতা ও আন্তরিকতার মাপকাঠিতে এগিয়ে যেতে হবে সবাইকে তামাদ্দুন তাহজীবের পরিশীলিত চর্চায় ইসলামী সমাজ গঠনে বুদ্ধি ভিত্তিক কর্মসূচী হাতে নিতে হবে।

মানবিক মূল্যবোধের চর্চার পাশাপাশি আল কুরআনের আলোকে নৈতিক চরিত্র পরিশোধনের মাধ্যমে হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া খুবই জরুরী। আশা করা যায় দ্বীনের তাবলীগ, এশায়াত ও একামতের এ ঈমাটা মাহতাব চলমান শতাব্দীতে নিশ্চিত তিমির কাটিয়ে প্রদীপ্ত হবে পূর্বাকাশে মুক্ত ঝিকিমিক আলোক রেখায়।

ঈমান, আমল ও তামাদ্দুনের বর্ণিল বিচ্ছুরণ ঘটুক এ মাদ্‌রাসা আঙিনা দুনিয়া আখিরাত হোক প্রিয় এ মাদ্‌রাসা সংশ্লিষ্টদের। সবাই পায়ে দলুক সব মানবিক দুর্বলতা। ইসলাম ও আধুনিকতার সুসম সমন্বয়ে এ মাদ্‌রাসার অগ্রযাত্রা আরো বেগবান হোক।

ছাত্রবহুল এ মাদ্‌রাসায় ১৯৯৩ সালের পূর্বে কোন মসজিদ ছিল না। তৎকালীন অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারীর প্রচেষ্টায় একটি পৃথক মসজিদ ভবন গড়ে উঠে। চান্দগাঁও নিবাসী বিশিষ্ট ব্যাংকার মরহুম সৈয়দ সানওয়ারুল করিম ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেদেশের রাজ পরিবারের সদস্য শেখ রওজা বিন শেখ বুত এর আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে মসজিদের নির্মাণ ফাণ্ড গঠন করেন। তার শ্বশুর এবং বর্তমান মসজিদ কমিটির সভাপতির পিতা বিশিষ্ট দানবীর মরহুম সৈয়দ আহমদ চৌধুরীর সার্বিক তত্ত্বাবধান পরিকল্পনায় ২২ লক্ষ টাকার এই প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হয়। সুউচ্চ মিনার বিশিষ্ট ত্রিতল মসজিদ ভবনখানা ভাস্কর্য শিল্পে নান্দনিক। মাদ্‌রাসার মাঠকে আগের মতো খোলা রাখার জন্যে গ্রাউন্ড ফ্লোর হুবহু খালি রেখে দেয়া হয়েছে। মসজিদ কমিটির বর্তমান সভাপতি ও সেক্রেটারী হলেন যথাক্রমে- এডভোকেট নাছির উদ্দিন আহমদ ও এডভোকেট সৈয়দ আনোয়ার হোসাইন। ইমাম হিসেবে রয়েছেন মাদরাসার সুযোগ্য মুহাদ্দিস ও হোস্টেল সুপার। মুয়াজ্জিন হাফেজ মোহাম্মদ আলম। এ মসজিদকে কেন্দ্র করে সকাল বেলার একটি ফ্রি মক্তব রয়েছে। যেখানে প্রচুর ছেলেমেয়ে দ্বীনি তালিম অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে বলে জানা যায়। প্রতি জুমায় খতীব সাহেবের যুগোপযোগী বক্তব্য শোনার জন্যে অনেক দূর দুরান্ত থেকে এখানে মুসল্লীগণ আগমন করে থাকে।

অধ্যক্ষ মাওলানা সাইয়্যেদ আবু নোমান ফটিকছড়ি থানার নাজিরহাট এলাকায় ১৯৬২ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রওশন দেওবন্দ শিক্ষিত একজন বুযুর্গ লোক ছিলেন। স্থানীয় জামিয়া কুরআনিয়া তালিমুদ্দীন মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ সাহেবের পড়াশুনার হাতেখড়ি। ফটিকছড়ি জামেউল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল, আলিম ও ফাজিল পাশ করেন। ফাজিলে তিনি বোর্ড মেধা তালিকায় ত্রয়োদশ স্থান লাভে ধন্য হন। ১৯৭৯ সালে নাজিরহাট আহমদিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে তিনি হাদিস গ্রুপ নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে কামিল পাশ করেন। চট্টগ্রাম ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৮১ সালে ফিকহ শাস্ত্রের উপর পুনরায় কামিল ডিগ্রী নেন তিনি। তিনি ১৯৮৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে অনার্স কোর্স এবং পরবর্তী বৎসর মাষ্টার্সে ফাষ্ট ক্লাশ ফিফথ হন। তিনি আইআইআরও এর প্রশিক্ষণ

www.pathagar.com

অর্জন পূর্বক চট্টগ্রাম মহানগরীর মুয়াল্লিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন পাঁচবছর। মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সও সমাপ্ত করেছেন তিনি। তিনি বাংলাদেশ মসজিদ মিশন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখা এবং দারুল ইফতাহ আল বহুছ ওয়াল ইসলামিয়া চট্টগ্রাম এর সভাপতি। পৃথিবীর দিগন্ত জুড়ে কুরআনের আলোকবর্তিকা জ্বালাবার সুবিশাল সংগঠন ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও দারুত তাওহীদ আল ইসলামিয়ার সহ সভাপতি তিনি। সম্মিলিত মাদ্‌রাসা সংগ্রাম পরিষদ চট্টগ্রামস্থর সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য। তিনি চট্টগ্রাম বিভাগীয় যাকাত বোর্ডের সদস্য ছাড়াও আরো অনেক সরকারী বেসরকারী সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন।

অধ্যক্ষ সাহেবের কর্মজীবনের সূচনা হয় নাজিরহাট আহমদিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় প্রভাষক হিসেবে ১৯৮৭ সালে। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দেস হিসেবে হাদিসের দারস দেন। ১৯৯৬ সালে মাদ্‌রাসার একটি ক্রান্তি কালে কমিটির পক্ষ থেকে মুহাদ্দিস সাহেবকে অধ্যক্ষের মত গুরুভার অর্পণ করা হয়। আজ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। অধ্যক্ষ সাহেব দ্বীনি বিষয়ের একজন লেখক। ইসলামের বিভিন্ন দিক ও চলমান বিষয়ের উপর আঞ্চলিক ও জাতীয় পত্রিকায় এবং নানা ম্যাগাজিনে তার প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা পঞ্চাশোর্ধ। আরবী ভাষায় লিখিত তার দূর্লভ সংকলন তা'রীখু জামিউল কুরআন ওয়াতাদবীনুহু (২০০০) সুধীমহলে সাড়া জাগিয়েছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানমূলক তার আরো চারটি গ্রন্থ এ বছরের শেষ দিকে প্রকাশিত হবে বলে জানা যায়। গ্রন্থগুলো হল-(১) ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় রাসুলুল্লাহর আদর্শ, (২) আদ দোয়া বাম্বদা ছালাতিল জানাজাতি, (৩) ছিহাহ ছিত্তাহর একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও (৪) মহরমের তাৎপর্য ও শিক্ষা। তিনি আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে উপস্থাপক ও আলোচক হিসেবে নানা বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। সিটিভিতে ধর্মীয় বিষয়ের উপর আলোচনা নেন তিনি।

অধ্যক্ষ মাওলানা সাইয়্যেদ আবু নোমান এর সাথে আরো যে সমস্ত বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ হয় তা পাঠকের সৌজন্যে পত্রস্থ হল।

অনুসন্ধানঃ সমাজে শিরক বিদআতের মহোৎসব চলছে। মানুষ ধর্মের নামে অধর্মে লিপ্ত হচ্ছে মুর্খের মতো। হিতাহিত হারিয়ে ফেলছে অতি উৎসাহী হয়ে।

খতীবঃ কিভাবে শিরক বিদআত এবং কুসংস্কার ছেয়ে ফেলেছে সমাজ। এগুলো উৎখাতের জন্যে সবাইকে দ্বীন সঠিকভাবে বুঝতে হবে। আলেম সমাজকে সম্মিলিত ও পরিকল্পিতভাবে কুরআন-হাদিসের আলোকে সরলপ্রাণ মুসলমানদের সামনে শিরক বিদআত এর অপকারিতা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগ করতে হবে। যারা আবেগের বশবর্তী হয়ে শিরক বিদআতের প্রচলন করে তাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে হবে। মাজারকেন্দ্রিক যে সমস্ত শিরক-বিদআত চালু রয়েছে তা বন্ধ করার জন্যে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলেই শিরক বিদআতের অকটোপাস থেকে জাতি

www.pathagar.com

নিস্তার পেতে পারে বলে মনে হয়। মনে রাখতে হবে তাওহীদভিত্তিক জীবন গঠন ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়।

অনুসন্ধানঃ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলুন।

খতীবঃ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সুবিধাজনক নয়। ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অভাবে সর্বত্র দুর্নীতির মহড়া চলছে। হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, সুদ, ঘুষ, ছিনতাই, চাঁদাবাজি রাহাজানি ইত্যাদি সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এ নাজুক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। উন্নয়নশীল নৈতিকতার অভাবে দেশের সম্পদের সুষম বন্টন না হওয়ায় জনগণের মাঝে শ্রেণী বৈষম্য পয়দা হয়েছে। একশ্রেণীর মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ছে। অপরদিকে লক্ষ কোটি বনি আদম খোলা আকাশের নীচে না খেয়ে দিনাতিপাত করছে। তারা বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারটুকুন পাচ্ছে না। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে দেশে যাকাৎভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

অনুসন্ধানঃ সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্‌রাসা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করুন।

খতীবঃ সাধারণ শিক্ষা এবং মাদ্‌রাসা শিক্ষার মধ্যে অনেক বৈষম্য বিদ্যমান। প্রথমত জাতীয়করণের ক্ষেত্রে একচোখা নীতি। তিনটি সরকারী মাদ্‌রাসা। পক্ষান্তরে প্রতি জেলা উপজেলায় অসংখ্য সরকারী স্কুল-কলেজ রয়েছে। দেশের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও ইবতেদায়ীর ক্ষেত্রে বিধিবাম। প্রাইমারী স্কুলগুলোতে প্রতিবছর ফ্রি বই বিতরণ করা হয় রীতিমত। কিন্তু মাদ্‌রাসার বেলায় বিমাতাসূলভ আচরণ পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ফাজিলকে ডিগ্রীর মান দিয়ে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দানের দাবী বহুদিনের। সরকারি ডিগ্রী সিলেবাস ফাজিলে ঢুকিয়ে দিয়েও মান দিচ্ছে না অন্যায়ভাবে। তৃতীয়তঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহে মাদ্‌রাসার ছাত্রদেরকে পড়াশোনা করার সুযোগ দেয়া হয়না। যা সুস্পষ্ট বেইনসাফী। তা ছাড়া মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের জন্যে সাধারণ শিক্ষকদের ন্যায় প্রশিক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

অনুসন্ধানঃ এত্তেহাদুল ওলামা বা আলেম সমাজের ঐক্য নিয়ে কিছু বলুন।

খতীবঃ বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান খুবই বিপজ্জনক। ভারত, বার্মা ও বঙ্গোপসাগর দিয়ে ঘেরা এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ ও মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা হেফাজত এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখতে হলে আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখসহ সকল মুসলমানকে একতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে হবে। ছোটখাট বিভিন্ন বিষয়ে এখতেলাফ থাকা সত্ত্বেও দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আলেমদেরকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে আলেম সমাজের ইত্তেফাক বর্তমান সময়ের অনিবার্য দাবী। অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় ইদানীং আলেম সমাজের ঐক্য অনেকটা আশাব্যঞ্জক।

www.pathagar.com

স্টেশন রোড মসজিদ

খতবীঃ মাওলানা মামুনুর রশিদ নূরী

গোটা জাহানে মুসলমানরা নির্মম নির্যাতনের শিকার। বুশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে আন্তর্জাতিক ইহুদী চক্র আফগান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাচ্ছে। ভারতে তথাকথিত গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ধর্মনিরপেক্ষ বিজেপি সরকার মুসলিম হত্যাযজ্ঞের মহোৎসব পালন করে ইতহাসে কলংকজনক অধ্যায় সৃষ্টি করছে। আজ সময় এসেছে সকল প্রকার বিষোদগার, ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের মোকাবেলা করতে দল, গোষ্ঠী ও বংশকেন্দ্রীক যাবতীয় দলাদলি পরিহার করে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। মুসলমানকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে সমৃদ্ধি ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করে বিশ্বের দুয়ারে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্যে একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক ফোরাম গড়ে তোলা বর্তমান সময়ের অপরিহার্য দাবী।

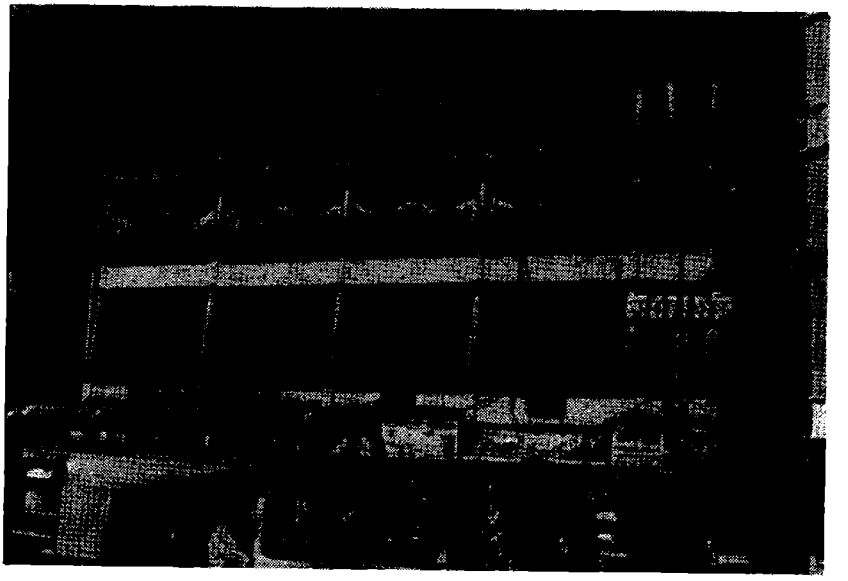

কথাগুলো বলেছেন মাওলানা মামুনুর রশিদ নূরী। তিনি চট্টগ্রাম স্টেশন রোড জামে মসজিদের খতীব। মসজিদটি প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এর সহায়তায় বিশিষ্ট দানবীর মরহুম রফিক উদ্দীন ছিদ্দিকী প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়। পুরাতন রেলওয়ে স্টেশনের অপজিটে অবস্থিত এ মসজিদের আয়তন প্রায় এক একর। অনেক পূর্বে নির্মিত চারতলা ভবনখানি পুরনো হয়ে গেছে। তা সংস্কার ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে কমিটির পক্ষ থেকে জানা যায়। মসজিদে নিয়মিত মুসল্লী এক হাজারের কম নয়। তবে জুমায় আট হাজার ছাড়িয়ে যাবেই। মসজিদ কমিটির সভাপতি হিসেবে রয়েছেন বরেণ্য আলেমে দ্বীন ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রামস্থর সভাপতি শায়খুল হাদিস আল্লামা মাওলানা শামসুদ্দিন সাহেব। সেক্রেটারী আলহাজ্ব আবদুর রহমান। মাওলানা আবুল কালাম পাঁচ ওয়াক্তিয়া ইমাম। তার সহকারী হিসেবে রয়েছেন হাফেজ মাওলানা আবু তৈয়ব। ক্বারী মাওলানা আবু জাফর মসজিদের মোয়াজ্জিন হিসেবে রয়েছেন। তাছাড়া দুস্বজন

www.pathagar.com

খাদেম সার্বক্ষণিকভাবে মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে দেখাশোনা করেন বলে জানা যায়। কুরআন-হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য সমৃদ্ধ একটি পাঠাগার রয়েছে এখানে যা মুসল্লীদের মন-মগজে দ্বীনের সঠিক সমজদানে ভূমিকা রাখছে। নগরীর অন্যান্য মসজিদ থেকে এ মসজিদের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট ভিন্ন রকম। এখানে যারা ইমাম ও খতীব হিসেবে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করেছেন তারা সবাই যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও হাদীয়ে জামান। দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসার তৎকালীন মুহাদ্দিস আলেমে হক হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ মসউদ আলী (রাহঃ), তারই সুযোগ্য সন্তান কুতুবুল আলম মুজাদ্দিদে জামান হযরত মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রাহঃ) ও বায়তুশ শরফের রূপকার আল্লামা মাওলানা শাহ আবদুল জব্বার পীর সাহেব এখানে তার হুজুরের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে বেশ কিছুদিন ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাছাড়া নেছারিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল মরহুম মুফতি মুজাফফর আহমদ (রাহঃ) ও এক্বামতে দ্বীনের সিপাহসালার মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দিন সাহেব বহু বছর এখানে খতীব হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। মাওলানা তাজুল ইসলাম নামের একজন ভাল আলেমও প্রায় ৩৮ বছর ধরে এখানে ইমামতির দায়িত্ব পালন করে ১৯৯৫ সালে অবসর নিয়েছেন বলে জানা যায়। দ্বীনের তাবলীগ ও তাজদীদের ক্ষেত্রে এ মসজিদের ভূমিকা ঐতিহ্যগতভাবে অপরিসীম। এখানে হক কথা বুক ফুলে বলা যায়। দেশের চলমান ও শরীয়তী সমস্যার সমাধানমূলক বক্তব্য প্রদান করা হয় এখানে। খতিব সাহেবের শিরীন কণ্ঠে আলোচনা ও খুৎবা শোনার জন্যে জুমায় মুসল্লীদের ঢল উপচে পড়ে। খতীব মাওলানা মামুনুর রশিদ নূরী ১৯৫৭ সালে ফটিকছড়ি উপজেলার পূর্ব সোয়াবিল তমিজউদ্দিন মুন্সী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা মোহাম্মদ মুসা হলেন হাটহাজারী দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শায়খুল মাশায়েখ আল্লামা শাহ জমিরউদ্দিনের (রাহঃ) আপন ভাগিনা। তিনি হাটহাজারী বাথুয়া মদিনাতুল উলুম মাদ্‌রাসা, পটিয়া জিরি মাদ্‌রাসা এবং সর্বশেষ জামেয়া মোজাহেরুল উলুম মাদ্‌রাসায় দীর্ঘদিন পড়াশোনার পর ১৯৮১ সালে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদিস পাশ করেন। তিনি প্রচুর ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন। বর্তমানে তিনি মজলিসুল ওলামা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মহাসচিব। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বাংলাদেশের জয়েন্ট সেক্রেটারী। জাতীয় ইমাম সমিতি চট্টগ্রাম মহানগর সহসভাপতি। বাংলাদেশ মসজিদ মিশন চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার সেক্রেটারী হিসেবে খতীব সমাজে তার ভূমিকা সাড়া জাগাবার মতো। তিনি ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ ও চট্টগ্রাম ঈদ জামাত কমিটির সদস্য হিসেবে নিজ দায়িত্ব আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন। মাওলানা সাহেব একজন নামকরা ওয়ায়েজ। তিনি সিলেট থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ওয়াজের জন্যে বিভিন্ন এলাকা সফর করে থাকেন। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকে ওয়াজের প্রতি অভ্যস্থ বলে জানান। কর্মজীবনে তিনি বহু বছর ধরে শুলকবহর কাশেফুল উলুম মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। নিউ মার্কেট জামে মসজিদে ইমাম ও খতীব হিসেবে, ইমাম প্রশিক্ষক ও আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থার মুবাল্লিগরূপে সন্তুষ্টচিত্তে অনেক বছর তিনি দ্বীনি খেদমত আনজাম দেন। ১৯৯২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিনি উক্ত মসজিদে খুব খোদাভীতির সাথে খতীবের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। নামাজের হাকীকত (১৯৮৪) ও পর্দার আড়ালে নারী সমাজ (১৯৮৬) তার দুষ্টি গ্রন্থ।

আরও যে সমস্ত বিষয়ে খতীব সাহেবের সাথে সরাসরি আলাপ হয় তা পাঠকের সৌজন্যে পত্রস্থ হল।

অনুসন্ধানঃ মুসলিম মহিলাদের নিয়ে সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

খতীবঃ এ বিষয়ে কিভাবে কিছু বলব ভাষা খুজে পাচ্ছি না। আপনি তো জানেন এর ধরণ-বরণ কি রকম। এটা শিক্ষিত শয়তানের অসভ্য কাজ। কোন মুসলমান সন্তানের সামান্যতম লজ্জাবোধ থাকলে এ বিষয়ে জড়িত হতে পারে না। আমাদের মা-বোনদের বেহায়া বানানোর জন্যে এটা ইহুদী-খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র। এখানে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে লংঘিত হয়। নৈতিক চরিত্র

www.pathagar.com

বিধ্বংসা এ সমস্ত বেলেল্লাপনার খবর ফলাও করে প্রচারিত হয় নিউজ ও ইলেক্ট্রনিকস মিডিয়ায়। ফলে ফাহেশা প্রতিষ্ঠা লাভে বেগ পেতে হয় না।

অনুসন্ধানঃ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আলেমদের ভূমিকা কি ছিল জানাবেন কি?

খতীবঃ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের আন্দোলন। এ যুদ্ধ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিল না। ছিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। পাকিস্তানী হানাদার গোষ্ঠীর অন্যায়-অবিচার ও শোষণ-নির্যাতনের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে। ভারতের হিন্দুরা মসজিদ ভাঙ্গা জাতি। ওরা বিশ্বরাষ্ট্র গড়ার স্বপ্নে বিভোর। ওরা উপমহাদেশে কোন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র মনে প্রাণে চায় না। এ স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল এই ভারতের প্রত্যক্ষ মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতায়। তাই সেদিন এদেশের ভারতপ্রেমী নেতৃত্ব ও ধূর্ত ভারতের মায়াকান্নাকে প্রত্যাখান করতে গিয়ে দেশের সকল আলেম একমত হতে পারেননি। ভারত বাংলাদেশকে ভালবেসে কখনো সাহায্য করেনি। করেছে পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বিভাজন করে উপমহাদেশে একচেটিয়া কর্তৃত্ব অর্জনের জন্যে। মুসলিম জাতি সত্ত্বার শত্রু ভারতের মাছের মাম্বর পুত্র শোক উঠেছিল। আলেমরা ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন ভারত এদেশকে গোলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য আগ বাড়িয়ে সাহায্য করেছে তার হুবহু পরিণতির শিকার বর্তমান বাংলাদেশ। দেশে মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে ভারতীয় পণ্য-দ্রব্যের সয়লাব। প্রধান প্রধান নদীগুলোর উজানে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে খরায় মারছে উত্তরবঙ্গ। এভাবে দখলদারিত্ব ও বিমাতাসুলভ আচরণ করছে ভারত। ৭১এ আলেমদের ভূমিকা ভারত প্রীতির বিরুদ্ধে ছিল। স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নয়।

অনুসন্ধানঃ বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্যে আপনার কি বক্তব্য?

খতীবঃ বর্তমান সরকারও যদি গত সরকারের পথ অনুসরণ করে তাহলে তাদের কাছে প্রত্যাশার কিছু নেই। সকল সন্ত্রাস, ডাকাতি, দখলদারিত্ব, চাঁদাবাজি ও প্রশাসনিক দুর্নীতি সরকারকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। আলেমরা এদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী। সমাজ থেকে শিরক-বিদআত উৎখাত, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও ভাওতবাজির মূলোচ্ছেদ এবং ফতোয়ার সঠিক ধারা প্রতিষ্ঠার জন্যে দেশের হক্কানী রব্বানী আলেমদের নিয়ে সরকারকে একটি শক্তিশালী ওলামা বোর্ড গঠন করতে হবে। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সরকার দেশ পরিচালনা করবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি।

অনুসন্ধানঃ মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে আপনার নসিহত বয়ান করুন।

খতীবঃ আল কুরআনের প্রথম কথা "পড়ঃ পড়াশোনাবিহীন ইসলাম সঠিকভাবে জানা যায় না। দেশের সকল মসজিদে একটি করে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা দরকার। যেখানে ইমাম-মুয়াজ্জিন ও সাধারণ মুসল্লীগণ দ্বীনের বিভিন্ন বিধিবিধান ও মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে শিক্ষা অর্জন করতে পারবে। ছহী কুরআন শিক্ষার জন্যে মসজিদভিত্তিক বয়স্ক শিক্ষা কোর্স চালু করা দরকার। এতে করে আমলী জিন্দেগীকে পরিশুদ্ধ করা সম্ভব।

অনুসন্ধানঃ আপনিতো মসজিদ মিশন চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার সেক্রেটারী। মসজিদ মিশনের তৎপরতা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

খতীবঃ মসজিদ মিশনের বহুমুখী তৎপরতা রয়েছে। তন্মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগ, শিক্ষা সংস্কার, আর্ত-মানবতার সেবা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আলেমদের ভূমিকা রাখা ও তাদেরকে নেতৃত্বে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা অন্যতম। সামাজিকভাবে আলেমরা অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত। এজন্যে তাদের অলসতা ও অনৈক্যও কম দায়ী নয়। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠন তাদের ভেতরে দ্বীনি জজবাকে জাগ্রত করছে এবং এক্বামতে দ্বীনের পথে অগ্রসর হতে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আগে পুরো সপ্তাহ দৌড়াদৌড়ি করলেও কোন প্রোগ্রামে ১০/১৫ জন আলেম উপস্থিত করা যেত না। বর্তমানে তা নেই। এখন সবার মধ্যে স্বতস্ফূর্ততা সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

মেডিকেল জামে মসজিদ

খতীবঃ মাওলানা মুফতি এ কে এম ফারুক সিদ্দিকী

জনগণ বহুধা বিভক্ত। পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুড়িতে লিপ্ত। মানুষ গড়ে উঠে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। আজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত। ধর্মনিরপেক্ষ ও মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থারও নানান দিক রয়েছে। যারা যে রকম কারিকুলামের আলোকে পড়াশোনা করছে তারা সে রকম হয়েই গড়ে উঠছে। আমাদের অবনতির একমাত্র কারণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঘৃণা বিদ্বেষ ও পারস্পরিক কলহের জন্ম দেয়া প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা। সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি উন্নত মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা এক ও অভিন্ন ধরনের। ফলে সেখানে যোগ্য নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠার যথেষ্ট সুযোগ বিদ্যমান। উন্নয়নশীল এ দেশের সকল জনগণের চিন্তা ও স্বপ্নের সমন্বয় ঘটানোর জন্য আধুনিক ও ইসলামিক শিক্ষার মাধ্যমে একমুখী সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা দরকার। এতে সকল জ্ঞানগত বৈষম্য বিদূরিত হবে। আলেমরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে আর আধুনিক শিক্ষিতরাও কুরআন হাদীসের ইলম অর্জন করতে সক্ষম হবে।

কথাগুলো চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব মাওলানা এ কে এম ফারুক সিদ্দিকীর। তিনি কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার অন্তর্গত অশ্বদিয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারের ১৯৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম। তিনি পটিয়া আল জামেয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৮০ সালে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রি অর্জন করেন। সেখানে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপরও উচ্চতর কোর্স করার সুযোগ হয় তাঁর। মাওলানা সাহেব ১৯৮১ সালে লাকসাম আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে হাদিস বিভাগে কামিল পাশ করেন। তিনি রাবেতায়ে আলম আল ইসলামিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত ইমাম ও মুবাল্লিগ ট্রেনিং কোর্সে মুমজাত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত খতিব ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণ করেন তিনি। তিনি বেশ কয়েক বছর এ সংস্থার প্রোগ্রামার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সের একজন প্রশিক্ষক।

তিনি চট্টগ্রাম বেতারের ধর্মীয় বিষয়ের কথক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বর্তমানে তিনি সিটিভিতে প্রোগ্রাম করেন। কর্মজীবনে তিনি শুলকবহর কওমী মাদরাসা ও যুক্তিখোলা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছেন প্রায় তিন বছর। ১৯৮২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে খতিবের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম ও জাতীয় ইমাম সমিতির চট্টগ্রাম এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী। তিনি সম্মিলিত ওলামা সংগ্রাম পরিষদ, ইসলামী গবেষণা পরিষদ ও সাইয়েদ আবদুল আহাদ আল মাদানী ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী জেনারেল। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। মাওলানা সাহেব লেখালেখি করেন নিয়মিত। ফিকহের মাসআলা মাসায়েলের উপর তার একটি অনুবাদ কর্ম প্রকাশ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আওলাদে রসুল সাইয়েদ আবদুল আহাদ আল মাদানী। কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় ও জুমআ পালনের সুবিধার্থে এ মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদটি ১০ গন্ডা জমির উপর হাসপাতাল ভবনের পশ্চিম পাশে ৪ তলা ফাউন্ডেশনের উপর নির্মিত। বর্তমানে একতলা ভবনটি খুবই সৌন্দর্যমন্ডিত। এখানে জুমার দিন এক হাজার ছাড়িয়ে যায় মুসল্লী। মসজিদ পরিচালিত হয় কলেজ প্রশাসনের মাধ্যমে। মসজিদ কমিটির সভাপতি নাক কান ও গলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ শেখ মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন আহমদ।

মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ মসজিদে

www.pathagar.com

তেমন উন্নয়ন কাজ সম্পাদিত হয় নি। মসজিদের দ্বিতীয় তলা সম্প্রসারণ করা খুবই দরকার। মহিলাদের জন্য জুমআ আদায়ের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা যায়। মুসল্লি সূত্রে জানা যায়, এ মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও তা এখনও পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় নি।

মসজিদের একটি মিনার নির্মাণ এবং অজুখানা ও বাথরুমের আধুনিকায়ন করার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন মুসল্লীবৃন্দ।

খতিব মহোদয়ের সাথে আলাপচারিতা

অনুসন্ধানঃ শরীয়ত, তরিক্বত, মা'রেফত ও হাকীক্বত কতগুলো জটিল বিষয়। এ বিষয় গুলো নিয়ে আপনি কিছু বলবেন?

খতিবঃ শরীয়ত হল ইসলামী বিধি-নিষেধ। তরিক্বত, মারেফত ও হাকীক্বত এ গুলো কাছাকাছি অর্থবোধক শব্দ। তরিক্বত মানে তাযকিয়ায়ে নাফস তথা আত্মশুদ্ধির পথ। উপমহাদেশে আগেকার আমলে লোকেরা অশিক্ষিত ছিল বেশী। দ্বীন ও দুনিয়া সম্পর্কে তাদের যথাযথ জ্ঞানের ঘাটতি ছিল। তাই তারা দ্বীনকে বুঝা এবং খোদা পরস্তির পথ অবলম্বনের জন্য পীর মুর্শিদদের নিকট যেত। পীর মুর্শিদগণ তাদেরকে আল্লাহওয়ালা বানাবার জন্য যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিতেন তাই তরিক্বত। বর্তমান সভ্যতার যুগে দ্বীনকে জ্ঞান ও বিবেকের আলোকে বুঝার যথেষ্ট উপকরণ রয়েছে। মানুষ দিন দিন শিক্ষিত হচ্ছে। এখন আর ত্বরিকত সিলসিলার প্রয়োজন পড়ে না।

অনুসন্ধানঃ অনেক মাওলানা আল্লাহ রাসুল (সঃ) কে হাজির নাজির বলে জানেন। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

খতিবঃ আল্লাহ রসুল (সঃ) কে হাজির নাজির বলা যাবে না। যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই একমাত্র হাজির নাজির।

অনুসন্ধানঃ সম্প্রতি কাদিয়ানীরা তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে ষড়যন্ত্র মূলক লিফলেট ছেড়েছে। এ নিয়ে আপনার কোন কথা আছে?

খতিবঃ কদিয়ানীরা অমুসলিম হওয়ার ব্যাপারে সারা দুনিয়ার সকল ফকিহ একমত। ওআইসি এর ফেকাহ একাডেমী তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। ওরা বাংলাদেশে আহমদিয়া মুসলিম জামাত ব্যানারে তাদের তৎপরতা চালায়। বিভিন্ন বই পুস্তক, ডিশ চ্যানেল ও লিফলেটের মাধ্যমে তারা প্রকাশ্যে কাজ করছে। সহজ-সরল মুসলমানদের ঈমান আকিদা বিনষ্ট করার জন্য নানা পাঁয়তারা চালাচ্ছে তারা। আলেম সমাজ যুগ যুগ ধরে সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে আসছে এদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দেয়ার জন্য। বর্তমান চারদলীয় সরকার দেশের জাতীয় আলেমদের দাবীর প্রেক্ষিতে এ সমস্ত কুচক্রী মহলকে অমুসলিম ঘোষণা করবে বলে আমি আশা করছি।

অনুসন্ধানঃ চট্টগ্রামসহ দেশের কোন কোন অঞ্চলে ওহাবী-সুন্নীর রশি টানাটানি খুবই লক্ষণীয়। এ নিয়ে আপনার কোন বক্তব্য রয়েছে কি?

খতিবঃ কাওমী ও আলিয়া নেসাবের আলেমদের মাঝে ছোটখাট বিষয় নিয়ে যে এখতেলাফ রয়েছে তা খুবই দুঃখজনক। সবাই ইমাম আবু হানিফার মাজহাব পালন করে থাকে। দ্বীনের টুকিটাকি মতভেদ গুলো চুকিয়ে নিয়ে সবাইকে এক মঞ্চে এসে একামতে দ্বীনের কাজ আনজাম দিতে এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে যে বিপদ শুরু হয়েছিল তা আসতে বেশী দিন লাগবে না।

অনুসন্ধানঃ মাইকওয়ালা ও মাইকবিরোধীদের নিয়ে কিছু বলবেন?

খতিবঃ দ্বীনি কাজে আধুনিক ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাহায্য নেয়া ইসলাম অসম্মত নয়। মাইক ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য অন্য ধরনের সহায়ক যন্ত্র। যারা মাইক বিরোধী তারা মাইক ব্যবহারকারীদেরকে মুসলমানও মনে করে না। ওরা বিভ্রান্তি ছড়ায় হরদম। জনগণকে এ ব্যাপারে আরও সতর্ক থাকতে হবে।

অনুসন্ধানঃ আজানের আগে সালাতু সালাম বলা জায়েজ আছে কি?

খতিবঃ কিছু কিছু মসজিদে আজানের পূর্বে সালাতু সালাম বলা হয়। এটি ইসলামের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিদআত। রাসুল (সঃ) ও তৎপরবর্তী যুগে এভাবে করা হয়েছে বলে কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না বরং আজানের পরে সুনির্দিষ্ট দোয়ার কথা রয়েছে।

www.pathagar.com

আগ্রাবাদ সি. ডি. এ মসজিদ

খতীবঃ মাওলানা জয়নুল আবেদীন জুবাইর

ঐক্য অতীব প্রয়োজন। ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রক্রিয়া শুরু করা দরকার। ঐক্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে যে সমস্ত বিষয় তা চিহ্নিত করে খোলামনে বসে আমাদেরকে কুরআন-হাদীসের আলোকে সমাধান করতে হবে। অনৈক্যের কারণে আমরা আজ বঞ্চিত, নির্যাতিত, নিগৃহীত। ইসলামের মহানুভবতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে। কথাগুলো মাওলানা জয়নুল আবেদীন জুবাইরের। তিনি ইসলামী ফ্রন্টের যুগ্ম মহাসচিব ও আগ্রবাদ সি. ডি. এ মসজিদের খতিব। তিনি ১৯৬০ সালে লক্ষীপুরের মুসলিমাবাদে আলহাজ্ব গোলাম মোস্তফার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৭৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে হাদিস গ্রুপে কামিল পাশ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেনারেল হিস্ট্রি নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি নেন। তিনি জামেয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা ও হালিশহর তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় শিক্ষকতার পরে বর্তমানে পাহাড়তলী নেছারিয়া আলীয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি মা ও শিশু হাসপাতালের আজীবন এবং আনজুমানে খুদ্দামুল মুসলিমীন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। মাওলানা সাহেব বেশ লিখালিখি করেন। তার ১৫টি বই প্রকাশিত হয়েছে। রেডিও টিভিতে তিনি প্রোগ্রাম নেন। ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সেও ক্লাস নেন তিনি। ১৯৯৪ সাল থেকে তিনি আগ্রাবাদ সি. ডি. এ. মসজিদে খতিবের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য খতিবগণ মূখ্য ভূমিকা রাখতে পারেন। মুসল্লীদেরকে ইসলামী আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা প্রত্যেক খতিবেরই দায়িত্ব। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার পূর্বক মানুষের চরিত্র গঠনের উপযোগী করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন। তিনি বলেন, নৈতিক অবক্ষয় রোধের জন্য সুশাসন দরকার। দারিদ্রতা নৈতিক অবক্ষয়ের মৌলিক বিচার ব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়ে আইনের শাসন সুশিক্ষিত করা যাই। খতিব মহোদয় বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পাদপীঠ। এদেশে কখনো হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি খৃষ্টানদের উপর জুলুম করা হয় না। সবার সাতে সুসম্পর্ক রাখা আমাদের চরিত্র। প্রচার মিডিয়া এক্ষেত্রে বস্তু নিষ্ট তথ্য পরিবেশন করছে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

www.pathagar.com

ইসলামী ফ্রন্ট সম্পর্কে তিনি বলেন ফ্রন্টের লক্ষ্য ইসলামী সমাজ কায়েম, এ দল নিছক রাজনৈতিক দল নয়। এখানে আধ্যাত্মিকতাও রয়েছে। সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠাই ফ্রন্টের লক্ষ্য, ৯০ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রন্ট ভাগ হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে তিনি সাংবিধানিক সংকটকেই দায়ী বলে মন্তব্যকরেন। যারা দলীয় ঐক্য ভঙ্গ করেছে তারা এর জন্য প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। মানবিক দুর্বলতার কারণে মানুষ কখনো কখনো ভুল করে। শিরক-বিদআত সম্পর্কে তিনি বলেন, শিরক কি বিদআত সম্পর্কে তিনি বলেন, শিরক কি বিদআত কি আগে আমাদেরকে ভালভাবে জানতে হবে। পীর-বুজুর্গের মাজারে আজ যে গুলো হচ্ছে তার সবগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। খতিব সাহেব শেষ নসীহত হিসেবে বলেন, আমরা যারা নামাজ পড়ি শুধু নামাজ পড়লে হবে না একামতে দ্বীনের জন্য প্রত্যেক মুসল্লীকে কাজ করতে হবে।

আগ্রাবাদ সি. ডি. এ মসজিদ

আগ্রাবাদ সি. ডি.এ মসজিদটি আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়। এলাকাবাসীর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সুবিধার্থে আগ্রাবাদে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতল ভবনে নির্মিত এ মসজিদ খানা সত্যিই মনোরম, এখানকার সামনের উঠান এ মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। এখানে পানজাগানা নামাজে মুসল্লী দুই শতাধিক হলেও জুমায় দুই হাজারের কম নয়। মসজিদের নির্মাণ শিল্প মন কাড়া নান্দনিক। স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য ও পরিচ্ছনতা এ মসজিদের ভূষণ। মসজিদ কমিটির সভাপতি ডাঃ আমান আলম খান, সেক্রেটারী আলহাজ্ব রফিক আহমদ, মসজিদে কয়েকজন খাদেম ও ইমাম-মুয়াজ্জিন রয়েছে। এখানে মুসল্লী দিন দিন বাড়ছে ভবিষ্যতে এ মসজিদকে আরো হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য কতিপয় পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা যায়।

www.pathagar.com

পূর্ব ফিরোজ শাহ কলোনী মসজিদ

খতীবঃ মাওলানা হাফেজ তাজুল ইসলাম

একামতে দ্বীনের আন্দোলন ফরজ। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য। মুসলমানগণই সত্যিকার অর্থে মানুষ-খলিফাতুল্লাহ। খেলাফতের মূল দায়িত্ব দাওয়াত ইলাল্লাহ। হিকমত, খুলুছিয়্যত, প্রত্যয়, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সাহসিকতা ও প্রত্যাশা দা'য়ী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাওহীদ, রেসালত ও আখেরাতের প্রতি সার্বজনীন দাওয়াত মুসলমানী জিন্দেগীর মিশন। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এসেছিলেন খোদা তা'য়ালার নিরঙ্কুশ রাজত্ব কায়েমের জন্য। তামাম উম্মতকে এ দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছেন। আজ মুসলিম উম্মার চরম ক্রান্তিকালে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য জ্ঞানগত যোগ্যতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও আদর্শিক চেতনা নিয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে। কথাগুলো বলেছেন আল্লামা হাফেজ তাজুল ইসলাম (বড় হুজুর)। তিনি নগরীর খুলশী থানাধীন পূর্ব ফিরোজ শাহ কলোনী আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া ওয়া দারুল ইয়াতামা এর প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল এবং তৎসংশ্লিষ্ট বড় মসজিদের সুযোগ্য খতিব। জানা যায়, মসজিদটি পঞ্চাশের দশকে তৎকালীন স্থানীয় ধর্মপ্রাণ বিহারী লোকেরা তাদের পান্‌জাগানা নামাজ আদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে মসজিদটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর আকারের ছিল। শ'খানেক লোক নামাজ আদায় করতে পারত। ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী ছিল না। পরবর্তীতে স্বাধীনতা উত্তরকালে কর্তৃপক্ষ মাওলানা সাহেবকে মসজিদের ইমাম হিসেবে নিয়োগ দান করেন। তিনি এলাকাবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা নিয়ে মসজিদকে ভিত্তি করে গড়ে তুলেন একটি দ্বীনচর্চার বহুমুখী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রয় করেন ষাট দশক জমি। জমির টাকা পরিশোধ করেন একজন মুসল্লী থেকে বিনা শর্তে কারজে হাসানা নিয়ে। এ কারজে হাসানা পরিশোধ করার জন্য তিনি ওমরাহ ভিসা নিয়ে সৌদি আরব গমন করেন। সেখানকার কষ্টার্জিত টাকা ও শেখদের থেকে চাঁদা কালেকশান করে তা দেশে পাঠিয়ে দিয়ে সকল ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা করেন। দেশে এসে তিনি চার তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং একাধারে দ্বিতলার সকল কাজ সম্পাদন করেন। মসজিদের সুউচ্চ মিনারের কাজ এখনও সমাপ্ত হয় নি। এখানে পান্‌জাগানা নামাজে মুসল্লী ছয়শ' ছাড়িয়ে যায়। জুমায় পাঁচ হাজারের কম হয় না। হাফেজ মাওলানা ইউসুফ ও মাওলানা সাদেক মসজিদের ইমাম। ক্বারী এহসানুল হক মুয়াজ্জিন। মসজিদে একটি মিনি পাঠগার রয়েছে। মসজিদকে কেন্দ্র করে খতিব সাহেবের গড়ে তোলা বহুমুখী দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের নাম আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া ওয়া দারুল ইয়াতামা। এর চারটি মৌলিক শাখা রয়েছে। পানজুম পর্যন্ত কিতাবখানা অন্যতম একটি শাখা। এখানে আবাসিক-অনাবাসিক মিলে ছাত্র সংখ্যা প্রায় পাঁচশ জন। বার জন দক্ষ শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত এ মাদ্‌রাসায়

www.pathagar.com

কওমী মাদ্‌রাসা বোর্ডের সিলেবাস অনুসরণ করা হয়। জামেয়ার উল্লেখযোগ্য শাখা নুরানী তা'লিমুল কুরআন মাদ্‌রাসা (আদর্শ ইসলামী কিন্ডার গার্টেন)। আরবী, বাংলা ও ইংরেজী মাধ্যমে এখানে যুগোপযোগী পাঠদান করা হয়। দু'শো ছাত্রের এ প্রতিষ্ঠানে চার জন অভিজ্ঞ শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষকগণ ইসলামী শিক্ষার মডেল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চান ইহাকে। তাদের ছাত্ররা কুরআন, হাদিস এবং ইংরেজী বাংলা ও তামাদ্দুনিক জ্ঞানে সমান অগ্রসর। হিফজখানা জামেয়ার সবচেয়ে পুরাতন শাখা। তত্ত্বধানে পঁয়তাল্লিশ জন কচি কাঁচা কুরআনুল কারীম হিফজ করে। জানা যায়, এ পর্যন্ত প্রায় চারশ' ছাত্র এখান থেকে ইতোমধ্যে হাফেজে কুরআন হয়েছেন। এতিমখানায় একশ বিশজন অনাথ ও দরিদ্র শিশু কিশোর রয়েছে। তাদেরকে হাসি খুশীময় পরিবেশে ইসলামী তালিম-তরবিয়ত দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে। বৈদেশিক সাহায্য, জামেয়া মার্কেটের আয়, দানবীর মুসলমান ভাইদের চাঁদা ও ছাত্রদের বেতন দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হয়। মসজিদভিত্তিক এ জামেয়াতুল ইসলামিয়া ওয়া দারুল ইয়াতামা এর পরিচালনা কমিটির সভাপতি আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মাওলানা মুফতি মামুনুর রশীদ। সেক্রেটারী মুহতারাম প্রিন্সিপাল। দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও শিরক-বিদআতমুক্ত সমাজ গঠনে এ মসজিদ ও জামেয়ার ভূমিকা অনন্য। আল্লমা হাফেজ তাজুল ইসলাম ১৯৪৪ সালে পটিয়া উপজেলার বিনিনাহারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম সুফী অলিউর রহমান তার পিতা। মাওলানা তাজুল ইসলাম পটিয়া জিরি মাদ্‌রাসায় পড়াশোনা করেন। তিনি ৪ বছরেই হিফজ শেষ করেন। হিফজ শেষ করে ইয়াছদাহুম জামায়াতে ভর্তি হয়ে ১৯৭০ সালে ফারেগ হন। প্রথম শ্রেনীতে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রী লাভ করেন তিনি। ক্বারী শেখ আহমদ আজিজীর তত্ত্বধানে তিনি ক্বেরাতুল কুরআনের উপর বছরব্যাপী বিশেষ কোর্স গ্রহণ করেন। মাওলানা সাহেবের কর্মজীবন ব্যবসা দিয়ে শুরু করলেও তিনি ১৯৭১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত উপরোল্লিখিত মসজিদ ও মাদ্‌রাসার পক্ষ থেকে দেশে বিদেশে দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি নিজ প্রচেষ্টায় শনের ছাউনী মসজিদ থেকে একটি অত্যাধুনিক ইসলামী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ১৯৭৫ সালে গড়ে উঠা এ কমপ্লেক্সে ইসলামী জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে আসছেন তিনি। তিনি পটিয়া মহিউস্ সুন্নাহ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা। আল জামেয়ালিল বানাত এর সভাপতি। হালিশহরে তিনি ফেনী, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার অনেক কাওমী মাদ্‌রাসার উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য। দাওয়াতী কাজে মাওলানা সাহেবের জুড়ি নেই। ওয়ায়েজ হিসেবে আলোচনা রাখার জন্য তিনি সৌদি আরব, পাকিস্তান, মাস্কট ও আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশ বহুবার সফর করেছেন।

সবচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় হল মাওলানা সাহেবের ছেলে মেয়ে আটজনই হাফেজে কুরআন। জামাতা দু'জনও হাফেজ। মাওলানার বড় মেয়ে হাফেজা বিবি হাফসা স্বামীসহ নিউইর্য়ক সিটিকে বসবাস করেন। তিনি সেখানে মহিলাদের মধ্যে তাবলীগে দ্বীনের কাজ করছেন। তার নিরলস প্রচেষ্টার ফলে সেখানে যথেষ্ট সাড়া পড়ে গেছে বলে জানা যায়। মাওলানা সাহেব ফিরোজ শাহ কলোনী এলাকায় বড় হুজুর নামেই পরিচিত। তিনি সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় অনাচার প্রতিরোধে খড়গহস্ত। কুরআন হাদীসের সহী জ্ঞান অর্জন করত ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তা বাস্তবায়নে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তাবলীগী কাজের অংশ হিসেবে তিনি অবসর পেলেই লিখতে বসেন। তার প্রকাশিত বইয়ের নাম হজ্বের সংক্ষিপ্ত আমল (১৯৯৮)।

সমাজে শিরক বিদআতের মহোৎসব চলছে। গন্ডমূর্খ পীর পুজারী মৌলবীরা তাদের খায়েশে নফসানির আলোকে শরীআতের ব্যাখ্যা করে চলেছে। এমতাবস্থায় কিভাবে শিরক বিদআত মুক্ত সমাজ গঠন করা যায় বলে আপনি মনে করেন। একজন উপযুক্ত আলেম প্রশাসনে গিয়ে নৈতিক অবক্ষয় রোধে

www.pathagar.com

ভূমিকা রাখতে পারেন। সে জন্য আলেমদের জাগাতে হবে, জাগাতে হবে দশকোটি মুসলমানদের। সংসদে পাঠাতে হবে মুফতি, মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিসদের।

চারদলীয় জোট-সরকার ইসলাম অনুসারে না চললেও ইসলামের বিরোধীতা করছে না। তারা ধর্মবিরোধী আইন রচনা করছে না। যদি তারা মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নয়ন করে, মসজিদের ইমামদের বেতন দেয় এবং প্রশাসনের সর্বস্তরে আলেম-ওলামার সম্পৃক্ততা নিয়ে আসে তাহলে তারা দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে। আমাদের প্রত্যাশা সরকার সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনে ইসলামী আইন প্রবর্তন করবে।

মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে আপনার নসিহত কি?

ঈমান মজবুত রাখা, শিরক বিদআতমুক্ত ইবাদত করা এবং কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করার জন্য আমি মুসল্লিদেরকে প্রায় সময় বলে থাকি। ঈমানই আসল। যার ঈমান আছে তার সব কিছু সফল হবে। দুনিয়ার অট্টালিকা থাকলেও যদি ঈমান না থাকে তাহলে সে চূড়ান্ত বাবে বিফল হবে। আর যার দ্বীন আছে দুনিয়ার কিছুই নেই সে-ই শ্রেষ্ঠ ধনী। ব্যাপক দাওয়াতী কাজ করতে হবে মুসল্লীদেরকে। শিরক বিদআত মারাত্মক পাপ। কুরআন-হাদীসে এর ভয়াবহতা ও কুফল সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা এসেছে। খতিবগণ মসজিদে বয়ান, মাহফিলে ওয়াজ এবং লেখালেখির মাধ্যমে শিরক-বিদআতের অপকারিতা জনসম্মুখে তুলে ধরতে পারেন। সমাজ সংস্কারের জন্য আলেমদেরকে সর্বসাধারণের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যেখানে যেখানে শিরক-বিদআতের অভয়ারণ্য। কতিপয় স্বার্থান্বেষী আলেম নতুন নতুন শিরক-বিদআতের লাইসেন্স দিচ্ছে। আর সাধারণ শিক্ষিত ধর্মপ্রিয় লোকজন দাবা খেলার গুটির মত ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমান সময়ে হক্কানী রব্বানী আলেমদের এক নম্বর দায়িত্ব শিরক-বিদআত ও কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গঠনে অহর্নিশ ভূমিকা রাখা।

আজানের আগে সালাতুসালাম ও জানাযার পরে দোয়া সম্পর্কে বলুন।

এ দু'টি কাজ নির্জলা বিদআত। রাসুল (সাঃ) সাহাবী, তাবী, তাবেতাবেঈ এবং ইমামদের সর্বোৎকৃষ্ট যুগে আজান দেয়া হত, জানাযা পড়া হত। অথচ সালাতুসালাম ও জানাযার পর মোনাজাতের কোন রীতি ছিল না। এগুলো নব্য আবিষ্কৃত রসম। এগুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমানে মক্কা মদীনাসহ দ্বীনের চর্চা কেন্দ্রসমূহের কোথাও কোন বিদআতের অস্তিত্ব নেই। এমন কি সালাতু সালামের পক্ষে সাফাই গায় এমন খতিবের মসজিদ জমিয়তুল ফালাহেও এ রসম নেই।

নৈতিক অবক্ষয়, সংস্কৃতির নামে পাশবিকতা ও নারী ক্ষমতায়নের যুক্তি খাটিয়ে বেহায়াপনার প্রসার চলছে। এ তেকে মুক্তির কোন পথ আছে কি?

আমরা মুসলমান। আমাদেরকে মরতে হবে রাব্বুল আলামীনের কাছে। তাই যাবতীয় শয়তানী কর্মকান্ড পরিহার করে কুরআন সুন্নাহর পথে ফিরে আসতে হবে। এতেই শান্তি, এতেই মুক্তি। রাসুল আকরাম (সাঃ) বিদায় ভাষনে তাই বলেছিলেন। প্রশাসনের আমাদেরকে ঢুকতে হবে। সে জন্য আধুনিক যোগ্যতা হাসিল করতে হবে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখতে হবে।

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস মসজিদ

খতীবঃ অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসউদ্দিন তালুকদার

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। উন্নয়ন অগ্রগতির একমাত্র শর্ত। সুষ্ঠুধারার রাজনীতি চর্চা, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, সামাজিক শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা, ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুশীলন ও সংস্কৃতিক স্বকীয়তাবোধ প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প নেই। মানুষ আমৃত্য পরিচালিত হয় শিক্ষার দর্শন অনুসারেই। অথচ আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেই। অন্তঃসারশূন্য গতিহীন। ১৮৩৫ সালে বৃটিশ ধূর্ত লর্ড মেকলে যে দ্বিমুখী শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল তা পিয়ন-কেরাণী তৈরীর জন্যেই। স্বাধীনতাকামী জাতি বিভক্তির অপকৌশল স্বরূপ। এটা উন্নত দেশ গড়ার অন্তরায়। ঘৃণা, বিদ্বেষ, অসন্তোষ ও অনৈক্যের মলীভুত করেন। দুষটি স্বাধীনতা লাভের পরও আজ অবধি মান্ধাতার আমলের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেনি। এটা জাতির বদনসীব। প্রচলিত সেক্যুলার এডুকেশন সিস্টেমে ধর্মীয় মূল্যবোধের জাগতি নেই। নেই নৈতিক আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। অথচ ইউরোপ আমেরিকার মত উন্নত দেশের সিলেবাসেও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীলতা প্রদর্শন করা হয়েছে। সত্য, সুশীল, নৈতিক ও প্রগতিশীল নাগারিক তৈরীর জন্যে দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, চেতনা ও সংস্কৃতির আলোকে বর্তমান সরকারকে নবগঠিত শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে একটি যুগোপযোগী একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসউদ্দিন তালুকদার। তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর কুরআনিক সাইয়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস মসজিদের সুযোগ্য খতিব। মসজিদটি ১৯৫৭ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আবাসিক ছাত্রদের নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তিন গন্ডা ভূমির উপর তৈরী করা এ মসজিদের দ্বিতল ভবনটি অনেকটা পুরোনো হয়ে গেছে। এখানে নিয়মিত মুসল্লী দু শয়ের কাছাকাছি। জুমার দিন ছ'শয়ের কম নয়। ছাত্রবাস তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ডাঃ আবুল বশর চৌধুরী মসজিদ কমিটির সভাপতি। সেক্রেটারী ছাত্রনেতা মহিম। মাওলানা হাফেজ আবদুর রহমান ইমাম ও হাফেজ আবদুল মতিন মুয়াজ্জিন। একটি মসজিদ স্বত্ত্বাগতভাবে স্বাধীন। সকল মুসলমান সব সময় সেখানে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতে পারেন। সেজন্যে

www.pathagar.com

মসজিদের সাথে আলাদা অজুখানা ও টয়লেট থাকা অতীব জরুরী। এখানে তা নেই বলে সাধারণ মুসল্লীদের সীমাহীন কষ্ট হয়। তারা এ সমস্যা সমাধানের জন্যে হোস্টেল প্রশাসনের জরুরী পদক্ষেপ কামনা করেছেন। এ মসজিদে পর্যাপ্ত বইয়ের একটি পাঠাগার রয়েছে ফজর, আছর ও এশার পর প্রায় সময় এখানে দ্বীনি আলোচনা হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় দিবসগুলো দ্বীনি অনুভূতি সহকারে পালিত হয় বলে জানা যায়। রমজান মাসে তাযকিয়ায়ে নাফসের জন্যে পক্ষকালব্যাপী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস উপলক্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষের আর্থিক সহযোগিতায় আয়োজিত ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত। সেখানে তারা কলেজ অধ্যাপকদের হাত থেকে বিভিন্ন পুরস্কার বাগিয়ে নেয়। মসজিদের খতিব সাহেব কুরআন-হাদিসের আলোকে হক কথা নিঃসংকোচে বলতে পারেন। প্রতি জুমায় আধুনিক ও ইসলামিক তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্য শুনতে পান বলে কয়েকজন নিয়মিত মুসল্লী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

১৯৬৭ সালে রাঙ্গুনিয়া উপজেলার হোসনাবাদ গ্রামে খতিব মাওলানা গিয়াসউদ্দিন তালুকদারের জন্ম। তার পিতা আলহাজ্ব মুসলিম উদ্দিন একজন স্বনামধন্য ডাক্তার। মাওলানা সাহেবের পুরো মাদরাসা জীবনই রাঙ্গুনিয়া আলমশাহপাড়া আলীয়া মাদরাসায় অতিবাহিত হয়। তিনি এখান থেকে আলীমে থার্ড ষ্ট্যান্ড করেছেন। কামিলে তফসীর গ্রুপ নিয়ে ফাষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনে সক্ষম হন। ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে মাষ্টার্স পরীক্ষায় পুনরায় ফাষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট হওয়া তার শানিত ছাত্রত্বে সত্যিই মনিকাঞ্চন যোগ। তিনি রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু বছর এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ এন্ড ইসলামিক কালচার বিষয়ে পড়াশোনার পর ১৯৯৩ সালে ফাইনাল পরীক্ষায় এ গ্রেড অধিকার করেন পর বছর এখান থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করে সাফল্যের সোনার হরিণ ছিনিয়ে নেন তিনি। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে এমফিল গবেষক। খতিব সাহেব কম সংগঠক নন। তিনি আলমশাহপাড়া আলীয়া মাদরাসা গভর্ণিং বডি, ইন্টারন্যাশনাল স্কুল চট্টগ্রাম এর নির্বাহী পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর সিন্ডিকেট সদস্য। আল-মাদানী হজ্ব কাফেলার উপদেষ্টাও তিনি। তিনি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করে বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত ও যুক্তরাজ্য অন্যতম। তার গবেষণামূলক অনেক রচনা রয়েছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আল কুরআন-এর অলৌকিকতা ও মহাগ্রন্থ আল কুরআন মহানবীর শ্রেষ্ঠ মুজিজা শিরোনামের প্রামাণ্য প্রবন্ধ দুখানা তার মধ্যে অন্যতম। ইসলাম ও আধুনিকতা বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে এবং বিটিভি ও সিটিভির ধর্মীয় প্রোগ্রামের উপস্থাপক ও আলোচক তিনি। আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে দখল রয়েছে তার। তিনি রাঙ্গুনিয়া তামাক চাষী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে একটি এবং রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। কর্মজীবনে তিনি আলমশাহ পাড়া মাদরাসার প্রধান মুফাসরি, IIUC এর আরবী ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিসেবে বহুদিন ধরে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি সনিষ্টচিত্তে উক্ত ভার্সিটির কুরআনিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান এবং চমেক হোস্টেল মসজিদের খতিব হিসেবে সপ্রাণে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

ভূমিকা রাখতে হবে। যুক্তি ও তথ্য সহকারে শিরকের অপকারিতা সম্পর্কে বুঝাতে হবে। মুসল্লীদের নিয়ে কুসংস্কার প্রচলনকারীদের বিরুদ্ধে মজবুত গণভিত্তি রচনা করতে হবে।

সমাজের নৈতিক অবক্ষয় চরম পর্যায়ে। তা প্রতিকারের কোন পথ খোলা আছে কি?

হ্যাঁ। দেশের ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া যদি অশালীন, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ প্রোগ্রামের স্থলে নৈতিক মান সম্পন্ন শিক্ষা ও গঠনমূলক কর্মসূচী প্রচার করে তবে সমাজে মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনা অসম্ভব নয়।

www.pathagar.com

বেকারত্বই সামাজিক অসুস্থতার জন্যে সিংহভাগ দায়ী দেশে ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে যুগোপযুগী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করলে বেকারত্ব ঘুচিয়ে নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা যেতে পারে। খতিব ও মুরব্বীগণ এ ব্যাপারে হেকমতের সাথে ভূমিকা রাখতে পারেন।

খতিব সাহেবের সাথে তার ভার্সিটি অফিস কক্ষে আরও যে সমস্ত বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ হয় তা পাঠকের সৌজন্যে পত্রস্থ করা হলঃ

দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে আলেমদের ভূমিকা কি রকম হওয়া চাই?

মানব জীবন ও সংস্কৃতি টাকার এপিট-ওপিট। মানবতার পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাই ইসলাম। ইসলামে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব আকাশ ছোঁয়া। তবু আলেমগণ এ ব্যাপারে একদম আলসে। তারা জাতির কাছে ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা তুলে ধরতে পারছেনা। অধ্যয়ন ও চর্চা করছেনা কুরআনী কালচারের। বরং কতিপয় মাওলানা বড় বড় ফতোয়া ঝাড়েন সুফী দরবেশ সেজে। সেই সুবাদে সর্বত্র আকাশ সংস্কৃতির সয়লাব। ধর্মদ্রোহী, নাস্তিক-মুরতাদদের তথ্য সন্ত্রাস তাতিয়ে উঠছে। ইসলাম নীরস কোন ধর্ম নয়। সজীব প্রাণবন্ত ও তৃষ্ণায় জলতুল্য। যারা ইসলামকে একগেঁয়ে ও সংকীর্ণ করে পেশ করে তারা ধার্মিক নয় বক ধার্মিক। আগেকার জমানার চেয়ে এখন সেইসব ধর্মান্ধের প্রাদূর্ভাব অনেক কমে আসছে। ইসলামের সাংস্কৃতিক রূপরেখা, কাঠামো-অবকাঠামো, গুরুত্ব-প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞানার্জনের জন্যে আলেমদের ডঃ ইউসুফ কারজাভী ও মাওলানা মওদুদীর এতদসংক্রান্ত বইগুলো অধ্যয়ন করা উচিত বলে মনে করি।

সমাজে শিরক-বিদআত হাঁটু গেড়ে বসেছে। তা থেকে লোকদেরকে কিভাবে বিরত রাখা যায় বলবেন কি?

সবখানে শিরকের বিস্তার সীমাহীন। ভন্ডপীরের দরবারে এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। বানরের কাছে গণনা করা, কচ্ছপের কাছে ছেলে চাওয়া, জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস ভাবা, সংসদে ঢুকতে মাথা নোয়ানো, পীর-বুযুর্গের জন্যে মনপ্রাণ সপে দেয়া প্রভৃতি কুসংস্কারগুলো সুস্পষ্ট শিরক। এসব থেকে জনসমাজকে বাঁচানোর জন্যে খতিবদের জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

www.pathagar.com

হালিশহর এল ব্লক মসজিদ

খতীবঃ অধ্যাপক মাওলানা মনিরুল ইসলাম রফিক

মুসলমানগণ আল্লাহ তাম্বয়ালার খলিফা বা প্রতিনিধি। তাবৎ জনগোষ্ঠীকে আল্লাহর পথে পরিচালনার দায়িত্ব মুসলমানদের। আজ তামাম উম্মতের মাঝে নেতৃত্ব শূণ্যতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। যতদূর যোগ্য নেতৃত্ব রয়েছে তাতেও মহল বিশেষের অযথা অপপ্রচারণা। বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি মুসলিম জাতিসত্ত্বাকে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে। মুসলমানরাও গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে বোকার মত। দ্বীনের জমিনে চৈত্রের খরা। সংস্কারক ও সংগঠক আলিমের বড়ই অভাব। আলিমদেরকে ইসলামিক ও আধুনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে শিরক-বিদআতে কুসংস্কারচ্ছন্ন সমাজে বিপ্লব আনতে হবে। কোন আলিমের উচিত নয় সাধারণ মানুষের মত ছোটখাট স্বার্থে অহেতুক কাজে জড়িয়ে পড়া। দেশের মানুষ আলম সমাজকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। তাদের কথা মেনে চলে। অপসংস্কৃতির উত্তাল জোয়ারে ভেসে যাওয়া সমাজকে সংশোধন করার জন্যে আলিমদেরকে অদম্য আগ্রহ ও আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। হক কথা বলার জন্যে আলিম ও ইমামদের রয়েছে মিম্বর মিহরাব নামের রেডিমেড ষ্টেজ। একটি সভ্য, সুশীল ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে নিবেদিত মনে কাজ করাই বর্তমান সময়ের দাবী। কথাগুলো বলেছেন নগরীর অভিজাত আবাসিক এলাকা হালিশহর এল ব্লক জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিব মাওলানা মনিরুল ইসলাম রফিক।

হালিশহর এল ব্লক আবাসিক এলাকা রাজধানীর বিখ্যাত গুলশান-বনানীর চেয়ে কম অভিজাত নয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সুন্দর পরিবেশ এ এলাকার গুরুত্ব অনেকদুর বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রায় ১৬ বছর পূর্বে ১৯৮৬ সালে ধর্মপ্রাণ এলাকাবাসীর নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

জনাব আবুল কাশেম ছিলেন এ মসজিদের প্রথম সভাপতি। তখন এ মসজিদটি ছিল শনের ছাউনী বিশিষ্ট। ৯১ এর ঘূর্ণিঝড়ে তাও বিধ্বস্ত হলে আবার সোসাইটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সাহায্য করে এ

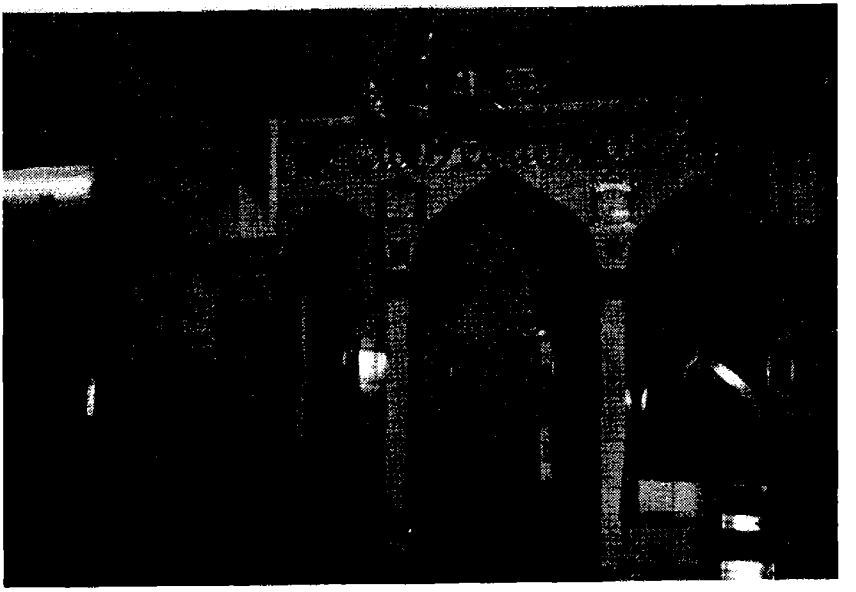

www.pathagar.com

মসজিদ টিন সেডে নির্মাণ করেন।

মুসল্লীদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, কুয়েতের ছেহাম হাজ্জী নাম্মী একজন ধনাঢ্য মহিলার আর্থিক সহযোগিতায় আজকের সুরম্য মসজিদটি গড়ে উঠে। মসজিদটি ভাস্কর্য শিল্পে মন মাতানো। তিনতলা বিশিষ্ট এ মসজিদের ভেতরের কারুকার্য সত্যিই নান্দনিক। মসজিদ এলাকার আয়তন ১৫ গণ্ডা। এখানে রয়েছে একটি ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা ও হিফজখানা। কুরআন তিলাওয়াতের মিহিন সুরে সকাল বেলায় মসজিদ এলাকা সরগরম থাকে। হাফেজ এম জসিমউদ্দিন হেফজখানার শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। মসজিদের অজুখানা ও বাথরুম সব সময় পরিচ্ছন্ন থাকে বলে জানা যায়।

বর্তমানে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরুল আলম ভুঁইয়া। এ পদে থেকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে মসজিদের খিদমত করে যাচ্ছেন। মসজিদ সংলগ্ন হিফজখানাটি তারই পরিচালনায় চলতে থাকে। তার এক মরহুমা কন্যা জেসমিন আক্তার এর স্মৃতিতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ মসজিদের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছেন জনাব আলহাজ্ব মোজাম্মেল হোসেন।

এলাকাবাসী এ মসজিদ এতোটুকু উন্নত হওয়ার পেছনে যাদের অবদানের কথা পঞ্চমুখে স্বীকার করেন তারা হলেন; মরহুম ডাঃ সোহরাব, মরহুম আবদুল হাকিম, মরহুম আবদুল হালিম, মরহুম আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম ও আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল হক। হাফেজ মোহাম্মদ ইবরাহীম খলিল ও ক্বারী খলিলুর রহমান মসজিদে মুয়াজ্জিনের দায়িত্বে রয়েছেন। এখানে প্রায় চার/পাঁচশ মুসল্লী পানজাগানা নামাজে হাজির হন। জুমার নামাযে দেড় হাজার থেকে দুস্বহাজার মুসল্লীর সমাগম ঘটে।

ইমাম মুয়াজ্জিনের জন্যে পৃথক বাসভবন সুবিধা হল এ মসজিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রতি জুমায় প্রচুর আলিম-ওলামা জমায়েত হয় এখানে। এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় বছরের বিভিন্ন ধর্মীয় দিবসগুলো খুব জাঁকজমকের সাথে উদযাপন করা হয়। যুব সমাজের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন, শরীয়া মোতাবেক সমাজ গঠন ও সর্বস্তরের জনগণের মাঝে দ্বীনি অনুভূতি তৈরীতে এ মসজিদের ভূমিকা অনন্য। শিশু-কোশার ও তরুণরা দিন দিন মসজিদমুখো হচ্ছে। মুসল্লীদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি মসজিদ কর্তৃপক্ষ সব সময় লক্ষ্য রাখেন। সামাজিক ও চলমান বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খতিব সাহেবের তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ বক্তব্য মুসল্লী সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ বলে কয়েকজন নিয়মিত মুসল্লী জানিয়েছেন।

মসজিদের খতিব মাওলানা মনিরুল ইসলাম রফিক ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালীতে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা জাকির হোসাইন। ছোটকালেই তিনি পিতামাতাকে হারান। পরম স্নেহ-আদর ও কঠোর শাসনে তিনি বড় হতে থাকেন মাতুলালয়ে। বোয়ালখালী জৈষ্ট্যপুরা ইসলামিয়া হামেদিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় তাঁর পড়াশোনার হাতেখড়ি। সেখান থেকে তিনি চন্দ্রঘোনা তৈয়্যবিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল পাশ করেন। তিনি ফিকাহ্ গ্রুপে ফার্স্ট ক্লাশ সেকেন্ড হয়ে কামিল পাশ করেন রাঙ্গুনিয়া আলমশাহ পাড়া আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে। ১৯৯৬ সালে ইসলামিক স্টাডিজ নিয়ে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্ট ক্লাশ ফোর্থ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে মাষ্টার্স নেন। বর্তমানে তিনি উচ্চতর গবেষণা কাজে রত আছেন। তিনি উন্মেষে'র উদ্যোগে আয়োজিত বাংলা ভাষা উপস্থাপনা কোর্স, রাবেতা আলেম আল ইসলামিয়াস্থর 'দাওয়াতে দ্বীনের উপর' অনুষ্ঠিত কর্মশালা এবং চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ধর্মীয় শিক্ষা উপস্থাপনার উপর কোর্স করেছেন।

ছোটকাল থেকে তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তিনি বোয়ালখালী প্রেসক্লাব, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম মহানগরী মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা ও বাংলাদেশ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন

www.pathagar.com

করেছেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি রাঙ্গুনিয়া আলমশাহ পাড়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় কিছুদিন প্রভাষক পদে শিক্ষকতা করেছেন। অধুনালুপ্ত দৈনিক ঈশান পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করার সুযোগ হয়েছিল তার। ১৯৮৬ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রামের বহুল প্রচারিত দৈনিক পূর্বকোণে নিয়মিত কলামিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়া ইনকিলাব, জনকণ্ঠ, বাংলার বাণী, ইত্তেফাক সহ দেশের শীর্ষ দৈনিকগুলোতে তিনি অনিয়মিত কলাম লিখেন, বিদেশী জার্নালেও তার গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি চট্টগ্রাম নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজেও শিক্ষকতা করেন এবং পাশাপাশি চট্টগ্রাম রেডিও এবং টিভিতে ইসলামিক প্রোগ্রামের আলোচক ও উপস্থাপক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

দুই বছর পূর্ব থেকে তিনি উপরোক্ত মসজিদে খুব খুলছিয়্যাতের সাথে খতীবের মত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি দায়িত্ব আনজাম দিয়ে আসছেন। সাথে সাথে তিনি চট্টগ্রামে একটি কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্বও পালন করছেন। "মুসলমানদের বার্ষিক দিবস ও উৎসব (১৯৯৯) মাওলানা সাহেবের একটি সুধী মহলে সাড়া জাগানো প্রকাশনা। তাছাড়া ধর্মীয় ও শিশু কিশোরদের উপযোগী তার আরও পাঁচটি পান্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

খতিব সাহেবের সাথে আরও যে সমস্ত বিষয়ে আলাপ হয় তা পাঠকের সৌজন্যে পত্রস্থ করা হল।

অনুসন্ধানঃ আমাদের যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় চরম পর্যায়ে। তাদের চরিত্রকে সমুন্নত করতে হলে কি উপায় অবলম্বন করতে হবে বলে মনে করেন?

খতীবঃ দেশের যুব সমাজের নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের একমাত্র কারণ আকাশ সংস্কৃতির অবাধ সয়লাব। বৃটিশ প্রবর্তিত সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন ছাত্র কখনো আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠির বিশ্বাস ও সংস্কৃতির আলোকে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করলে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিকল্প চ্যানেল গড়ে তুললে আশা করা যায় যুব সমাজ তাদের নৈতিক চরিত্র ফিরে পাবে।

অনুসন্ধানঃ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে আলেমদের ভূমিকা কি রকম থাকা চাই?

খতীবঃ আলিম সমাজ যে কয়েকটি বিষয় গাফেল তন্মধ্যে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কথাই বলা যায়। বাবুল ইসলাম বা ইসলামের প্রবেশ দ্বার নামে খ্যাত চট্টগ্রামে উচুঁ দরের আলিম কম নেই। তারা খুব জজবা নিয়ে বক্তব্যও রাখতে পারেন। তবে তাদেরকে কোন ব্যাপারে লিখতে বলা হলে সময় না থাকার অজুহাত পেশ করেন। লিখতে গেলে যেমনি প্রচুর পড়তে হয়, তেমনি সবকিছু ভাবতেও হয়। তাই তারা অবহেলা ও আলসেমি করে এ বিষয় এড়িয়ে যান।

পরিশেষে আমরা খতীব মাওলানা মনিরুল ইসলাম রফিকের মাধ্যমে দ্বীনের আরো বড় বড় খিদমত কামনা করছি।

www.pathagar.com

বায়তুশ শরফ কেন্দ্রীয় মসজিদ

খতিবঃ আল্লামা মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম

সর্বত্র মানবতা বিপর্যস্ত। শান্তি চাদর ঢাকা। হতাশার অন্ত্যমিলে সমাজটাই অস্থির। অশান্তির দাবানলে দাউ দাউ চারপাশ। স্বস্থির নিশ্বাস পেতে মানুষ মাতোয়ারা। জীবনযাত্রার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষময় অস্থিরতার মূল কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেন। প্রকৃতপক্ষে মানবতা শান্তির নাগাল না পাওয়ার মৌলিক কারণ হক্কানী রব্বানী পীর-বুজুর্গের ছুহবত থেকে বিরত থাকা। এ সম্পর্কে আল্লামা জালালউদ্দিন রুমী বলেন, "খাস অলি বুজুর্গ ও আলেম-ওলামার সংস্পর্শে না আসার কারণে মানুষ আজ গোমরাহীতে লিপ্ত। তাদের তা'লিম তরবিয়ত বিশ্বাস না করা এবং নির্জলা চিন্তাধারাকে নিজেদের চিন্তা- চেতনার মত মনে করার ফলেই সবার এ দুর্দশা যাবতীয় পার্থিব জঞ্জাল ও চিকচিক মরিচীকায় বিভ্রান্ত না হয়ে ইহপরকালিন মুক্তির জন্যে সবাইকে অলি-বুজুর্গদের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। নির্মাণ করতে হবে ঈমানী জিন্দেগীর অপূর্ব ইমারত।

কথাগুলো বলেছেন, নগরীর ধনিয়াল পাড়াস্থ মসজিদ বায়তুশ শরফ-এর খতিব আল্লামা শাহ নুরুল ইসলাম। মসজিদটি ১৯৬৮ সালে কুতুবুল আলম শাহছুফি মাওলানা হযরত মীর মোহাম্মদ আখতার (রঃ) প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতল ভবনে নির্মিত এ মসজিদের আয়তন ২৯২০ বর্গফুট। সম্প্রতি এটি আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে। এখানে পানজাগানা নামাজে মুসল্লী দেড় হাজার পর্যন্ত হতে পারে। জুমায় উপরে-নীচে ও চত্বরে চার হাজার ছাড়িয়ে যাবেই। আলহাজ্ব

www.pathagar.com

আবদুল গাফফার ও হাফেজ আবুল বশর মসজিদের নিয়মিত মুয়াজ্জিন। মসজিদের পাশেই রয়েছে একটি ছোট্ট বাগান। বাগানের মধ্যভাগে শায়িত আছেন মরহুম হুজুর কেবলা মাওলানা আবদুল জব্বার (রঃ)। পীর ছাহেবের কবর জেয়ারতের জন্যে প্রত্যেহ প্রচুর মুরীদান এখানে জমায়েত হন। শ্যাওলার মত ভাসমান মাজার নগরী চট্টগ্রামে কেবলমাত্র বায়তুশ শরফের এই মাজারই শিরক-বিদআতমুক্ত। পুরোপুরি পবিত্র। এ মসজিদকে কেন্দ্র করে রয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত পিচ্চি পোলাপানদের ফোরকানিয়া। ২০০ ছাত্রের এ ফোরকানিয়ায় পাঠ দান করেন হাফেজ আবুল বশর ও মাওলানা রফিক। মসজিদটিকে বায়তুশ শরফের কেন্দ্রীয় আধ্যাত্মিক পাঠশালা বললেও অত্যুক্তি হবেনা। এখানে তসাউফের তালিম-তরবিয়ত ও তরিক্বতের বিভিন্ন দিকের উপর বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত যিকিরের তা'লিম ও হেদায়েতের ওয়াজ হয় এখানে। শবে কদর, শবে বরাত, শবে মে'রাজ, মহররম দিবস প্রভৃতি উপলক্ষে এখানে অনুষ্ঠানমালা হাতে নেয়া হয়। তাছাড়া ৬ রজব খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীর ইসালে সওয়াব মাহফিল ও জিলহজ্ব মাসের প্রথম সপ্তাহে মরহুম হুজুর কেবলা ও পীর ছাহেব কেবলার ওফাত বার্ষিকী পালিত হয়। মসজিদের সুউচ্চ গম্বুজটি নগরবাসীর নিকট বায়তুশ শরফের অবস্থান জানান দেয়। টাইলস পাথরে নির্মিত এর নির্মাণ শিল্প অপরূপ। আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ কর্তৃক এ মসজিদ পরিচালিত হয়। বায়তুশ শরফের রূপকার মরহুম আল্লামা শাহ আবদুল জব্বারের প্রথম জামাতা মাওলানা নুরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫২ সালে। তার পিতা মাওলানা আবদুর রশিদ ছিলেন একজন তরিক্বতের অভিজ্ঞ আলেম। লোহাগাড়া থানার কুমিরাঘোনা গ্রামে খতিব সাহেবের জন্ম। স্থানীয় আখতারুল উলুম মাদরাসায় তিনি প্রাথমিক পড়াশোনা চুকিয়ে নেন। অতপর কয়েক বছর চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদারাসায় অধ্যয়ন করে তিনি ভর্তি হন ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদরাসায়। এখানে তিনি মেধা তালিকায় দাখিলে সপ্তদশ আলিমে তৃতীয় এবং ফাজিলে চতুর্থ স্থান অর্জন করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি হাদিস গ্রুপ নিয়ে প্রথম শ্রেনীতে কামিল পাশ করেন। কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘ এগার বছর কুমিরাঘোনস্থ আখতারুল উলুম মাদরাসার প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিনি বায়তুশ শরফ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। পিতার মত তিনিও বায়তুশ শরফের যিকির-আযকার ও তরিক্বতের প্রোগ্রামগুলো পরিচালনা করেন। সাংগঠিনক জীবনে তিনি আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ এর সহ সভাপতি(ত্বরিকত)। মজলিসুল ওলামা ও জাতীয় ইমাম সমিতি ডবলমুরিং থানা শাখার সভাপতি তিনি। তিনি রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠানাদির মহাপরিচালকের দায়িত্ব আনজাম দেন খুব নিষ্ঠার সাথে।

খতিব মাওলানা নুরুল ইসলামের সাথে যে সমস্ত বিষয়ে একান্ত আলাপ হয় তার কিয়দংশ পাঠকের সৌজন্যে প্রদত্ত হলঃ

অনুসন্ধানঃ আনজুমানে ইত্তেহাদ একামতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে কি কি কাজ করছে জানাবেন কি?

খতিবঃ ইত্তেহাদের সকল তৎপরতাইতো এক্বামতে দ্বীনের জন্যে। ইত্তেহাদ প্রকাশ্যে আন্দোলন করে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা না রাখলেও মসজিদভিত্তিক ইসালে ছাওয়াব মাহফিল, বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, দান-সদকা সর্বোপরি নানা রকম সেবামূলক তৎপরতার মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের কাজ করছে। মসজিদ -মাদরাসা-এতিমখানা-হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে

www.pathagar.com

ইত্তেহাদের ভূমিকা অনন্য। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রকাশ্যে যারা ইসলামী আন্দোলনরত হুজুর কেবলা তাদেরকে সব সময় সহযোগিতা করতেন। বর্তমানে আমরাও সেই ধারা অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করি।

অনুসন্ধানঃ দেশে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে দিন দিন। নারীরা যেমনি বেপরোয়া হয়ে পড়ছে তেমনি সময় অসময়ে লাঞ্ছিতও হচ্ছে। এ নিয়ে আপনার কি ভাবনা?

খতিবঃ নারীর অবাধ ক্ষমতায়ন কিয়ামতের আলামত। এটি ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। নারীরা সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল প্রকৃতির। তারা অসুস্থও থাকে মাঝে মাঝে। তাছাড়া শয়তান তাদেরকে সহজে কাবু করতে পারে। তাদের হাতে কাওমের নেতৃত্ব চলে গেলে শান্তি ও উন্নতির আশা আইওয়াশ মাত্র। নারীর ক্ষমতায়ন, প্রদর্শন, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সমাজের সকল অপকর্মের মূল কারণ। পর্দাই নারী মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি। পর্দা পালনের ফলে নারী সমাজ ইহ-পরকালে সম্মানিত হয়।

অনুসন্ধানঃ জুলুস, মিলাদ, উরস প্রভৃতি নিয়ে যে লাখ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে সে সম্পর্কে আপনার কি মতামত?

খতিবঃ আসলে পীর-বুজুর্গকে কেন্দ্র করে শরীয়তে বেশ বাড়াবাড়ি হচ্ছে। উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদিতে যারা টাকা দিচ্ছে তারা মনের বিশ্বাস ও ভক্তি অনুসারে দিচ্ছে। কিন্তু এসব পরিচালনাকারী স্বার্থান্বেষী মহল খায়েসে নাফসানিকে প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছেতাই করছে। এদের শরীয়তের ইলম নেই। যারা দান করছে তাদেরও সঠিক সমঝ নেই। ফলে ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে সবাই।

অনুসন্ধানঃ মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে আপনার হেদায়তী বক্তব্য কি?

খতিবঃ নিয়মিত নামাজ পড়ে পার্থিব লেনদেনে মিথ্যে, চুরি, জুলুম ছাড়তে না পারলে ঐ নামাজ অন্তঃসারশূণ্য। কুরআন-হাদিসের জ্ঞানার্জন করে তদানুযায়ী আমল করলে মুসল্লীদের জীবন সর্বক্ষেত্রে সফল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

www.pathagar.com

বায়তুল হাকিম জামে মসজিদ

মাওলানা আবু হানিফা মুহাম্মদ নোমান

বায়তুল হাকিম জামে মসজিদখানা নগরীর হালিশহর কে, ব্লক হাউজিং এষ্টেটে অবস্থিত। বর্তমান মসজিদ কমিটির সহ-সভাপতি প্রবীণ সমাজ সেবক আলহাজ্ব সুলতান আহমদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে এতদঞ্চলের লোকজনের পাঁচঅক্ত নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে মফজল কেরানী নামক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এলাকার কয়েকজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির উদ্যোগে ১৯৭৭ সালে এ মসজিদ সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয়। নতুন করে গড়ে তোলা বিশাল ভবনের উদ্বোধন করেন আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের তৎকালীন খতীব আওলাদে রসুল মরহুম আল্লামা সাইয়্যেদ আবদুল আহাদ আল মাদানী (রাহঃ)। জামাত ও গর জামাতে মসজিদের নিয়মিত মুসল্লী পাঁচশো হলেও জুমার দিন এখানে তিন হাজার ছাড়িয়ে যায়। মসজিদ এলাকার আয়তন প্রায় দশকাঠা, কমিটি সিষ্টেমে পরিচালিত হয় এ মসজিদ। আলহাজ্ব ক্যাপ্টেন এনায়াতুচ ছোবহান কমিটির বর্তমান সভাপতি। সেক্রেটারী আলহাজ্ব আলতাফ হোসেন। মসজিদের সঠিক উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে মরহুম হাজী নুরুল হক, হাজী এ,টি,এম. হক, আলহাজ্ব সাইদুর রহমান, অধ্যাপক এম.এ মতিন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ মসজিদের মুয়াজ্জিনের দায়িত্বে রয়েছেন হাফেজ জামাল উদ্দীন ও হাফেজ ছলিমুল্লাহ। ক্বারী জয়নাল আবেদীন খাদেম। ১৯৯৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত মাওলানা আবু হানিফা মুহাম্মদ নোমান সাহেব মসজিদের ইমাম ও খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি কুরআন হাদিসের আলোকে স্বরচিত খুৎবা পরিবেশন করেন। এ খুৎবা শোনার জন্য জুমাবারে প্রচুর আলেম-ওলামা ও ধর্মভীরু মুসল্লীর সমাগম ঘটে। মসজিদে দিন দিন মুসল্লী বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে মসজিদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বর্গের সাথে মুসল্লীদের দ্বীনি সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা ও ইসলামী পাঠাগার গড়ে উঠেছে। কচি কাঁচা ছেলেমেয়েদের মাঝে ইসলামী জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে এ ফোরকানিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে দ্বীনি অনুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্য এ মসজিদে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়।

খতীব মাওলানা আবু হানিফ মুহাম্মদ নোমানের জন্ম ১৯৬২ সালে পটুয়াখালী জেলার গাবুয়া গ্রামে। তার পিতার নাম মুহাম্মদ আবদুল হাকিম। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর স্থানীয় পুকুরজানা সিনিয়র মাদ্‌রাসায় তিন বছর পড়াশোনা করে হাটহাজারী মেখল হামিউচ্ছুন্নাহ মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে উর্দূ, ফার্সি ও আরবীতে দখল নেয়ার পর হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম, পটিয়া জিরি ও সর্বশেষ জামেয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া মাদ্‌রাসা থেকে তিনি প্রথম শ্রেণীতে ৪র্থ হয়ে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন। তিনি ফিক্‌হ ও হাদিস গ্রুপে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন। ফিক্‌হে তিনি ফার্ষ্টক্লাস থার্ড হন। ২০০১ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এ ফাইনাল পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়ে কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন। কর্মজীবনে তিনি ফেনী ও ফরিদপুর জেলার দুষ্টটি মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার পর রাঙ্গুনিয়া আলমশাহ পড়ে আলীয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব

www.pathagar.com

আনজাম দেন।

১৯৯৫ সাল থেকে নগরীর কাট্টলী জাকেরুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসায় কর্মরত আছেন তিনি। সিটিভিতে মাঝে মাঝে এবং রেড়িও বাংলাদেশ চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিয়মিত প্রোগ্রাম নেন তিনি। আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থা আই আই আরও এর মুবাল্লিগ হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বৃহত্তর হালিশহর ইমাম কল্যাণ ট্রাস্টের আহবায়ক। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বাংলাদেশ এর শিক্ষা ও গাবেষণা সম্পাদক। বাংলাদেশ মসজিদ মিশন চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও হালিশহর থানা সভাপতি। মুফাসসিরে কুরআন ও ওয়ায়েজ হিসেবে তার যথেষ্ট পরিচিতি রয়েছে। তার মাহফিলে তকরির শোনার জন্য প্রচুর ধর্মপ্রাণ লোকের সমাগম ঘটে। তিনি দুইটি বই লিখেছেন। তন্মধ্যে সিলাহল মুম্বমিন বা মুম্বমিনের হাতিয়ার বইখানা পাঠক মহলে সমাদৃত। সালাত, সীরাত ও মহিলা বিষয়ক তার তিনটি বই প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মুখপত্র মাসিক জুমাবারে আপনার জিজ্ঞাসার জবাব কলামের নিয়মিত লেখক।

খতীব সাহেবের সাথে একান্ত আলাপ চারিতাঃ

অনুসন্ধানঃ একামতে দ্বীনের ক্ষেত্রে একজন খতীব কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারেন বলে মনে করেন?

খতীবঃ একজন খতীব তার তকরিরের মাধ্যমে এক্বামতে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কুরআন-হাদিসের আলোকে মুসল্লীদের নিকট সঠিক বক্তব্য তুলে ধরবেন। বস্তুবাদী সভ্যতার ব্যর্থতার যুগে ইসলামের অনিবার্য বাস্তবতার কথা ফুটিয়ে তুলতে হবে। এখানে একটি সুযোগ রয়েছে যে, সর্বস্তরের মুসল্লী তথা যারা বাইরে কোন মাহফিলে যান না তারাও জুমায় হাজির হন। ফলে খতীব সৎ সাহসে সবার কাছে যুক্তি তথ্যসহ একামতে দ্বীনের ফরজিয়্যত বর্ণনা করতে পারেন। অবশ্য, খতীব নিজেও দ্বীন কায়েমে তৎপর ভূমিকা রাখবেন।

আদর্শিক আমলী জিন্দেগী ও দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে মুসল্লীদেরকে দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করলে বেশ সুফল পাওয়া যাবে।

অনুসন্ধানঃ যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি। এর প্রতিকারের উপায় কি?

খতীবঃ ইসলামে যৌতুকের স্থান নেই। ইসলাম ধর্মে নারীদেরকে অর্থনৈতিক অধিকার পুরোপুরিভাবে দেয়া হয়েছে। সে ধর্মেই যৌতুক প্রযোজ্য হতে পারে যেখানে নারী সমাজকে সকল ধরনের অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি সরকারিভাবে আরও কঠোর আইন করে এ জঘন্য কুপ্রথা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব।

অনুসন্ধানঃ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে আলেমদের কি ধরনের ভূমিকা রাখা চাই?

খতীবঃ আমাদের পুরো জীবনের সকল কিছুই সংস্কৃতি। কুরআন-হাদিসের আলোকে জীবন গড়লে এবং সমাজে এর প্রতিফলন ঘটালে ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ দেখা যাবে। ইসলামকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ব্যাপক হারে দাওয়াতী কাজ করতে হবে। ইসলামী সাহিত্য রচনাই দাওয়াতী কাজের উত্তম মাধ্যম। সৌন্দয্যই শিল্প। যা কিছু ভিন্ন ধর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না তা চর্চা করতে ইসলামে নিষেধ নেই। এ সমস্ত বিষয়ে আলেম সমাজ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তাদেরকে সভ্যতা ও সমাজ নির্মাণে এগিয়ে আসতে হবে।

www.pathagar.com

বাটালী হিল মসজিদ

খতীবঃ অধ্যাপক মাওলানা আবদুর রহমান আল মাদানী

কুচক্রীমহল বলে, ইসলামী ব্যাংক-বীমা ও সাধারণ ব্যাংক বীমার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কারো পরিভাষা সুদ, কারো পরিভাষা লাভ। আসলে দুটোই এক জিনিস। কোনো মুসলমানের মুখে এ ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য কখনো শোভা পায় না। ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা থাকলেও কেউ এ ধরনের ভিত্তিহীন মন্তব্য করতে পারেন না। মহোদয়ের কুরআন হাদিস অধ্যয়ন সম্পর্কে আমার সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। এ কথা সত্য যে, বিবাহিত নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং অবিবাহিত নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা কখনো সমান না। প্রথমটিতে সাওয়াব দ্বিতীয়টিতে গুনাহ। এই দুই মেলামেশার মাঝখানে একটি সাক্ষ্য সমেত চুক্তি রয়েছে বলে উভয়ে মিলনে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। ঠিক তেমনি লাভ ও সুদ এক জিনিস নয়। শরীয়তের কতগুলো সুনির্দিষ্ট চুক্তির আলোকে ইসলামী অর্থ প্রতিষ্ঠানে লাভ নির্ধারিত হয়। আর তা তদারক করে দেশের বাছাই করা আলেমদের নিয়ে গঠিত শরীয়া বোর্ড। কিন্তু সুদ গরীব মারার হাতিয়ার। যাতে জোর-জবরদস্তি ও প্রতারণা রয়েছে পাহাড় পরিমাণ। সারাবিশ্বে ইসলামী শরীয়তের আলোকে ১৩০ এর বেশী অর্থ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেগুলো প্রচলিত ব্যাংক-বীমা থেকে সবচেয়ে গতিশীল বলে প্রমাণিত। যারা অবিবেচক ও বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তাতে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। অবিলম্বে তার এ অযৌক্তিক কটাক্ষ প্রত্যাহার করে নিতে হবে। নচেৎ ইসলামী মূল্যবোধ বিশ্বাসী সরকারের প্রতি জনগণ ক্ষেপে যাবে।

কথাগুলো বলেছেন অধ্যাপক মাওলানা আবদুর রহমান আল মাদানী। তিনি নগরীর টাইগারপাস বাটালীহিলস্থ পিডব্লিউডি মসজিদের সুযোগ্য খতিব।

মসজিদটি ১৯৮৩ সালে রেলওয়ে ও পিডব্লিউডির তৎকালীন স্থানীয় কর্মকর্তাগণ তাদের পাঁচবেলা নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। ২০ শতক এলাকা জুড়ে অবস্থিত এ মসজিদে পানজাগানা নামাজে মুসল্লী শতাধিক সংখ্যক হলেও জুমায় পাঁচ শয়ের কম হয় না। আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইব্রাহিম মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি। সেক্রেটারী আশরাফ আলী বাবু। এখানে মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি ফ্রি ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা রয়েছে। যেখানে ৫০জন ছাত্রছাত্রী দ্বীনি তালিম অর্জনের সুযোগ পায় বলে জানা যায়। মাওলানা মোহাম্মদউল্লাহ মসজিদের নিয়মিত ইমাম। কমিটির লোকদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, ভবিষ্যতে মসজিদ ভবনকে তিনতলায় উন্নীত করে একটি হিফজখানা খোলা হবে। এ মসজিদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এটি সম্পূর্ণ শিরক-বিদআতমুক্ত আদর্শ মসজিদ। কুরআন-হাদিসের আলোকে হক কথা এখানে জোর গলায় বলা যায়। এলাকায় দ্বীনি প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে এ মসজিদের অবদান স্বীকার্য।

খতিব মাওলানা আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন ১৯৭১ সালে বাগেরহাট জেলায়। তার পিতা

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবুল হোসাইন একজন ধর্মপ্রাণ লোক। মাওলানা সাহেব স্থানীয় মাদরাসা থেকে ১৯৮৫ সালে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে দাখিল পাশ করেন। তিনি আলিমেও ফাস্ট স্ট্যান্ড করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ফাজিলে সেকেন্ড স্ট্যান্ড এবং ১৯৯১ সালে কামিল হাদিস গ্রুপ থেকে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হওয়ার বিরল সাফল্য অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে বিএ অনার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি তাফসীর গ্রুপ থেকে পুনরায় কামিলে ফাস্ট ক্লাস হয় সোনালী ঐতিহ্য রক্ষা করে। ১৯৯৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্সে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হওয়া তার রেজাল্ট জীবনের রাজযোটক। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষক বর্ণাঢ্য জীবনে তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পারফমার, আর্টিস্ট ও CALFI প্রোগ্রামের শিক্ষক ছিলেন। রেডিও, টিভিতেই তাকে এ দায়িত্ব পালন করতে হত। তিনি দেশের স্বনামধন্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা তমিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসায় দীর্ঘদিন মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। মাওলানা সাহেব একজন নামজাদা মুফাসসিরে কোরআন। তিনি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের BA/BSS প্রোগ্রামের টেক্সট বুকের লিখক। বিভিন্ন দৈনিক ও ম্যাগাজিনে তার প্রচুর গল্প, প্রবন্ধ ও অনুবাদ কর্ম প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সীরাত বিশ্বকোষের একজন লেখকও তিনি। আরবী, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় তার যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে। খতিব সাহেব ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারসহ কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও মালয়েশিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ স্কলারশীপ অর্জনে ধন্য হন। তাছাড়া কামিলে ডাবল ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হওয়ার জন্যে ডঃ সুলতান ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে মেধা পুরস্কারে ভূষিত করা হয় তাকে। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর কুরানিক সাইয়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের লেকচারার ও এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ ইনষ্টিটিউটের ডাইরেক্টর। তিনি পিএইচডি নেয়ার জন্যে ইষ্ট লন্ডন থেকে সম্পন্ন করেছেন। সেখানে তিনি একটি মসজিদের খতিবের দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানান। তিনি ২০০০ সাল থেকে আজ অবধি বাটালীহিল পিডব্লিউডি মসজিদের খতিব হিসেবে দ্বীনি কর্তব্য আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

অনুসন্ধানঃ দেশের যুব সমাজ দিশেহারা। অন্যায় ও অনৈতিকতার জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে দিন দিন। তাদের মুক্তির কোন ব্যবস্থা আছে কি?

খতিবঃ হ্যাঁ। এ ব্যবস্থা কয়েক ধরনের হতে পারে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট সংস্কৃতির ব্যাপক সমস্যাই যুগ চরিত্র ধ্বংস করে ফেলছে অস্বাভাবিকভাবে। সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে সকল ধরনের অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও কুরুচিপূর্ণ প্রোগাম বাদ দিলে যুব চরিত্র রক্ষা করা যেতে পারে তরুণ সমাজের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতরে ধর্মীয় শিক্ষাকে সর্বস্তরে বাধ্যতামূলক করতে হবে। তাছাড়া নৈতিকতা বিবর্জিত কাজগুলো চিহ্নিত করে ইসলামের শাশ্বত আদর্শের প্রতি তাদের আহ্বান জানানো দরকার। মনে রাখতে হবে খোদাভীতিহীন জিন্দেগীই সকল অসামাজিক কর্মকাণ্ডের মূল কারন।

অনুসন্ধানঃ দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আজ ধর্মদ্রোহীদের দখলে। এ সমস্ত বিভাগে আলেমরা কি অবদান রাখতে পারেন না?

খতিবঃ অবশ্যই পারেন তবে দুঃখের কথা হল-ইসলামী সংস্কৃতি, সাহিত্য শিল্পকলা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, এমন আলেম খুবই নগন্য। বরং কতিপয় লেফাফা দুরস্ত আলেম দ্বীনের উপরোক্ত মৌলিক বিষয়সমূহে ফতোয়াবাজি করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান

www.pathagar.com

সমাজ। আমদানী হচ্ছে নতুন নতুন সাংস্কৃতিক প্রযোজনা। এমতাবস্থায় ইসলামী সংস্কৃতির সুস্পষ্ট রূপরেখা পেশ না করে আলেমরা বুযুর্গী দেখাতে গিয়ে এ অঙ্গন ছেড়ে দিচ্ছে। অথচ এক্বামতে দ্বীনের জন্যে এটাই সহজ ও কার্যকরী মিশন ও ভিশন।

অনুসন্ধানঃ বাংলা ব্যাকরণে প্রবাদ রয়েছে- মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত কথাটি বুঝিয়ে বলবেন কি?

খতিবঃ মোল্লাদের মনযিল মসজিদ, সন্দেহ নেই। তবে আগে তাদেরকে পার্লামেন্ট ও সেক্রেটারিয়েটে যেতে হবে। মোল্লাতো এ্যকুরিয়ামের মাছ নয় যে, ঘুর ঘুর করে মসজিদেই থেকে যাবে। ইসলাম বিদ্বেষী ভাষাবিদরা সোজা মসজিদে পৌঁছে দিতে চায়। তাদের এ কুপমণ্ডক ধারণা সত্য নয়। বরং আল্লাহর রাসুল (সঃ) ও সাহাবীরা যে অসত্য, অন্যায় ও অবিচারের মূলোৎপাটন করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সমাজকে সুখের নীড়ে পরিণত করে গেছেন সেভাবে এদেশের মোল্লারাও আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত নিরন্তর লড়ে যাবে। প্রয়োজনে এ পুরো সবুজ ভূখন্ডকে বেছে নেবে মসজিদ হিসেবে।

অনুসন্ধানঃ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার কি মতামত?

খতীবঃ দেশের লক্ষ্যভ্রষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থায় বড়ই দীনতা পরিলক্ষিত। বৃটিশ বেনিয়া বিদায় নেয়ার পর থেকে শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্যে যত কমিশন গঠিত হয়েছে তার অধিকাংশই ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের ধ্বজাধারী। আমি মনে করি, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক উন্নয়নের জন্যে ধর্মীয় শিক্ষার বিকল্প নেই।

অনুসন্ধানঃ মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে আপনার নসিহত কি?

খতিবঃ ইমাম-খতিব ও মুসল্লীদের দুর্বলতা হল দ্বীনকে মসজিদে সীমাবদ্ধ রেখে দেয়া। সকল মুসলমানের উচিত ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক জীবনে দ্বীন ইসলামকে গাইডার হিসেবে গ্রহণ করা।

www.pathagar.com

হাজী গোলাম রসুল সওদাগর মসজিদ (তিনপুল মাথা মসজিদ)

খতীবঃ শায়খ আহমদ ফাওজী ইব্রাহীম

নগরীর রিয়াজ উদ্দীন বাজার সব ওয়াক্ত জমজমাট। বিকিকিনির আসর শেষ হয় না। খুচরা কেনাকাটার জন্য এটি প্রাচ্য রানী বন্দর নগরীর নাভি তুল্য। এখানে হরেক রকম লোক সারাদিন কাজ কর্ম করে। এখানকার উপচে পড়া ভীড় সবার গা সওয়া। ব্যবসা একটি মহোত্তম পেশা লোহাগাড়া-সাতকানিয়া নগরীর এ পেশায় ব্রতী হতে সব বাঁধ ভেঙে চলে। দেখা যায় এতাদঞ্চলের লোকজন তুলনামূলক ভাবে ইসলাম প্রিয়। ধর্মের জন্য এদে বুক ভাসানো ভালবাসা। রিয়াজ উদ্দীন বাজারের সর্বস্তরের ধর্ম প্রিয় গ্রাহক-ব্যবসায়ীদের নামাজ পড়ার একমাত্র হাজী গোলাম রসুল সওদাঃ জামে মসজিদ এলাকার প্রধান অবলম্বনী তিনপুল মাথা জামে মসজিদ। মসজিদটি ১৯১৬ সালে তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব গোলাম রসুল সওদাগর পরিবার পরিজনের আত্মার মাগফিরাতের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতা একজন ধর্মপরায়ন লোক ছিলেন। তিনি ২৪,০০০ বর্গফুট আয়তনের নিজ জমিতে প্রথমে সাধারনভাবে মসজিদ নির্মান করেন। ১৯১৬-১৯২২ সাল পর্যন্ত মসজিদের মুতাওয়াল্লী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইন্তেকালের পর প্রতিষ্ঠার পঞ্চম পুত্র হাজী আহমদুর রহমান সওদাগর ১৯২২ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব সুচারুভাবে আঞ্জাম দেন। তৃতীয় মুতাওয়াল্লী হিসেবে সুনিষ্টবিত্তে সব দায়ভার গ্রহন করেন প্রতিষ্ঠতার সপ্তম পুত্র আলহাজ্ব আবদুর রহমান সওদাগর। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (১৯৫০-১৯৯৪ সাল) খোদাভীতি থাকায় এ মহান দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪ সালে তার মৃত্যুর পর তার কনিষ্ট সন্তান আলহাজ্ব গোলাম মুহাম্মদ মসজিদের মসজিদটি তত্ত্বধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। হাজী গোলাম রসুল এষ্টেট কর্তৃক পরিচালিত এ মসজিদে যথেষ্ট উন্নয়ন কাজ সাধিত হয়েছে। বর্তমানে মুতাওয়াল্লী ১৯৯৬ সালে পুরনো ইমারতকে ভেঙে ৫ তলা ফাউন্ডেশন দিয়ে নতুন ভবন গড়ে তোলে। ইতিমধ্যে ৩ তলার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

মসজিদের বিশাল অজুখানায় এক সাথে ৫০ জন মুসল্লী অজু করার সুবিধা রয়েছে। মসজিদের সামনেকার পুকুরের মাঝখানে জাতীয় ফুল শাপলা প্রতিক সম্বলিত ফোয়ারাখানা মসজিদ পরিচালনাকারীদের শিল্পমনের স্বাক্ষর বহন করছে। মোজাইক কারুকার্য খচিত মেহরাব।

স্টাফ কোয়ার্টার, রুচিসম্মত টয়লেট রয়েছে এখানে। এখানে মসজিদকে কেন্দ্র করে বয়স্কদের কুরআন

www.pathagar.com

ও নামাজ শেখাবার সুব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠাতার তার পিতা হাজী জান মুহাম্মদ সওদাগরের নামে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। খতিব ছাড়া আরো সাতজন ব্যক্তি এ মসজিদের সার্বিক খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। ভবিষ্যতে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার ও সুদর্শণীয় মিনার সহ মসজিদকে একটি অত্যাধুনিক দ্বীনি কমপ্লেক্স আকারে উন্নীত করা হবে বলে জানা যায়। প্রাচীন ও বিশালাকার আয়তনের এ মসজিদে মুসল্লী পানজাগানা নামাজে জামাত পড়ে জামাত সহ পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে যাবে। জুমায় ইদানীং ঠাঁই পাওয়া মুস্কিল। আট হাজারের অধিক মুসল্লী হতে পারে।

প্রায় ৫০ বৎসর এ মসজিদ সাধক বিরুবী কথিত পীর ভক্তদের জবর দখলে জিন্মি ছিল। সম্প্রতি সব ধরনের স্পর্শকাতরতা উৎখাত হয়ে গেলে মসজিদে সর্বস্তরের মুসল্লীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। নামাজ আদায়ে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান প্রত্যহ জুমার পূর্ব আলোচনা, দেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণ তাওহীদ রেসালাত ও আখেরাতের ব্যাপারে জনসমক্ষে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে। এতে জানার আগ্রহে মুসল্লী সংখ্যা বাধভাঙ্গা স্রোতে বেড়েই চলছে। এ মসজিদের জন্য কখনো কারো পক্ষ থেকে কোন দান, সদকা ও হাদিয়া নেয়া হয় না। দ্বীনের এশায়াত একামতের ক্ষেত্রে এ মসজিদের ভূমিকা বলে শেষ করা যাবে না। মসজিদে বর্তমানে অস্থায়ীভাবে খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আর্ন্তজাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এর সুযোগ্য প্রফেসর আল্লামা শেখ আহমেদ ফাওজী ইব্রাহীম। তিনি ১৯৬০সালে কায়রো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেনীতে মাষ্টার্স পাস করেন তিনি। কুরআন-হাদিস, ফিকহ ও উসুলের উপর তাঁর অগাধ পান্ডিত্য রয়েছে। তিনি ইসলাম সম্পর্কে যুগোপযুগী বক্তব্য রাখতে সক্ষম। প্রতি জুমায় তার চলমান সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত খুৎবার বাংলা অনুবাদ মুসল্লীদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। ফলে জ্ঞানগর্ভ এই আলোচনা থেকে মুসল্লীগণ যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছে। সবার ভেতরে খালেছ ঈমানী জজবা পয়দা হচ্ছে। মুসল্লীগন আল কুরআনের আলোক রেখায় উজ্জীবিত হয়ে তৃপ্তিবোধ করছে।

www.pathagar.com

চুনতী মসজিদ বায়তুল্লাহ

আল্লামা মুহাম্মদ শাহ আলম

চুনতী ঐতিহাসিক মর্যাদা রাখে। শিক্ষা-দীক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি, আমল-আখলাক ও সুনিবিড় আধ্যাত্মিক সাধনায় এ ছোট্ট গ্রামের শত শত বৎসরের ঐতিহ্য নির্জন গবেষণায় শেষ করা যাবে না। এখানকার সোনালী অতীত শেকড় সন্ধানী যে কাউকে ভাবিয়ে তুলবে। অসংখ্য পীর-মাশায়েখ, অলি বুজর্গ, আলেম-ওলামা ও সমাজ-রাষ্ট্রের প্রভাবশালী সুনাগরীক জাতীয় ইতিহাসে চুনতীকে অনিবার্য্য অধ্যায়ে পরিণত করেছে। এই কারণে চুনতী সারা দেশে শ্রেষ্ঠ। প্রখ্যাত আলেম, ওলিয়ে কামেল, মোজাদ্দেদে মিল্লাত বাণীয়ে মাহফিলে সীরাতুন্নবী (সঃ) শাহ মৌলানা হাফেজ আহমদ (রহঃ) এর জন্ম চুনতী হওয়ায় এ গ্রাম লোকমুখে সবচে বেশী আলোকিত। চুনতী মসজিদ বায়তুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত হয় এ মহান যুগশ্রেষ্ঠ আশেকে রসুলের অভিপ্রায়ানুযায়ী। জানা যায়, তিনি সবার মধ্যে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনাদর্শ তুলে ধরার মহান লক্ষে ১৯৭২ সালে ১৯ দিন ব্যাপী এক সীরাতুন্নবী (সঃ) মাহফিলের সূচনা করেন। মাহফিলের আয়োজন করা হয় চুনতী মাদ্‌রাসা এলাকায়। পরবর্তীতে মাহফিলের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেলে মাদ্‌রাসার অদূরেই সীরাত ময়দান নামে ১৩ একর জমির এক বিশাল মাঠ তৈরী করা হয়। এ মাঠে মাহফিল এখনও চলে আসছে। ১৯৭৯ /১৯৮০ সালে মাহফিলে আগত ভক্ত অনুরক্তদের পানজাগানা নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে বিশিষ্ট শিল্পপতি মরহুম আলহাজ্ব ইউসুফ সাহেবের আর্থিক সহযোগিতায় এটি নির্মিত হয়। এ বিশালাকার মসজিদ ভবনের আয়তন .৫০ (হাফ) একরের থেকে সামান্য কম। মসজিদের ভিত্তি খুবই মজবুত। নির্মাণ কাজে উপযুক্ত সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হয়েছে। নির্মাণ সংশ্লিষ্টদের যত্নশীলতা ও আন্তরিকতার সাক্ষ্য বহন করছে মসজিদের কনস্ট্রাকশান। শাহজাদা জামাল সাহেব এ মসজিদের মুতাওয়াল্লী। জুমার চাঁদা ও অন্যান্য অনুদান মসজিদ পরিচালনার উৎস। এখানে পানজাগানা নামাজে মুসল্লী তেমন হয় না। জুমায় চার/পাঁচ শো

www.pathagar.com

হতে পারে। মাওলানা হাফেজ কামাল উদ্দীন মসজিদের ইমাম। চুনতী মাদ্‌রাসার ছাত্ররা ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর, ইলমে ফেকাহ ও তাজবীদের বিভিন্ন কোর্স করে এ মসজিদে। জ্ঞান-গবেষণার জন্য গভীর মনোনিবেশ করতে হলে এ মসজিদকে সত্যিই নিঃশব্দ জোন হিসেবে পাওয়া যাবে। মসজিদের পাশেই রয়েছে শাহ সাহেবের কবর। প্রায় সময় যিয়ারতের জন্য এখানে লোক আসে। এ মসজিদের প্রয়োজন সীরাত মাহফিলের জন্যেই। তাই মাহফিলের সময় এখানে ভরপুর হয়ে যায়। দ্বীন চর্চা ও দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রে এ মসজিদের অবদান কম নয়।

খতিব আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ শাহ আলম জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৭১ সালে। মরহুম আলহাজ্ব মুহাম্মদ অজু মিয়া তার পিতা। লোহাগাড়া উপজেলার পুটিবিলা সড়ইয়া গ্রামে খতিব সাহেবের জন্ম। তিনি মায়ের কাছে অষ্টম পারা মুখস্থ করে চুনতী মাদ্‌রাসা হিফজখানা থেকে ২ বছরে হিফজ শেষ করেন। তিনি কিছুদিন পুটিবিলা মাদ্‌রাসায় পড়ার পর চুনতী মাদ্‌রাসায় বাকী পড়াশোনা শেষ করেন। তিনি আলিমে ১০ম ও ১৯৯১ সালে কামিল হাদিসে ১৭তম স্ট্যান্ড করেন।

তিনি চুনতী মাদ্‌রাসার সুযোগ্য প্রধান মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল হাই নিজামী কর্তৃক পরিচালিত তাফসীর কোর্স সমাপ্ত করেন। কর্ম জীবনে তিনি আরবী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর বর্তমানে চুনতী মাদ্‌রাসায় দ্বিতীয় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন।

মাওলানা সাহেবের একটি বইয়ের নাম জুমুল, খোলাছা ততিম্মাহ ও মিয়াতু আমিল মঞ্জুম (২০০২)। তিনি পড়াশোনায় বেশ অভ্যস্থ। বিশাল পাঠাগার গড়ে তুলেছেন। তিনি বিভিন্ন এলাকায় ওয়াজের জন্য সফর করেন। তিনি সড়ইয়া ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ ও জমিয়তুল হুফফাজিছ ছাবেকীন, চুনতী মাদ্‌রাসার সভাপতি। সড়ইয়া কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র ও ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসার পরিচালক তিনি। এছাড়া তিনি আরো বহু দ্বীনি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। মাজার সম্পর্কে তিনি বলেন, কবর সংরক্ষনের কোন বিধান নেই। মাজার করতে হলে দুই লাখ ছব্বিশ হাজার নবীর মাজার আগে করতে হবে। একন লক্ষ চল্লিশ হাজার ছাহাবায়ে কেরামের মাজার করতে হবে। এভাবে মাজার সিলসিলা জারী থাকলে তো হাটাচলার জায়গাও পাওয়া যাবে না।

তিনি বলেন, দেশের সর্বস্তরের মানুসের মাঝে দ্বীনি মেজাজ তুলে ধরতে হলে খতিবের দায়িত্ব যথেষ্ট উপযোগী। ওয়াজ মাহফিলগুলো নানা কারণে জনগণকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে পারছে না। একজন মুসল্লী মাসে চারবার জুমার নামাজে যায়। খতিব সাহেবগণ দ্বীনের সঠিক বক্তব্য তুলে ধরার জন্য এ সুযোগকে গ্রহণ করে নিতে পারে। পারে জাতির এক বিরাট অভাব পূরণ করতে।

সমাজে শিরক-বিদআতের ব্যাপক ছড়াছড়ি সম্পর্কে তিনি বলেন, দেশে ইসলামের সঠিক জ্ঞান চর্চা না হওয়ায় এবং মুর্খতার ব্যাপ্তির জন্য শিরক-বিদআত হাটু গেড়ে বসেছে। এক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর লোক সবচেয়ে বেশী দায়ী বলে আমি মনে করি।

এরা হচ্ছে, প্রতিষ্ঠিত স্বার্থপর সম্প্রদায়। এরা ধর্মকে ব্যবহার করে দুনিয়া অর্জন করতে চায়। দেশের প্রায় সব মাজার ও কবরগুলোর উপর এদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। আরেক ধরনের হচ্ছে, দুনিয়ালোভী আলেম সম্প্রদায়। যারা বিভিন্ন শিরক ও বিদআতের মাধ্যমে দুনিয়ায় সম্পদ ও খ্যাতি অর্জনের পথ খুঁজে বেড়ায়।

তিনি আরো বলেন, সাধারণ মানুষতো বিপাকের মধ্যেই রয়েছে। সমাজপতি ও ধর্মপতিদের এহেন

www.pathagar.com

অবস্থায় তারা আসলে নাচার হয়েই শিরক-বিদআতে লিপ্ত হয়।

ইমামত ও সিয়াসতের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি বলেন, স্বল্প অধ্যয়ন ও ইসলামের ইতিহাস না জানার কারণেই মানুষ মনে করে ইসলাম ও রাজনীতি আলাদা। যিনি কোন মহল্লার ইমাম তিনি যে সরকারের অধঃস্তন কর্মকর্তা হবে সে কথা মুছে ফেলেছে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। তারা বিজাতীয় দর্শণের প্রভাবে মসজিদকে সমাজ থেকে আলাদা করে ফেলেছে।

ওলামাদের ঐক্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, জনগণ রয়েছে দারুণ বিপাকে। এক আলেম যদি এক কথা বলে আরেক আলেম বলেন অন্য কথা। এভাবে গোটা আলেম সমাজ আজ সবার চোখে হেয়। তাদের নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক নাটক নির্মিত হচ্ছে। কুৎসা করে কবিতা ও গল্পের উপজীব্যতা আনছে কথিত বুদ্ধিজীবী মহল। আলেম সমাজকে সম্মানের আসন থেকে নামিয়ে সমাজপতিদের দ্বারস্থ বানানো হয়েছে সেতো তাদেরই অনৈক্যের জন্য।

তিনি বলেন, সরকারের নিকট খতিব সাহেবের প্রত্যাশা হল, এ সরকার দিক নির্দেশনায় হবে অভিনব। দেশপ্রেমে নিয়ে আসবে ইসলামী চেতনা। গত সরকার যা করেছে তা যদি বর্তমান সরকারও করে তাহলে শুধু চেহারার পরিবর্তনের জন্য আমরা মেহরাবে চোখের পানির নহর বসাইনি।

তিনি বলেন, এই সরকারের মতো শক্তিশালী সরকার বাংলার জমিনে আগে কখনো আসে নি। এদেশের সবচেয়ে ভাল লোকরাই তাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে। তাই তাদেরকে নির্ভয়ে অনেক পথ পেরুতে হবে।

মুসল্লীদের প্রতি সম্মানিত খতিবের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলাম শিখতে হবে মসজিদ থেকেই। মসজিদে যখন বাংলায় বয়ান হয় তখন তারা (মুসল্লীরা) আসেন না। আর যখন আরবীতে খুতবা দেয়া হয় তা তারা বোঝেন না। তাহলে মুসল্লীগণ ইসলাম শিখবেন কোত্থেকে?

তিনি সকলকে সচেতন হওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, খতিব, ইমাম ও মুতাওয়াল্লী বা সাধারণ লোক দ্বারা নির্দেশিত না হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথাগুলো হৃদয়ংগম করে নিজেদের জীবনে আমল করতে হবে। তিনি সকলের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করেন।

www.pathagar.com

আগ্রাবাদ বহুতলা কলোনী মসজিদ

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

সৌদি আরব ইসলামী রাষ্ট্র নয়। তবে সেখানে দু'একটি ইসলামী আইন বিদ্যমান। আজানের সাথে সাথে দোকান-পাট বন্ধ, চুরি, ডাকাতি ও নারী নির্যাতনের শাস্তির বিধানগুলো বলবৎ থাকায় সেখানকার মানুষ শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি নিয়ে জীবন যাপন করছে। হজ্বের সময় দেখা যায় হাজীরা কোমরে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে একাকী এদিক-সেদিক ঘুরাফেরা করলেও কোথাও কোন অযাচিত অবস্থার সম্মুখীন হন না। সেখানকার টগবগে তরুণীরা আপাদমস্তক চকমক স্বর্ণালংকার পরে নির্জনে চিপচিপা গলি দিয়ে হেঁটে গেলেও তাদেরকে কোথাও কোন অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির শিকার হতে হয় না। অথচ আমাদের দেশে চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ছিনতাই, সন্ত্রাস, অন্যায়, অবিচার ও দখলদারিত্ব চলছে চক্রবৃদ্ধিহারে। আর্থ-সামাজিক অবস্থা নাজুক, হযবরল সবকিছু। পুরো দেশটা যেন মগের মুল্লুক। আর তা মানবগড়া আইনের স্বাভাবিক প্রতিফল। পতি বৎসর দেশে অসংখ মন্ত্রী, এমপি ও রাজনৈতিক নেতা মক্কা-মদিনায় হজ্বব্রত পালন করতে যান। আমার আক্ষেপ হয়, তারা সেদেশের স্বর্গীয় নীড়ে বাস করেন। খোদায়ী বিধানের বদৌলতে অনাবিল আনন্দে উপচে পড়া মানুষের আহলাদ দেখে খুশী হন। কিন্তু জানি না, কেন সেখান থেকে দেশে ফেরার সময় একটি ইসলামী আইনও সঙ্গে নিয়ে আসেন না। দেশকে সাজাতে চাননা আল-কোরআনের আলোক রেখায়। আমি এক বুক আশা নিয়ে বলছি, হযরত ওমরের শাসনকালের ইতিহাস পড়লে পুলক ফোয়ারায় লেপে উঠে মন। ফিরে যেতে চায় সেই জমানায়। ইসলামী নেতৃবৃন্দের উপর ভর করা বর্তমান জোট সরকার সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষে কতিপয় আবশ্যকীয় ইসলামী আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আবেগজুড়া প্রত্যাশা মাওলানা আবুল কালাম আজাদের। তিনি নগরীর অর্থনীতির মেরুদণ্ড আগ্রাবাদস্থ জাম্বুরী মাঠ বহুতলা সরকারী কলোনী জামে মসজিদের সুযোগ্য খতীব। মসজিদটি স্বাধীনতার বছর মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে তৎকালীন কতিপয় ধর্মভীরু সরকারী কর্মকর্তা কলোনীর লোকদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে পতিষ্ঠা করেন। কর্মকর্তাদের মধ্যে মরহুম আবদুস ছামাদ, হাজী আবুল কাশেম, আলহাজ্ব মনিরুজ্জামন প্রমূখের ভূমিকা অগ্রগণ্য ছিল বলে জানা যায়। বহুতলা কলোনীর পূর্ব নাম ছিল ডাকাইচ্যা বিল।

www.pathagar.com

১৯৬৫ সালে এ বিলকে আবাদ করে সরকার কর্মকর্তাদে। সাধারণ কলোনী হিসেবে গড়ে তোলে মসজিদ এলাকার মোট আয়তন ১০,০০০ বর্গফুট। সেখান থেকে ৬,০০০ বর্গফুট জুড়ে রয়েছে মসজিদের মূল ভবন। মূল ভবনটি ১৯৯৮ সালে চারতলা ফাউন্ডেশনের নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে এর দ্বিতলার কাজ সমাপ্তির পথে। দ্বিতলার বাকী কাজ এবং অন্যান্য পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের জন্যে খতীব সাহেব ধনবান লোকদের সহযোগিতা চেয়েছেন। অত্যাধুনিক টাইলস পাথরে নির্মিত সম্পূর্ণ আধুনিক ভবনটি নির্মাণ করতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ হয় বলে কমিটি সূত্রে জানা যায়। মসজিদের নতুন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কর কর্মকর্তা মহাম্মদ মাহবুবুল আলম এবং সেক্রেটারী রেডিও কর্মকর্তা আলহাজ্ব দেলোয়ার হোসেন। এখানে পানজেগানা নামাজে মুসল্লী এক হাজার তো হবেই। জুমায় তিন হাজার ছুয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। হাফেজ আবু ইউসুফ মসজিদের মিয়মিত মুয়াজ্জিন ও হাফেজ আলাউদ্দিন খাদেম। তাছাড়া সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থার নজরদারীর জন্যে একজন ইলেক্ট্রিশিয়ান ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্যে একজন সুইপার রয়েছে। মসজিদে দশ হাজার টাকা বই সম্বলিত একটি ইসলামী পাঠাগার ও মন মাতানো ফুলের বাগান রয়েছে। এ মসজিদকে কেন্দ্র করে রয়েছে সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত একটি প্রি ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা যেখানে শতাধিক ছেলেমেয়ে দ্বীনি তালিম অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে বলে জানা যায়। প্রতি জুমার রাতে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস উপলক্ষে এখানে ভাব গাম্ভীর্য্যের সাথে পালন করা হয় আলোচনা সভা দোয়া ও জিকির মাহফিল। মুসল্লীদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, মসজিদের অজুখানা ও টয়লেট অপর্যাপ্ত। তা দ্রুত সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা সময়ের দাবী। এ মসজিদকে একটি আদর্শ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে কমিটির বহুমুখী পরিকল্পনায় রয়েছে। তন্মধ্যে একটি গগন ছোঁয়া গম্বুজ, মনোরম মিনার, কচিকাঁচাদের হিফজখানা ও মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা সর্বাগ্রে রয়েছে মসজিদের ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট হল ইমাম-মুয়াজ্জিনের জন্যে আলাদা ফ্রি বাসা ও বিভিন্ন উপলক্ষে বোনাস সুবিধা প্রদান। এখানে খতিব সাহেব বলিষ্টতার সাথে দ্বীনি বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন। কোরআন-হাদিস ও উসুলের ভিত্তিতে নিজস্ব যোগ্যতা ও দুরদর্শিতার সাথে সামাজিক সমস্যা নিরসনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন তিনি। মুসল্লীদের মাঝে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। পরস্পর ভাই ভাই। প্রচুর মেধাবী মুখে সরগরম এ কলোনীর পরিবেশেকে ইসলামীকরণের লক্ষ্যে খতীব সাহেব নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি মসজিদভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে ১৯৮৬ সালে অত্র এলাকায় গড়ে তোলেন আনজুমানে খাদেমুল ইসলাম নামক একটি সামাজিক সঙগঠন। খেদমতে খালক তথা মানবসেবা, আর্থ-সামজিক উন্নয়ন, তামাদ্দুন-তাহজীবের বিকাশ, বেওয়ারিশ লাশ দাফন, চিন্নমূল ও নও-মুসলিম পুনর্বসন। শিক্ষা ও চিকিৎসা সমস্যার সমাধান প্রভৃতি এ সংগঠনের নিয়মিত কর্মসূচী। আল-কুরআনের আলোকধারায় আলোকিত জীবন গড়ার জন্যে এ সেবামূলক সংগঠনের সকল তৎপরতা বিজ্ঞানসম্মত, যুগোপযোগী সমাজ গঠন ও সংস্কারের জন্যে এ সংগঠনকে আন্‌জুমানে মুফিদুল ইসলামের মত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃতিশীল করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। খতিব মাওলানা আবুল কালাম আজাদ জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৩ সালে কুমিল্লা জেলার লাঙ্গলকোট থানার মটুয়া গ্রামে। তার পিতার নাম মরহুম মাওলানা ইব্রাহিম। তিনি বাঙ্গড্রা সিনিয়র মাদ্‌রাসা ও সুফুয়া সফরিয়া আলীয়া মাদরাসায় দীর্ঘ ছাত্রত্ব কাটানোর পর ১৯৭২ সালে হাদিস গ্রুপ নিয়ে ফেনী আলীয়া থেকে প্রথম বিভাগে কামিল পাশ করেন। ফেনী সরকারী কলেজে একাডেমিক পড়াশোনা শেষ করে তিনি ফেণী এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাসব্যপী কোর্স গ্রহণ করে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান

www.pathagar.com

অধিকার করেন। বিভাগে প্রথম স্থান লাভে ধন্য হন। সামাজিক জীবনে বহু সংগঠনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছেন তিনি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা সমিতির সহ সভাপতি ও আগ্রাবাদ ইত্তেহাদুল জায়েম্মার সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালান করছেন তিনি। তিনি বাংলাদেশ মসজিদ মিশন ডবলমুরিং থানা সভাপতি। বৃহত্তর চট্টগ্রাম কবরস্থান প্রতিষ্ঠাকমিটি, বাংলাদেশ মজলিসুল ওলামা, চট্টগ্রাম শিশু হাসপাতাল ও জাতীয় ইমাম সমিতির বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। আগ্রাবদস্থ আল আরাফা হজ্ব কাফেলার পরিচালক হিসেবে তার দ্বীনি খেদমত। লক্ষীপুর পদুয়া হাইস্কুল থেকেই খতিব সাহেবের কর্ম জীবনের সূচনা। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনে দীর্ঘদিন ইমাম প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকে ইমামাতি করে আসা এ মাওলানা ১৯৮০ সাল পর্যন্ত মাহিন বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব ছিলেন। আধুনিকতার আবর্তে ধুম্রজাল খাওয়া মুসলিম সমাজের নিকট দ্বীনের সঠিক সময় তুলে ধরার জন্যে তিনি বিভিন্ন মাহফিলে ওয়াজ করেন। সিটিভি ও বেতারে ধর্মীয় বিষয়ের আলোচক হিসেবে অংশ নেন তিনি। সিটিভির উদ্বোধনী তেলাওয়াত তার কণ্ঠে বেসে আসার স্মৃতি মনে পড়ে। তাবলীগে রেসালতের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে তার লেখালেখিও কম নয়। খতিব সাহেব ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঘোষিত ১৯৯৬-৯৭ সেসনের বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ ইমাম হিসেবে জাতীয় পদক ও পুরস্কার লাভ করেন। মাওলানা সাহেব অসামাজিক কাজ প্রতিরোধে খড়্গহস্ত। আর্ত-মানবতার সেবায় পঞ্চমুখ। খেদমতে খালকের পথিকৃৎ। এ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি মসজিদে ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সমাজসেবার মহান ব্রত নিয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

বিপ্লব উদ্যান মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা কাজী জাফর আহমদ

প্রবাদ রয়েছে একতাই শক্তি। স্বার্থসিদ্ধির সোপান। মিশন বাস্তবায়নের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। মানুষ আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লার খলিফা বা প্রতিনিধি। তবে যে মানুষ তওহীদ রেসালাত ও আখেরাত বিশ্বাস করেনা সে কখনো এ প্রতিনিধিত্বের উপযুক্ত নয়। মুসলমানরাই খেলাফত তথা নেতৃত্বের একমাত্র হকদার। বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা কোরআন-হাদিসের পড়তে পড়তে বিচরণশীল এবং আমলী জিন্দেগীকে উন্নত করেছে তারা। আলেমদের ইস্পাত কঠিন ঐক্য ছাড়া দ্বীন কায়েমের মনজিলে মকছুদে পৌঁছার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। আলেম সমাজের ভিত্তিহীন এখতেলাফই আপামর জনতা দ্বীন কায়েমের আন্দোলন থেকে পিছিয়ে পড়ার স্বাভাবিক ছল-ছুতা। মাওলানাদের ফেরকাবাজি ও কাঁদা ছুড়াছুড়ির যখন শেষ নেই তখন আওয়ামুন নাছ হক না হক যাচাই-বাছাই করবে কিভাবে? কেউ বলেন ইসলামে রাজনীতি আর কেউ দলিলসহ বর্ণনা করেন রাজনীতি নাজায়েজ। একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে আলেমদের একই প্লাটফরমে আসা ছাড়া তাদের কোন আন্দোলনই ধূপে ঠিকবেনা।

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষাও ইসলামী মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রাখার জন্যে আলেমদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বর্তমান সময়ের অনিবার্য দাবী। কথাগুলো বলেছেন মাওলানা কাজী জাফর আহমদ তিনি নগরীর বিখ্যাত বিপ্লব উদ্যান জামে মসজিদের খতিব। মসজিদটি পূর্ব নাসিরাবাদ ২নং গেইটের পার্শ্বে পঞ্চাশের দশকে গড়ে উঠে। জানা যায়, এলাকার তৎকালীন কতিপয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি সর্ব সাধারণের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে উদ্যানের ভেতর মাটির দেয়াল দিয়ে এটি নির্মাণ করেন। পরে এটাকে দ্বীনদার ব্যবসায়ী মুসল্লীগণ উদ্যানের অপজিটে স্থানান্তরিত করে তিন গন্ডা জমির উপর চারতলা ফাউন্ডেশন পুনরায় নির্মাণ করেন। বর্তমানে এই ভবনটিই সংস্কার সম্প্রসারণ ছাড়া রাস্তার পরশে দাঁড়িয়ে আছে। সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিটি কর্তৃক পরিচালিত এ মসজিদের সেক্রেটারী মুহাম্মদ নাছির। মুয়াজ্জিন যথাক্রমে মাওলানা ওবাইদুর রহমান ও আজিজুল হক। এখানে ওয়াক্তিয়া নামাজে নিয়মিত মুসল্লী তিন শতাধিক হলেও জুমায় দু হাজার ছাড়িয়ে যাবেই। চারতলা পুরিয়ে সামনের রাজপথ দখল করে নেয় উপচে পড়া মুসল্লীরা। এখানকার অজুখানা ও বাথরুম পর্যাপ্ত পরিমাণ নয়। চক্রবৃদ্ধি হারে মুসল্লী সংখ্যা বাড়তে থাকায় ভবন সম্প্রসারণ জরুরী। এ ব্যাপারে কোন প্লান আছে কিনা জানতে চাইলে কমিটির একজন সদস্য জানান, মসজিদে জায়গার অভাব। পাশের একটি জায়গা উপযুক্ত মূল্যে কেনা চাইলেও মালিক কর্তৃপক্ষ বিক্রি করতে নারাজ। একটি উপযুক্ত জায়গা পাওয়া গেলে ইমাম সাহেবের জন্যে স্পেশাল বাথরুমসহ খোলা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। মসজিদে দুই শতাধিক ধর্মীয় বইয়ের একটি পাঠাগার রয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত একটি ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসাও রয়েছে। যেখানে ৬০/৭০ জন ছাত্র দ্বীনি তাম্বলিম তরবিয়ত অর্জনের সুযোগ হাছিল করছে। খতিব সাহেব কুরআন-হাদিসের

www.pathagar.com

আলোকে সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যার সমাধানমূলক বক্তব্য রাখার প্রয়াস পান। এ মসজিদ সব সময় মুসল্লীদের নিয়ে সরগরম। ইমাম-মুয়াজ্জিনের সাথে মুসল্লীদের রয়েছে অকৃত্রিম দ্বীনি সম্পর্ক। মসজিদভিত্তিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য।

খতিব মাওলানা কাজী জাফর আহমদ জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫১ সালে। আনোয়ারা থানার চাঁপাতলী গ্রামের হাফেজ কাজী ইসলামের ঘরে প্রতিপালত হন তিনি। তিনি পশ্চিম চাল সিনিয়র মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসা ও ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মদ্‌রাসায় পড়াশুনা করেন। ১৯৭৩ সালে হাদিস গ্রুপ নিয়ে কামিল পাশ করেন তিনি। তিনি আইআইআরও এর তাবলীগে দাওয়াতের উপর প্রশিক্ষণ কোর্স, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাসব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণশালায় অংশগ্রহণ করে সনদ অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম সমিতি চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ও মজলিসুল ওলামা চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন চট্টগ্রাম নগর শাখার সহ সভাপতি ও বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি মহানগরী শাখার সাধারণ সম্পাদক। তাছাড়া তিনি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বাংলাদেশের প্রচার সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ঈদ জামাত কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৮৬ সালে তিনি অত্র মনজিদে পেশ ইমাম ও খতিব হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত দ্বীনি খেদমতের পাশাপাশি মুহাম্মদিয়া হাফেজুল উলুম সিনিয়র মাদরাসায়ও শিক্ষকতা করছেন। ইসলাম ও সমাজ নিয়ে তিনি জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকায় প্রায় সময় লিখালিখি করেন। অনিয়মিতভাবে ওয়াজও করেন তিনি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দুঃস্থ মানবতার সেবা ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বিনির্মাণের পেছনে খতিব সাহেবের তৎপরতা তিনি একটি গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিবিড় সবুজের অন্ত্যমিল রক্ষার্থে বিভিন্ন প্রজাতির ৭৭টি গাছ লাগিয়েছেন। মসজিদভিত্তিক সমাজ গঠনে মননশীল চেতনা ওবুদ্ধিভিত্তিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খতিব সাহেব দুম্ববার জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম নির্বাটিত হন। তিনি বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ ইমাম নির্বাচিত হন ২০০০ সালে। মসজিদে যুগোপযোগী খুৎবা দানের সাথে সাথে তিনি প্রতি সপ্তাহে দুয়েকদিন কুরআন-হাদিসের দরস, মাসআলা-মাসায়েল ও চলমান সমস্যার সমাধানভিত্তির আলোচনা পেশ করেন। মসজিদ ও মাওলানা বিষয়ে খতিব সাহেবের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়। পাঠকের সৌজন্যে তার কিয়দংশ উপস্থাপিত হল। কথায় আছে, "লুকিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরেঃ এই শিশুরাই একদিন বিশ্ব কাঁপানো সিপাহশালার হবে, হবে শিল্প সাহিত্য প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তি। শিশু সমাজকে কিভাবে নৈতিক আদর্শে গড়ে তোলা যায় জানাবেন কি?

খতিব : হাদিসে রয়েছে, "প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করেঃ। আর ফিতরাতটাই ইসলাম। সুতরাং শিশুরা মুসলমান হিসেবে জন্মগ্রহণ করার পরও যত বড় হয় তত শয়তানের মায়াজালে আটকে পওড়। এর একমাত্র কারণ ভোগবাদী পরিবেশ ও বস্তবাদী শিক্ষা পদ্ধতি। সুতরাং নৈতিক শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষাবিহীন কোনভাবেই কোন শিশুকে সত্যিকারের মানুষ করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। প্রত্যেক পিতা মাতার উচিত সন্তানকে কোরআন হাদিস শিক্ষা দেয়া। সকালবেলার মক্তব-ফোরকানিয়ায় পাঠানো। নূরানী পদ্ধতিটা, এক্ষেত্রে ফলপ্রসু বলে আমার বিশ্বাস। এ কথা বলতে দিধা নেই যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিক আদর্শে উজ্জীবিত করতে হলে সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। নিউজ ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়াকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে হবে। ছোটদের জন্যে সাজাতে হবে সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম।

www.pathagar.com

পূর্ব নাছিরাবাদ বড় মসজিদ

খতীবঃ মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রিছ

পূর্ব নাছিরাবাদ বড় মসজিদটি ঠিক কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কেউ জানেন না। মসজিদ পরিচালনা কমিটির একজন সাবেক সেক্রেটারী বৃটিশ আমলে এটি নির্মিত হয়েছিল বলে জানান। কয়েকজন স্থানীয় দ্বীনদার মুরুব্বী প্রথমে বেতের পাটির ছাউনী দিয়ে ছোট একটি মসজিদ ঘর নির্মান করেন। এর পরে চতুর্পার্শ্বে বাঁশের বেড়া ও শনের ছাউনী দিয়ে এ মসজিদকে কিঞ্চিৎ সম্প্রসারণ করা হয়। বহুদিন পরে এবার একে মাটির গুদামে উন্নীত করে দু'চালা করে পূণ নির্মান করেন স্থানীয় ধর্মপ্রাণ লোকজন। অত্র এলাকায় দিন দিন জন বসতি বৃদ্ধি পেলে এবং একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় পরিনত হলে মুসল্লীগণ সামগ্রিক প্রচেষ্টায় ইহাকে সেমিপাকা করে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। সর্বশেষ ইহাকে কতিপয় দানশী'ল ব্যক্তি দ্বিতল ভবনে রূপান্তরিত করে। এক্ষেত্রে ইমাম আলী ও তার পিতা মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করে দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। আলহাজ্ব মুজাফফর আহমদ ও বর্তমান সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ নুরুল আলম (লেদু সেক্রেটারী) মসজিদকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য প্রচুর মেহনত করেন। ১২ গন্ডা আয়তনের এ মসজিদ অনেকটা জরা জীর্ণ হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি উন্নয়ন তত্ত্বাবধায়ক আলহাজ্ব সয়েরা খাতুনের পক্ষে কমিটির সেক্রেটারী মুরশেদুল আলম চৌধুরী ভবন সংস্কার ও সম্প্রসারনের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহন করেছে। তবে তাদের অভিযোগ, শিল্প এলাকা হওয়ার কারণে সরকার এলাকার, অনেক সম্পত্তি নিয়ে গেছে এবং রোডের পাশে হওয়ায় বর্তমান আয়তনটাও নানা হস্তক্ষেপের সম্মুখীন।

পাঁচ শতাধিক মুসল্লী এখানে পাঞ্জাখানা নামাজ আদায় করলেও জুমায় দেড় হাজার ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। মসজিদকে কেন্দ্র করে রয়েছে নূরানী, ফোরকানিয়া ও হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা। মসজিদের ইমাম মাওলানা হাবীবুল্লাহ কাছেমী পরিচালিত এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে দু'শয়ের কাছাকাছি ছাত্র রয়েছে। মাওলানা মফিজুল হক মসজিদের মুয়াজ্জিন, হাজী মুহাম্মদ সা-দ উল্লাহ খাদেম। অর্থাভাবে মসজিদের উন্নয়ন কার্যক্রম থেমে আছে বলে জানা যায়। খতিব সাহেব বিগত নয় বছর ধরে এ মসজিদে স্বাধীনভাবে খুৎবা দিয়ে আসছেন।

মসজিদের খতিব আল্লামা মুহাম্মদ ইদ্রিছের বয়স ৪৮ বৎসর। তিনি ফটিকছড়ির সুন্দর পুর ছোট সিলনিয়া গ্রামে মরহুম সাইয়েদ আমিনুল হকের ঔরসে জন্ম নেন। তিনি ভুজপুর কাজীর হাট এমদাদুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় পড়া শোনা শুরু করে। ১৩৯৭ হিজরী সনে হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসা থেকে প্রথম বিভাগে দাওরায়ে হাদিস সনদ নেন। পরবর্তী বছর তিনি দাওরায়ে তাফসীর ও কমপ্লিট করেন। কর্মজীবনে তিনি যশোয় শাহবাদ আলীয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া নছিরুল উলুম প্রকাশ নাজির হাট বড় মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদিস ও ভারপ্রাপ্ত পরিচালক। তিনি জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে মাঝে মাঝে লিখা পাঠান। বুখারী শরীফের ভূমিকা সম্পর্কিত তার একটি বই প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি প্রচুর মাদ্‌রাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে জানা যায়। শিরক-বিদআতমুক্ত তাওহীদি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে তিনি নিরলসভাবে কাজ করছেন। মানুষের চরিত্র সংশোধনই আসল কাজ বলে মনে করেন তিনি। সকল ধরনের সমস্যার সমাধান কুরআন-হাদিস থেকে রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। তিনি বলেন, পীর ও মাজারকে শান্তি ও মুক্তির জন্য সবকিছু মনে করা মারাত্মক শিরক। কুরআন-হাদিসের অজ্ঞতা, পূর্ব পুরুষের অন্ধ অনুসরণ এবং ব্রাহ্মন্যবাদের প্রসারতাই শিরক-বিদআত প্রসার পাওয়ার মূল কারন। হাদিস শরীফ সম্পর্কে তিনি বলেন, আল কুরআন থিউরিটিক্যাল আয়াত হাদিস শরীফ প্র্যাকটিক্যাল। নাফসানিয়্যতের প্রভাব বেশী হয়ে গেছে বলে আমরা কুরআন হাদিস ভিত্তিক ঐক্য মঞ্চ তৈরী করতে পারছিনা বলে তিনি জানান।

www.pathagar.com

চন্দনপুরা বড় মসজিদ

খতীব ঃ মাওলানা হাফেজ ক্বারী মোখতার আহমদ

মানুষ ধর্মীয় জীব। পৃথিবীর সব মানুষ কোন না কোন ধর্মে আস্থা রাখে। অনেক লোক নিজেকে নাস্তিক দাবী করলেও এর উপর সে টিকে থাকতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মে মানবতার কথা বললেও নির্ভেজাল মানবতা একমাত্র ইসলামেই নিহিত। মানবিক মূল্যবোধ ও চাহিদার সুস্পষ্ট সমাধান শুধুমাত্র আল-কুরআনেই রয়েছে। সুতরাং একটি সফল ও অর্থবহ জীবন গড়ার জন্য সবাইকে আল-কুরআনের পথে ফিরে আসতে হবে। কথাগুলো বলেছেন নগরীর প্রাচীনতম মসজিদ চন্দনপুরা বড় মসজিদের সুযোগ্য খতিব মাওলানা ক্বারী হাফেজ মোখতার আহমদ। তিনি ১৯১৮ সালে বাঁশখালী উপজেলার পশ্চিম চাম্বল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বাঁশখালীর বড় হাফেজ নামে খ্যাত মরহুম হাফেজ তফজ্জলুল ওয়াদুদ খতিব সাহেবের পিতা। সেকালে তিনি আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে বহু বছর খতমে তারাবীহ পড়ান। খতিব সাহেবের দাদা মরহুম শামসুদ্দীন মহাফেজ চট্টগ্রাম কোর্টে (বর্তমান মহসিন কলেজ পাহাড়) মহাফেজ খানার কর্মকর্তা ও পর দাদা মরহুম শাহ গদাহ হোসাইন একই কোর্টের নাম করা মুন্সেফ ছিলেন। মুন্সেফ সাহেব বর্তমানে চট্টগ্রাম ক্বদম মোবারক শাহী জামে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে শেষ নিদ্রায় শায়িত। তিনি স্বপরিবারে ভারতের গৌড় প্রদেশ থেকে এদেশে আগমন করেন।

পটিয়ার মুন্সেফ বাজার ও চাম্বল মুন্সেফ বাড়ী এখনও তার স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করছে। খতিব সাহেব শৈশবে পিতার তত্ত্বাবধানে কালামুল্লাহ শরীফ হিফজ করেন। স্থানীয় মনকিচর মাদ্রাসায় মাওলানার প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার হাতেখড়ি। শত বছরের এতিহ্যলালিত পুঁইছড়ী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা থেকে তিনি ১৯৪৭ সালে এক নাগাড়ে ফাজিল পাশ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি চট্টগ্রাম দারুল আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে হাদিস গ্রুপে কামিল ডিগ্রি নেন। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধক্বারী মাওলানা হাবীবুর রহমান ইসলামাবাদী, ক্বারী দেরাছতুল্লাহ ও বড় ভাই ক্বারী হাফেজ ফয়েজ আহমদ প্রমুখের নিকট থেকে ক্বিরাতুল কুরআনের উপর তালিম নেন। ১৯৪৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত খুব খুলুছিয়াতের সাথে তিনি উপরোক্ত মসজিদে ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব আনজাম দিয়ে আসছেন। তিনি দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসার বিভিন্ন পদে শিক্ষক হিসেবে একাধারে চল্লিশ বৎসর কর্মরত ছিলেন।

১৯৬৮ সালে স্টীমার যোগে হজ্বব্রত পালন করার সময় তিনি ২৪০০ জন হাজীর একমাত্র ইমাম

www.pathagar.com

হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মদিনায় মসজিদে নববীতে তিনি নায়েবে ক্বারী হিসেবে কিছুদিন ক্বেরাতের দারস দেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। খতিব সাহেবের ক্বেরাত খুবই সুমধুর। ১৯৬১ সালে বৃটেনের রানী এলিজাবেথ চট্টগ্রাম আসলে সার্কিট হাউজে তাকে দেয়া সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি কুরআন তেলাওয়াত করেন। হৃদয়গাহী কণ্ঠে তেলাওয়াত শুনে রাণী বিমোহিত হয়ে একপর্যায়ে দাঁড়িয়ে যান। ১৯৬৩ সালে তিঁনি বাংলাদেশ বেতারে প্রথম স্থান লাভ করে ক্বারী হিসেবে নিয়োগ পেলেও মুরুব্বীদের নিষেধ থাকায় সেখানে যান নি। তিনি ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানায় ইমামতির পদে পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়েও চন্দনপুরাবাসীর মায়া ত্যাগ করে সেখানে যোগদানের কামনা পরিহার করেন। এছাড়া তিনি ক্বেরাতুল কুরআনের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অসংখ্যবার প্রথম স্থান অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংগঠনিক কাজে অংশ গ্রহণ করে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছেন। তরুন ও কিশোরদের দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "তৌহিদী ইনকিলাবেরঃ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও "হিফবুল কুররাঃ চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি তিনি।

তিনি মনে করেন নির্ভীকচিত্তে খুৎবায় হক কথা বলা এবং শিরক-বিদআত বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকা একজন খতিবের নৈতিক দায়িত্ব। তাবলীগে রেসালাতের কাজ করা সকল মুসলমানের উপর ফরজ। এ ফরজিয়্যত কতদূর আদায় হচ্ছে এটা সকলের ভেবে দেখা দরকার।

চন্দনপুরা হামিদিয়া তাজ মসজিদ প্রকাশ চন্দনপুরা বড় মসজিদ ঐতিহ্যবাহী দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসার পূর্ব পার্শ্বে নবাব সিরাজ উদ দৌলা সড়কের সাথে লাগোয়া। এ মসজিদ রোডে চলাচলরত যে কোন লোকের দৃষ্টি কাড়ে। অনেকে এ মসজিদকে সাত তলা মসজিদ বলে থাকেন। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, ১৬৬৬ সালে শায়েস্তা খানের সেনাবাহিনী আরাকান মগরাজাদের কবল থেকে চট্টগ্রামকে আজাদ করলে এখানে মুঘল শাসন কায়েম হয়। তখন শাহী ফরমান বলে বিজিত অঞ্চলে অনেকগুলো মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সে সময়কার হামজা খানের মসজিদ, আন্দর কিল্লাহ শাহী জামে মসজিদ, অলি খাঁ মসজিদ প্রভৃতি অন্যতম। ধারনা করা হচ্ছে, হামিদিয়া তাজ মসজিদের মূল ভিত্তি মুঘল আমলেই স্থাপন করা হয়েছিল। এ মসজিদের প্রথম সংস্কারক মাষ্টার হাজী আবদুল হামিদ। মসজিদে ঢুকতে কার্নিশে খোদাই করে লিখা আছে এ নাম।

১৯৫০ সালে মসজিদের প্রথম সংস্কার কাজ সমাপ্ত হয়। আর এর জন্য লক্ষ্মৌ থেকে মুঘল ঘরানার কারিগর আনা হয়েছিল। সময় লেগেছিল প্রায় তিন বছর। নির্মাণ খরচ বাবদ ব্যয় হয়েছিল সে সময়ের প্রায় চার লাখ টাকা। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে মসজিদ নির্মাণের জন্য নানা উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছিল। মসজিদটির সবচেয়ে বড় গম্বুজ নির্মাণে লাগানো হয় ১০টন পিতল। মোট ১৫টি গম্বুজ এ মসজিদের শোভা বর্ধন করছে। গম্বুজ গুলো যেন মাছির চোখের বহুগুণ পরিবর্ধিত আলোক চিত্র।

এক সময় পিতলে নির্মিত সুউচ্চ প্রকান্ড গম্বুজটি সূর্যালোকে ঝলমল করত। আলোকরেখার প্রতিঃসরনে ঝিকমিক করত পুরো ইমারত। চোখ খুলে চেয়ে থাকলে শিল্প রহস্য হৃদয়ে নাড়া দিত। এখন সেই নান্দনিকতা তেমন আর নেই।

স্থাপত্য শিল্পে তাক লাগানো এ মসজিদের আয়তন তিন গন্ডার চেয়ে বেশী হবে না। দানবীর মরহুম আবু ছৈয়দ মিয়া এ মসজিদের পেছনে অনেক মেহনত করে গেছেন। জনাব মোজাহেরুল হক মসজিদের বর্তমান মুতাওয়াল্লী। পানজাগানা নামাজে এ মসজিদে তিনশতাধিক লোক নামাজ আদায় করলেও জুমায় সহস্রাধিক হবে। হাফেজ মুহাম্মদ জাকারিয়া ও হাফেজ মুহম্মদ ইদরীছ দুইজন মুয়াজ্জিন। প্রতিমাসে কম হলে ও ২০-২৫ জন বিদেশী পর্যটক এ মসজিদ দেখতে আসেন। পর্যটকদের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা না থাকায় তারা শুধু ফটোগ্রাফী সেরে কেটে পড়েন। উত্তর পার্শ্বে

www.pathagar.com

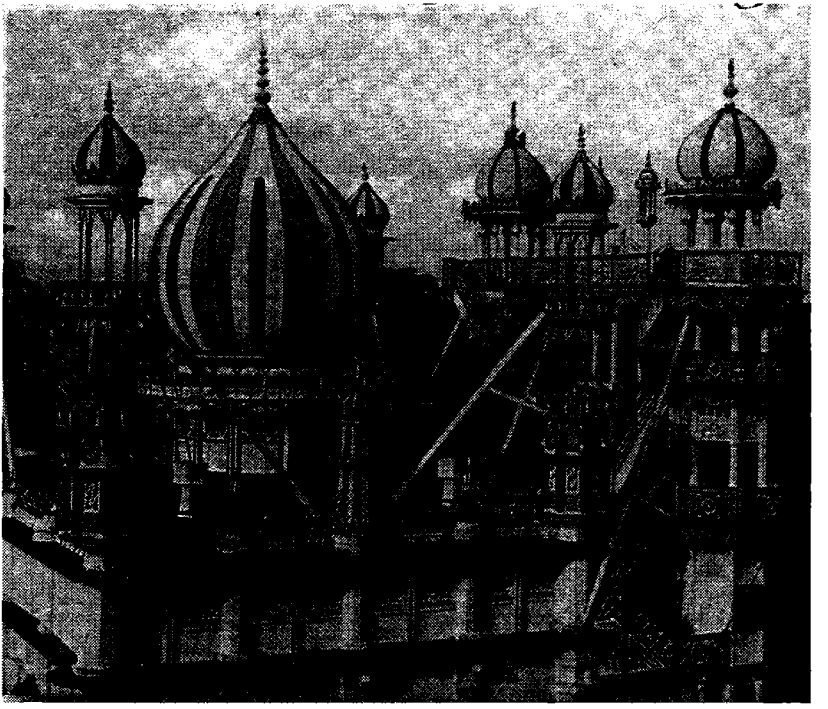

মসজিদের কেনা কিছু জায়গা বেহাত হয়ে যাচ্ছে। সরকার উদ্যোগ নিলে জায়গাগুলো অধিগ্রহণ করে মসজিদের জন্য উন্মুক্ত করে দিলে স্থাপত্য শিল্পে সমৃদ্ধ মসজিদটির শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিক রুপকলা শিল্প রসিকদের আকৃষ্ট করবে। বর্তমান ইমারত তৈরীর পরে একবার মসজিদের দেয়াল চুনকাম, মিনার ও গম্বুজ সমূহ এনামেল রং দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল। কিন্তু কালার কম্পোজিশন সুচিন্তিত ও সুসমন্বিত না হওয়ায় তা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে পড়ছে। সম্প্রতি দেশীয় ট্রাভেল গাইড ও জাপানের এশিয় ট্রাভেল ট্যুর ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে এ মসজিদ স্থান পায়। নগরীর ফিরিঙ্গি বাজার মসজিদ এবং চন্দনপুরার এ মসজিদটি নির্মাণ শিল্পে পরস্পর সাদৃশ্য পূর্ণ। চলতি বছরে এ মসজিদ নতুনভাবে সংস্কার করা হয়। মসজিদের তলা ও সিঁড়িতে অত্যাধুনিক টাইলস বসানো হয়। মসজিদকে কেন্দ্র করে কচি কাঁচা ছেলেমেয়েদের একটি ফ্রি ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা চালু রয়েছে। প্রায় সময় এ মসজিদে শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম আহকাম ও মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ মসজিদের ইতিহাসের সাথে জড়িত আছে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষক মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জীবনের শেষ স্মৃতি। ১৯৮১ সালের ৩০মে এখানে তিনি জীবনের শেষ জুমা আদায়ের ১৩ ঘন্টা পর চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে শাহাদাত বরণ করেন।

অপরূপ শিল্প চাতুর্য্য ও নির্মাণকুশলতায় এ মসজিদ উত্তীর্ণ। মসজিদের প্রতিটি অঙ্গ স্থাপত্য শিল্পীদের গবেষণার বিষয়। বুদ্ধি ভিত্তিক কারুকার্য খচিত দেয়ালগুলো এবং উপরিভাগের বিচিত্র কনস্ট্রাকশান সত্যিই চিত্র প্রেমিক ও পর্যটক মহলের মন কেড়ে নেয়।

www.pathagar.com

বদরপাতি জামে মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ইসহাক

শিরক-বিদআত সামাজিক ব্যাধি। দ্বীনকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র। ঈমান-আক্বিদা কলুষিত করার সোপান। দেশের সর্বক্ষেত্রে শিরক-বিদআতের বিষদাঁত লুকায়িত। খোদাদ্রোহী শাসন ব্যবস্থাই সকল শিরকের জন্ম দেয়। আল্লাহর গোলামরা আল্লাহ প্রদত্ত বিধাননুসারে জীবন পরিচালনা করাই ইসলাম। মানবগড়া মতবাদ কোন মুসলমানের জন্যে গ্রহণযোগ্য নীতি হতে পারে না। আমাদের দেশের সংবিধান কুরআন-হাদিসের ফরমুলা অনুসারে রচিত নয়। রচিত নয় অধিকাংশ জনগণের বিশ্বাস ও চেতনার আলোকে। যতদিন পর্যন্ত মানব রচিত মতবাদ দিয়ে দেশ শাসন করা হবে ততদিন পর্যন্ত এ দেশের মুসলমানগণ শিরকমুক্ত জীবন যাপন করতে পারবে না। কথাগুলো বলেছেন নগরীর প্রসিদ্ধ মসজিদ বদরপাতি জামে মসজিদের খতীব হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক। মসজিদটি ১৬ শতকের দিকে শায়েস্তা খাঁর আমলে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের সমসাময়িক কালে বকসিরহাট বদরপাতি এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঁচগণ্ডা জায়গা জুড়ে অবস্থিত এ মসজিদের যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। প্রায় ১২০০ মুসল্লী এখানে নিয়মিত সালাত আদায় করে। জুমার দিন কোথাও তিল পরিমাণ ঠাই থাকে না। হাফেজ মোহাম্মদ জাকারিয়া ও মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর মসজিদের মুয়াজ্জিন। খেদমতগার হলেন মাওলানা আবুল বশর। কমিটি সিষ্টেমে পরিচালিত এ মসজিদের সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইসকান্দর মিয়া। নগরীর অন্যতম বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত হলেও এ দ্বিতল মসজিদটি সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। মুসল্লীদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, মসজিদের দু পাশে দুস্বটি মাজার হওয়ায় এবং বাজার এলাকায় সব সময় লোকজন সরগরম থাকায় এখানে মুসল্লী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে মসজিদকে দ্রুত সম্প্রসারণ করা অতীব জরুরী। অনেকে একটি বহুতল মসজিদ কমপ্লেক্স গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। অজু খানা ও বাথরুম অপর্যাপ্ত। এগুলোর আধুনিকায়ন অনিবার্য হয়ে পড়েছে বলে জানান কতিপয় মুসল্লী।

মসজিদের খতীব মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৮ সালে। তার পিতার নাম মরহুম মোহাম্মদ ইব্রাহিম। সাতকানিয়া থানার গারাঙ্গিয়া ইউনিয়নের রঙ্গীপাড়া তার জন্মস্থান। তিনি খুব অল্প বয়সেই গারাঙ্গিয়া মাদরাসা হিফজখানায় কুরআনে করিম মুখস্থ করেন। হিফজ শেষ হলে তিনি

www.pathagar.com

মাদরাসায় ভর্তি হয়ে আলিম পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। অতঃপর চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসা থেকে হাদিস গ্রুপ নিয়ে কামিল পাশ করেন ১৯৭৭ সালে। তিনি ১৯৭৮ সালে ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদরাসা থেকে ফিকহ গ্রুপে কৃতিত্বের সাথে পুনরায় কামিল ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সসহ IIRO এর বিশেষ কোর্স গ্রহণ করেন। তিনি প্রচুর সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন। তিনি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বাংলাদেশ ও ইত্তেহাদুল উম্মার সেক্রেটারী জেনারেল। বাংলাদেশ মসজিদ মিশন ও বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি চট্টগ্রাম নগর শাখার অর্থ সচিব। তিনি সাতকানিয়া-লোহাগাড়া সমিতির উপদেষ্টা ও রঙিপাড়া আর রিয়াদ কমপ্লেক্সের সভাপতির দায়িত্ব আন্‌জাম দিচ্ছেন। তিনি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মুখপত্র মাসিক জুমাবারের প্রকাশক ও সম্পাদক। ১৯৭৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিনি উপরোক্ত মসজিদে ইমাম ও খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তার সাথে আরো যে সমস্ত বিষয়ে আলাপ হয় তা পাঠকের সৌজন্যে পত্রস্থ হল।

তিনি বলেন, বদরপাতি জামে মসজিদের চতুর্পার্শ্বে নয়টি দরগাহ রয়েছে। এ দরগাগুলোকে কেন্দ্র করে নানা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। মানুষ আবেগের বশবর্তী হয়ে সিজদা করছে বেকুপের মত। এখান থেকে অধর্মীয় ও অতিরঞ্জিত কাজগুলো উৎখাত করতে হলে ক্ষমতাশালীদেরকে হক কথা বলতে হবে। যৌতুক সম্পর্কে বলেন, এটা সামাজিক অভিশাপ। দরদাম করে নেয়া হলে সেখানে রহমত থাকে না। অলীমা সুন্নাত। বৈরাতি খাওয়া শরীয়ত সম্মত নয়। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নয় বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, এখানে দরিদ্র অসহায় এতিমের মূল্য নেই। তাদের অধিকারের প্রতি কারো শ্রদ্ধা নেই। এ মসজিদের কি ধরনের ভূমিকা রয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, জনবহুল এলাকায় অবস্থিত বলে এ মসজিদটির ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। এলাকাবাসী নিয়মিত মসজিদমুখো হচ্ছে। আমি দেশ ও সমাজের প্রচলিত সমস্যার সমাধানমূলক খুৎবা নিজে তৈরী করে তার সারাংশ জুমার পূর্বে সহজ ভাষায় তাদের মাঝে বয়ান করি। মুসল্লীদের মাঝে ইসলামের সঠিক ধারণা দেয়ার জন্য আমি সকালে তাফসির এবং বিকেলে বিভিন্ন জটিল মাসআলা মাসায়েলের উপর আলোচনা রাখি। মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে খতীব সাহেব বলেন, প্রকৃত ঈমান কাকে বলে আমাদেরকে ভালভাবে জানতে হবে। রাসুল (সঃ) দুনিয়ায় কেন এসেছিলেন তা উপলব্ধি করতে হবে। হুজুর পাক (সঃ) যেভাবে ইবাদত করার জন্যে বলেছেন সেভাবে ইবাদত করতে হবে।

www.pathagar.com

চকবাজার অলি খাঁ মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা আনোয়ারুল আজিম

ইতিহাস কথা বলে। সাহিত্য সম্পর্ক সৃষ্টি করে। জেনে শুনে ভালবাসা প্রগাঢ় হয়। ইতিহাস সাহিত্য ও ভালবাসার জন্য আমাদের দ্বীন কায়েমের ইউনিট সম্পর্কে জানা দরকার। শেকড় সন্ধানীরাই সুস্থ সমাজ গড়ার প্রত্যয় বুকে ধারণ করতে পারে। ঠিকানা আমাদের মসজিদ। শত বৎসরের ঐতিহ্য বহন করছে মসজিদ। মসজিদ জীবন প্রবাহের নীরব সাক্ষী। হেদায়াতের আলোক বর্তিকা। নগরীর প্রাণকেন্দ্র চকবাজার শিক্ষা ক্ষেত্রে এ এলাকার খ্যাতি রয়েছে পুরো দেশে। অলি খাঁ মসজিদ ঠিক চকবাজার মোড়েই অবস্থিত। খুব সম্ভবতঃ ১৭১৭-১৭১৯ সালের মধ্যে বাংলার স্বাধীন নবাবী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুবাদার মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলে এতদাঞ্চলের নবাব ওয়ালী বেগ খাঁ এটি প্রতিষ্ঠা করেন। একটি সূত্র জানায়, সম্রাট শাহ সুজার শাসনামলে এটি নির্মিত হয়। নবাব ওয়ালী বেগ খাঁ একজন বিচক্ষণ ও প্রতিভাবান প্রশাসক ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে সৎভাবে জীবন যাপন করতেন। সেকালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে তিন ধরনের লোক বসবাস করত, একইভাবে নবাব সাহেবের সেনাবাহিনীতে ও তিন ধর্মের লোক ছিল। এরা মুসলিম, হিন্দু ও শিখ। দূরদর্শী প্রশাসক নবাব চকবাজার মোড়ে শিখদের জন্য গুরু নানক শিখ মন্দির, হিন্দুদের পূজার জন্য একটি বড় মন্দির ও মুসলমানদের পানজাগানা নামাজ আদায়ের লক্ষে এ মসজিদ খানা নির্মাণ করেন। নবাব ওয়ালী বেগ খাঁ'র স্ত্রীর নাম ছিল কমরুন্নেছা। তিনি তিন ধর্মের লোকদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার সুবিধার্থে তার স্ত্রীর নামে একটি দীঘি খনন করেন। যা কমরুন্নেছা দীঘি নামে যুগ-যুগান্তর ধরে সবার নিকট পরিচিত ছিল। তবে কুচক্রী মহল ইতিহাস অলিখিত হওয়ার কারনে এবং নবাবের বংশধরদের অসচেতনতার ফলে এটাকে কমল দিঘর দীঘি নামে বিকৃত করে। মসজিদের পূর্বপার্শ্বে অদূরে অবস্থিত এ দীঘি লোভী চক্রের কবলে পড়ে ভরাট হতে হতে বর্তমানে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। এখনও এ দীঘির বিশালাকার সিঁড়ির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। কিশলয় কমিউনিটি সেন্টারের সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন স্থানে বেগম কমরুন্নেছার কবর রয়েছে। এ কবরের পাশাপাশি আরও দুটি কবরের চিহ্ন রয়েছে। তথ্যসন্ধানীরা ধারণা করেন, এ কবর দুটি নবাব অলি বেগ খাঁ ও তার একজন পুত্রের। সেকালে অলি খাঁ মসজিদের একটি সংবিধান ছিল। সংবিধানের এক জায়গায় লিখা ছিল চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা প্রকাশ বুড়া মাদ্‌রাসার (মুহসিন কলেজ) যখন যিনি প্রিন্সিপাল হবেন তখন তিনি এই মসজিদের খতিবেরও দায়িত্ব পালন করবেন। সেই সুবাদে অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল লতিফ একবার মসজিদের খতিব পদ লাভ করেন। তিনি খুব পন্ডিত লোক ছিলেন। একদা তিনি লাহোর সফরে যান। তৎকালীন সময়ে লাহোর ছিল কাদেয়ানীদের শয়তানী কর্মকান্ডের নিরাপদ আস্তানা।

খতিব মাওলানা আবদুল লতিফ মাসাধিক কাল কাদয়ানীদের সাথে মিশতে মিশতে তাদের ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এতে শঠ কাদেয়ানী সর্দাররা তাকে নিজেদের দলভূক্ত করে সাচ্চা কাদেয়ানী বানিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেয়। মাওলানা আবদুল লতিফ বিদেশ ফেরত হয়ে এক জুমার খুৎবা পূর্ব আলোচনায় কাদেয়ানীদের পক্ষে বক্তব্য রাখা শুরু করে। লাহোর মুরুব্বীদের

www.pathagar.com

শিখিয়ে দেয়া বুলি আওড়াতে থাকলে ফখরে বাংলা মরহুম মাওঃ আবদুল হামিদ (রহঃ) (বড় মুহাদ্দিস) এ কমবখতের গলায় গামচা পেঁচিয়ে বাঁশের ভেলা টানার মত টেনে টেনে মসজিদ থেকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বের করে দেন। আজ শিরক বিদআতের পক্ষে কোন কোন মসজিদে স্বার্থান্বেষী চক্র ওয়াজ ঝাড়লেও কোথাও কোন প্রতিবাদ নেই। কোন মাওলানার জজবা নেই। হক কথা বলার মনও নেই কারো। মাওলানা আবদুল লতিফ এতে দারুন অপমান বোধ করে ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে কাদেয়ানী কুচক্রী মহলের বুদ্ধি ও অর্থ সাহায্যে অলি খাঁ মসজিদের একটু উত্তর পশ্চিমে লাগোয়াভাবে মসজিদে বায়তুল বাসেত নামে একটি কাদেয়ানী মসজিদ স্থাপন করে। এটি এখনও সহজ সরল মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার কাদেয়ানীদের কাফির ঘোষণা করে সংখ্যা লঘু হিসেবে এরকম তৎপরতা চালানোর সুযোগ দিলে মুসল্লীদের কোন আপত্তি থাকবে না। নবাব অলি খাঁ মৃত্যুর পূর্বে মসজিদের জন্য তার প্রচুর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে যান। জানা যায়, আর এস খতিয়ান মূলে এ সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে ধূর্ত লতিফ কাদেয়ানী। ফালু মিয়া তার পুত্র। ফালু মিয়ার কোন সন্তান ছিল না একটি পালক মেয়ের সন্তানরা তার সমুদয় সম্পত্তি ভোগ করছে। মসজিদের বর্তমান কর্তৃপক্ষ এ সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ডি.সি. ওমর ফারুকের মত একজন সিপাহসালার খুঁজছেন।

মসজিদের ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত কাগজ পত্রাদি আন্দরকিল্লা মসজিদের ওয়াক্‌ফ নামা খোঁজার জন্য ডি.সি. ফারুক দিল্লি গেলে অলি খাঁ মসজিদের নামে ও অনুরুপ কাগজ দেখেছিলেন বলে জানান। মুঘল আমলে নির্মিত এ মসজিদের মূল ভবন ছোট বড় ছয়টি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। স্থাপত্য শিল্পের এক অনুপম নিদর্শন এ মসজিদ। দ্বিতলা ভবনে নির্মিত এ মসজিদের বারান্দা সম্প্রসারণ ও পুরাতন আস্তর ফেলে দিয়ে নতুন আস্তর করা হয়েছে। সত্তর দশকে এ উন্নয়ন কাজে মরহুম জাকির হোসাইন কন্ট্রাক্টরের অনুদানই ছিল সবচে বেশী। সম্প্রতি মসজিদকে আরও সংস্কার ও সম্প্রসারণ করার জন্য মন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাসিরের বিশেষ সহযোগিতায় অজুখানার পেছনে অবস্থিত খালি জায়গাটি (সবুজ নামারী) মসজিদ কতৃপক্ষ গনপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ক্রয় করে নেয়। সহস্রাধিক মুসল্লী এখানে পান্‌জাগানা নামাজ আদায় করে। জুমায় এ সংখ্যা বেড়ে তিন গুন হয়ে যায়। হাফেজ কলিমুল্লাহ মসজিদের নায়েবে ইমাম, হাফেজ মফিজুর রহমান ও মৌলভী রহমতুল্লাহ মুয়াজ্জিন। এক সময় এ মসজিদ মুতাওয়াল্লী সিষ্টেমে পরিচালিত হত। মরহুম আদালত খাঁ চৌধুরী ও আবুল কাসেম সাবজজ মসজিদের ত্যাগী মুতাওয়াল্লী ছিলেন। বর্তমানে কমিটি কর্তৃক পরিচালিত এ মসজিদের সভাপতি এ.ডি.সি. জেনারেল (পদাধিকার বলে)। সেক্রেটারী এডভোকেট জাফরুল্লাহ খাঁ। দু'টি দোকানে ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইদের চাঁদাই মসজিদের আয়ের উৎস। ভবিষ্যতে মসজিদকে অত্যাধুনিক কমপ্লেক্স আকারে নতুনভাবে নির্মাণ করা হবে বলে জানা যায়। ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে এ মসজিদের ভূমিকা মুখ্য।

খতিবঃ ক্বারী আনোয়ারুল আজিম ফটিকছড়ি উপজেলার শাহনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। কাওমী মাদ্‌রাসায় পড়াশোনা করেন তিনি। একজন মসজিদ কমিটির সদস্যের সাথে আলাপ করে জানা যায়। ইমাম হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হলেও বর্তমানে তিনি খতিবের দায়িত্বও পালন করছেন। অচিরেই একজন উপযুক্ত মানের খতিব নিয়োগ দেয়া হবে।

বর্তমান ইমাম সাহেব খুব পরহেজগার লোক। তিনি খুৎবা পূর্ব আলোচনায় ঈমান আমল, তাকওয়া ইহসান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন।

www.pathagar.com

বলির হাট বায়তুজ্জামান মসজিদ

খতীবঃ অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ শফী উদ্দীন আল মাদানী

মুসলমানদের ঈমান আকীদায় জং ধরেছে। শিরক-বিদআত অবাধে ঢুকে পড়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অনেকে ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো পালন করলেও যথার্থ মানের করে পারছে না। রকমফের কুসংস্কার ছেয়ে ফেলেছে সমাজ। এখন বাদ ফজর ঘরে ঘরে আল কুরআনের মধুর সুর বেজে উঠে না। তদস্থলে শোনা যায় অশ্লীল অডিও ক্যাসেটের উত্তাল শব্দ তরঙ্গ। বিয়ে শাদীতে যৌতুক ও ব্যান্ড শো হারাম। গায়ে হলুদ ও রং ছিটাছিটি মুসলিম তামাদ্দুনের অংশ নয়। ভাষা দিবস ও নববর্ষের শুরুতে নগ্নপদে প্রভাত ফেরী করা মৃত নেতাদের সম্মানার্থে কয়েক মিনিট নীরবতা পালন, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস ভাবা, অনুষ্ঠানাদির শুরুতে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো, মুসলিম ললনাদের কপালে রঙিন টিপ লাগানো, রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তি স্থাপন এবং আর্ট ও কালচারের নামে পৌত্তলিকতার প্রচলন করা হচ্ছে আমাদের সমাজে। আজ বিভিন্ন দেশে মুসলমানগণ আল কুরআন ও হাদীসের পথ পরিহার করে ইহুদী-খৃষ্টান-ব্রাহ্মন্যবাদীদের বেশরম তাবেদার বনে আছে। ফলে নির্যাতিত নিপীড়িত ও নিগৃহতী হচ্ছে হরদম। মানবাধিকার বঞ্চিত হচ্ছে ন্যাক্কারজনকভাবে। মুসলিম সমাজ যদি এ পার্থিব ভরাডুবি ও খোদায়ী আজাব থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে ব্রতী হতে এগিয়ে আসে তাহলে তাদেরকে শাশ্বত আল কুরআন ও মহানবীর মহান সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। কথাগুলো বলেছেন অধ্যাপক মাওলানা শফি উদ্দিন। তিনি পূর্ব বাকলিয়া বলিরহাট এলাকায় অবস্থিত বায়তুজ্জামান জামে মসজিদের খতীব। মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালে। তিন তলা ফাউন্ডেশনের উপর নির্মিত হলেও বর্তমানে একতলার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৩ গণ্ডা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ মসজিদের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি আব্দুস সোবহান। মসজিদে জুমায় মুসল্লী হাজার কয়েক হবে। হাফেজ মাওলানা হারুনুর রশীদ মসজিদের পেশ ইমাম এবং হাফেজ মুহাম্মদ আলম মুয়াজ্জিন। মসজিদের উপর তলায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা পরিচালিত হয়ে আসছে। ভবিষ্যতে এখানে হিফজখানা, ইসলামী পাঠাগার ও একটি দাখিল মাদ্রাসা খোলা হবে বলে জানা যায়।

খতীব মাওলানা শফী উদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন ১৯৭২ সালে। তার পিতার নাম আলহাজ্ব হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন। গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানাধীন দক্ষিণ রাজানগর গ্রাম তার

www.pathagar.com

জন্মস্থান। দ্বীনি পরিবার হিসেবে পরিচিত এ বাড়ীর সবাই আলেম। খতীব সাহেবের পিতা এবং দুই ভাই-ই হাফেজে কুরআন। বড় ভাই মাওলানা জয়নুল আবেদীন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা ঢাকা তাম্বমিরুল মিল্লাত এর প্রিন্সিপাল এবং বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সভাপতি। মাওলানা সাহেব খুব অল্প বয়সেই কুরআনুল কারীম হিফজ করেন। হিফজ শেষ করে স্থানীয় মাদ্রাসায় ভর্তি হন তিনি। মাদ্রাসা জীবনের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৯৩ সালে তিনি কামিল হাদীস গ্রুপ নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফোর্থ হওয়ার দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদিনা থেকে একসিলেন্ট ফোর্থ হয়ে বি.এ(সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৯৯ সালে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন ফার্স্ট ক্লাস থার্ড হয়ে। কর্মজীবনে তিনি জামেয়া কাসেমিয়া নরসিংদীর আরবী প্রভাষক ছিলেন। দাওরায়ে হাদীস নিয়ে অধ্যয়ন করা এ আলিম বাংলা, আরবী, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় দক্ষতা হাছিল করেছেন। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর কুরআনিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের লেকচারার হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি গবেষণাধর্মী অসংখ্য প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করেছেন, যা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়। দ্বীনের সঠিক বক্তব্য সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরে ইসলাম প্রচারে মূখ্য ভূমিকা পালন করা যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে মাওলানা সাহেব খতীবের দায়িত্বকে বেছে নিয়েছেন। সমাজে শিরক বিদ্আতের ব্যাপক ছড়াছড়ি সম্পর্কে তিনি বলেন, শিরক হলো বিষতুল্য। এক ফোঁটা বিষ যেমন এক গ্লাস পানিকে বিষে পরিণত করে তেমনি শিরক্ (সামান্য পরিমাণ হলেও তা) মুস্বমীনের আমলকে বরবাদ করে দেয়। শিরকের সাথে প্রকৃত মুস্বমীনের কোন ধরনের সম্পর্ক থাকবে না। আকীদা ও আমল তথা বিশ্বাস ও কর্মে তিনি শিরক মুক্ত থাকবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজে শিরক ও বিদআতের চর্চা হয়। তিনি বলেন এতে সাধারণ মানুষের কোন দোষ নেই। এক শ্রেণীর দুনিয়া লোভী আলিম সুন্নাতের নামে শিরক ও বিদ্আতে লিপ্ত। তারা হীন স্বার্থে শিরক ও বিদআতের ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরার কারণে শিরক ও বিদআত সমাজে হাটু গেড়ে বসেছে। কোরআন ও হাদীসের মৌলিক জ্ঞান যতদিন সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে না। ততদিন সমাজ শিরক ও বিদআত মুক্ত হবে না। শিরক ও বিদআতমুক্ত তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আলেমদেরকে জোরালো ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

ইমামত ও সিয়াসতের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে মাওলানা শফী উদ্দীন আল-মাদানীর মন্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, মহানবী (সঃ) মসজিদে নব্বীতে বসে কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা মনে করার এ চিন্তা খৃষ্টানদের থেকে এসেছে। ইসলাম সম্পর্কে না জানার কারণে তারা একথা বলে থাকে।

ইত্তেহাদুল ওলামা তথা আলেম সমাজের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আলেম সমাজের অনৈক্যের কারণে জনগণ রয়েছে দারুণ বিপাকে। এক আলেম যদি একথা বলেন অপর আলেম বলেন অন্য কথা।

এ কারণে আলেম সমাজ আজ সকলের চোখে হেয়। বিশেষ করে আমাদের এই Sub Continantএ ওলামারা একে অপরের বিরুদ্ধে কাঁদা ছোঁড়া ছুড়িতে ব্যস্ত। পৃথিবীর অন্যকোন দেশে ওলামাদের মধ্যে এতবেশী ইখতেলাফ নেই। ওলামারা যদি ছোট খাট ইখতেলাফ বাদ দিয়ে একই প্লাটফর্মে ফিরে আসতে পারেন তাহলে তারা তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, কুরআনের হাদীসের আলোকে যে কোন কথা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে হবে। কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না। সাধ্যমত দায়ী ইলাল্লাহর কাজ করতে হবে সবাইকে।

www.pathagar.com

চকরিয়া বায়তুশ শরফ মসজিদ

খতীবঃ অধ্যাপক মাওলানা আশরফ আলী

সকল মুসলমানকে দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে সু-সমন্বয় সাধন করে চলতে হবে। আল্লাহ তা-য়ালার খেলাফত প্রতিষ্ঠায় উঠে পড়ে লেগে যেতে হবে। জিকিরের মাধ্যমে ক্বালবকে জিন্দা রাখতে হবে। মানুষকে আদব-আখলাক শিক্ষা দেয়ার পর ঈমান-আমল শিক্ষা দিতে হবে। কথাগুলো অধ্যাপক মাওলানা আশরাফ আলীর। তিনি চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসার অধ্যাপক ও চকরিয়া বায়তুশ শরফ মসজিদের সুযোগ্য খতীব।

১৯৯৫ সালে মসজিদ কেন্দ্রীক সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে বায়তুশ শরফের তৎকালীন পীর হযরত আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার সাহেব চকরিয়া সফরে বায়তুশ শরফ মসজিদ খানা প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদ এলাকার আয়তন ২ কানি ৫ গণ্ডা। ৪তলা ফাউন্ডেশনের উপর নির্মিত এ অত্যাধুনিক মসজিদের ভৌগোলিক অবস্থান খুবই উপযুক্ত। এখানে পানজাখানা নামাজে মুসল্লী তিনশতাধিক হলেও জুমায় দস্তুর মত দুই হাজার ছাড়িয়ে যাবে। এখানে টিউবওয়েল ও হাউজের পানি ব্যবহার করে মুসল্লীগণ অজু সারেন। মসজিদকে কেন্দ্র করে এখানে একটি বহুমুখী কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হবে। বর্তমানে ১০০ ছাত্রের একটি ফোরকানিয়া চালু করা হয়েছে। মাওলানা আবদুল মান্নান মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিন। ভবিষ্যতে এখানে একটি মাদ্‌রাসা, হাফেজ রফিক এতিমখানা, হেফজখানা, চিকিৎসা কেন্দ্র সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে তোলা হবে বলে জানা যায়।

খতীব অধ্যাপক মাওলানা আশরাফ আলী ১৯৫১ সালে লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর আখতারিয়া পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মৌলভী আবদুল আলীম পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের দিন ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা সাহেব দাখিলে স্ট্যান্ড করেন। তিনি ১৯৭২ সালে চুনতী পুনরায় আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে কামিল হাদিস পাশ করেন। ১৯৮১ সালে ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে ফিক্‌হ গ্রুপে কামিল নেন তিন। তিনি ইন্টার পড়েন তৎকালিন ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (মহসিন কলেজ) থেকে তিনি কর্ম জীবনে চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। মাওলানা সাহেব ওয়াজ করেন। তিনি বায়তুশ শরফের রূপকার মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেবের জামাতা। মাওলানার "মিরকাতুল ঈমানঃ ও শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে একটি পাণ্ডুলিপি বই আকাশে প্রকাশে অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি বায়তুশ শরফের জিকিরের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। লোহাগাড়া আখতারিয়া পাড়াস্থ মসজিদ বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। এ কমপ্লেক্সের মধ্যে রয়েছে আধুনগর আখতারিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা আধুনগর শাহ জব্বারিয়া এতিমখানা ও কারিগারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনগর আখতারিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, মসজিদ পাঠাগার, দ্বীনি তালিম কেন্দ্র জিকির মাহফিল। বার্ষিক মাহফিলে সীরাতুন্নবী (সঃ), আখাতারিয়া পাড়া কবরস্থান উন্নয়ন পরিষদ, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ ও আঞ্জুমানে নওজোয়ান আধুনগর শাখা। এছাড়া একটি মহিলা মাদ্‌রাসা, হেফজখানা, ছাত্রদের শরীর চর্চা ও খেলার মাঠ এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন কমপ্লেক্সের পরিকল্পনাধীন কর্মসূচী। মাওলানা সাহেব বিশ্বাস করেন দ্বীন প্রচারের জন্য প্রয়োজনে আরবী বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী, চাইনিজ, জাপানী, মালয় প্রভৃতি ভাষাও আমাদেরকে শিখতে হবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম চাইলে এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে পারে। সমাজ কল্যাণ মূলক কাজের মাধ্যমে মানুষের চরিত্র সংশোধনের লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

www.pathagar.com

রাজাখালী পালাকাটা জামে মসজিদ

খতীবঃ অধ্যক্ষ মাওলানা এলাহদাদ আলব্বী

সৈকত বিধৌত কক্সবাজার জেলার একেবারে উত্তর পার্শ্বে পেকুয়া উপজেলা। বঙ্গোপসাগরের কূল ঘেঁষে মিনি আইল্যান্ড রূপে গড়ে উঠে এখানকার একটি জনপদ। এটি নবগঠিত এ উপজেলারই ইউনিয়ন রাজাখালী। শিক্ষা-সংস্কৃতিক, ব্যবসা ও কৃষি ক্ষেত্রে এ এলাকা যুগপৎ এগিয়ে চলছে। সংস্কৃতি এখানকার লোকজন ধর্মপ্রাণ। রকমফের মাদ্‌রাসা ও মসজিদ এ অঞ্চলের লোকজনকে ইসলামী পরিবেশে গড়ে তুলছে। দক্ষিণ রাজাখালীর পালাকাটা জামে তন্মধ্যে একটি। ১৯৫৬ সালে স্থানীয় দানবীর হাজী মুহাম্মদ শাসী নামক একজন সমাজ সচেতন লোক সর্বসাধারনের নামাজ আদায়ের সুযোগ তৈরীর জন্য এ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

এক তলা বিশিষ্ট এ মসজিদের আয়তন এক কানির বেশী হবে না। চার কানি ওয়াকফ সম্পত্তির আয় দিয়ে এ মসজিদের সকল খরচাদি নির্বাহ করা হয়। এখানে কবরস্থান, পুকুর ও সকাল বেলায় ফোরকানিয়া রয়েছে। শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ফোরকানিয়ায় তালিম তরবিয়ত গ্রহণ করে থাকে। মসজিদে পাঞ্জাগানা নামাজে মুসল্লী সর্বসাকুল্যে দুই শত আর জুমায় তিনশতের কাছাকাছি হতে পারে। হাফেজ বশির আহমদ মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও ফোরকানিয়ার শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। হাজী আবুল হাসেম মসজিদের বর্তমান মুতাওয়াল্লী। ভবিষ্যতে মসজিদের আরও সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হবে বলে জানা যায়। মসজিদে দ্বীন চর্চার যথেষ্ট সুযোগ বিদ্যমান।

খতিব অধ্যক্ষ মাওলানা এলাহদাদ আলব্বী জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৪৭ সালে। পালাকাটা গ্রামের আলহাজ্ব আলী মিয়া মাওলানার পিতা। মাওলানা সাহেব স্থানীয় রাজাখালী বেশারতুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসায় পড়াশোনার পর বাঁশখালীর ঐতিহ্যবাহী পুঁইছড়ী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা থেকে ফাজিল পাশ করেন।

তিনি কামিল (হাদিস) পাশ করেন চট্টগ্রাম ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা হতে। মাওলানা সাহেবের কর্মজীবন রাজাখালী মাদ্‌রাসতেই কাটছে। ১৯৪৭ সালে তিনি মাদ্‌রাসার সহ-সুপার, পরবর্তীতে ১৯৭৫ এ আলিম ১৯৭৬ এ ফাজিল অনুমোদন পেলে উপাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন।

www.pathagar.com

১৯৮৬ সাল থেকে কয়েক বছর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করার পর বর্তমানে তিনি অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন। তিনি আমিল্লা পাড়া জামে মসজিদে ২৩ বছর ও মাদ্‌রাসা সংলগ্ন মসজিদে পাঁচ বছর অবৈতনিকভাবে খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। তার পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে প্রায় তিনটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি জমিয়তুল মোদারেসীন পেকুয়া উপজেলার সভাপতি। মাওলানা সাহেব লিখা লিখতে আগ্রহী। তিনি বাঁশখালীর দু'জন অলি মরহুম মাওলানা শফিকুর রহমান (বড় হুজুর) মরহুম মাওলানা এলাহী বখশ সাহেবের শানে বেশ কিছু মর্সিয়া লিখেছেন। তিনি উল্লেখিত দু'জন বুজুর্গের খলিফা হিসেবেও ভূমিকা রাখছেন। মুজাদ্দেদিয়া তরীকায় এমন গ্রামাঞ্চলেও মাওলানার ৪/৫ শত মুরিদ রয়েছে। লোক জনকে আল্লাহর তা'য়ালার পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি এ বায়আতী কাজ করেন বলে জানান।

রাজাখালী বেশারতুল উলুম ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫০ সালে। স্থানীয় দুই জমিদার সহোদর মরহুম মুহাম্মদ কবির চৌধুরী ও আহমদ কবির চৌধরী এলাকাবাসীর কাছে ইসলামের আলোকধারা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

৩ একর ৭০ শতাংশ আয়তন জুড়ে মাদ্‌রাসার চৌহদ্দি। নিবিড় সবুজের অন্ত্যমিল কত যে চোখ খোয়ানো তা গাছ-গাছালি পরিবেষ্ঠিত এ মাদ্‌রাসা পরিধি দেখলেই বুঝা যাবে তেত্রিশ জন শিক্ষক-কর্মচারী ও আটশতাধিক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে এ মাদ্‌রাসায়। এখানে ৫০ ছাত্রের একটি হেফজ খানাও চালু হয়েছে। হাফেজ নুরুচ্ছফা এর তত্ত্বাবধানে আছেন। মাদ্‌রাসার দাখিল স্তরে মুজাব্বিদ এবং বিজ্ঞান বিভাগেরও পাঠদান করা হয়। এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে একাধিকবার তাক লাগানো রেজাল্ট করেছে। বর্তমানে এ মাদ্‌রাসার ছাত্ররা দেশ ও সমাজ গঠনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। মাওলানা সাহেব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করত। ইসলামী বিষয় বাধ্যতামূলক করার দাবী জানান। তিনি বলেন, ঐক্যমুখী শিক্ষাই দেশ ও জাতির উন্নতি-অগ্রগতির সহায়ক। বর্তমানে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মা-বাবাদের সন্তানদেরকে সুশিক্ষা ও দ্বীনি তালিম দিয়ে গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

মধু বেপারী জামে মসজিদ

ইমামঃ অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল খালেক আনোয়ারী

নগরীর পাথরঘাটা নজু মিয়া লেইনে অবস্থিত মধু বেপারী জামে মসজিদ খানা বহু পুরনো। ১৮৩৯ সালে ধর্মপ্রাণ সমাজ সেবক মরহুম মধু বেপারী এ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এলাকাবাসীদের পাঁচ বেলা নামাজ ও সবার মধ্যে ইসলামী অনুভূতি জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি এ মহৎ কাজ সম্পাদন করেন। বিশালাকার এ মসজিদের আয়তন প্রায় ১০গণ্ডা। বৃটিশ আমলের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত এ মসজিদের মূল ভবনের দেয়াল চার ফুটেরও বেশী। স্থাপত্য শিল্পে সমৃদ্ধ এ মসজিদ। একটি সুন্দর মিনার রয়েছে এ মসজিদে। একজন সাবেক কমিশনার মসজিদ কমিটির সভাপতি-সেক্রেটারী সাবেক কমিশনার আলহাজ্ব মুনির আহমদ। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত একটি ফোরকানিয়া রয়েছে এ মসজিদে। মাওলানা আবদুল হক ইমাম ও মুয়াজ্জিন মৌলভী মুহাম্মদ ফারুক এখানে তালিম দেন। পাঁচ ওয়াক্তিয়া নামাজে এখানে মুসল্লী পাঁচশ হতে পারে। জুমায় দুই হাজারের কম নয়। একতলা ভবনে স্থাপিত এ মসজিদে একটি সুউচ্চ গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের পুরনো ইমারত কারুকার্য খচিত। পুরনো ইমারত ঠিক রেখে এখানে অনেক সংস্কার ও সম্প্রসারণ সাধিত হয়েছে। মহল্লার একমাত্র মসজিদে পুকুর ও কবরস্থান রয়েছে। কবরস্থানে এক আল্লাহর খাস বান্দা শায়িত আছেন।

তিনি হলেন এ মসজিদেরই দীর্ঘজীবনের ইমাম ও খতিব হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবদুল কাদের ছাদেক আল হোসাইনী। তিনি সাউদ বংশের জবরদস্তিমূলক শাসন ব্যবস্থাকে অগ্রহণযোগ্য ফতোয়া দিলে সরকারের রোষানলে পড়েন। পরবর্তীতে তুরস্ক ও মিশরের রাষ্ট্রপ্রধানের অনুরোধে এতদাঞ্চলে নির্বাসিত হয়েছিলেন। তিনি পরবর্তীতে দেশে ফিরে যাওয়ার খোশেশ করলে অসুখে পড়ে যান। অসুস্থতা কঠিন অবস্থা ধারন করলে নিজ মসজিদে ফিরে আসার পর ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে মসজিদের উত্তরপার্শ্বেই উনাকে দাফন করা হয়। ভবিষ্যতে মসজিদকে আশেপাশে আরও সম্প্রসারণ-সংস্কার করা হবে। একটি ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এখানে যেভাবে কবর জিয়ারতকে বর্তমানে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এভাবে দেয়া হলে ভবিষ্যতে মানুষ এটাকে নামাযের অনুষঙ্গ হিসেবে ধরে নেবে বলে আশংকা রয়েছে। মসজিদের প্রতি এখানকার মানুষের যথেষ্ট ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আন্তরিকতা রয়েছে।

খতিব অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল খালেক আনোয়ারী ইমাম ও খতিব হিসেবে এ মসজিদের দায়িত্ব পালন করছেন । তিনি ১৯৪৮ সালে আনোয়ারা উপজেলার জুঁইদন্ডী গ্রামে মরহুম মোশাররফ আলীর ঔরসে জন্ম গ্রহন করেন।

তার বাবা-মা তাকে মাদ্‌রাসায় পড়াবে বলে মানত করেছিলেন। তাই স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে পড়তে থাকলে তার ভীষণ জ্বর হয়। মাদ্‌রাসায় ভর্তি করিয়ে দিলে এ জ্বর সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। তিনি ছুন্নাপাড়া মুনিরুল ইসলাম সিনিয়র মাদরাসা, শাহ্ চান্দ আওলিয়া মাদরাসা ও দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসায় পড়াশোনা করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি হাদিস শাস্ত্র নিয়ে কামিল পাশ করেন।

তিনি কামিল ফিকহও অধ্যয়ন করেন। প্রায়োগিক জীবনে তিনি বহদ্দারহাট জামে মসজিদ, আছদগঞ্জ শুটকিপট্টি মসজিদ, বলুয়ার দীঘি পাড় মসজিদের ইমাম ও খতিব ছিলেন। ছোবহানিয়া মাদ্‌রাসার সহকারী শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বর্তমানে বোয়ালখালী কদুরখীল ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সহযোগিতামূলক সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন। শরফিয়া বারীয়া এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা নামে তিনি একটি প্রতিষ্ঠান করেছেন। ভবিষ্যতে তিনি শিক্ষা ও মানবকল্যাণমূলক বহু কিছু করবেন বলে খেয়াল করছেন। তিনি একাধিকবার শ্রেষ্ঠ শ্রেনী শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত হন। শিরক-বিদআতের ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে আলেমদেরকে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে বলে জানান তিনি। তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যে প্রায় সব জায়গায় মিল রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। মন্দের ভালো হিসেবে বর্তমান সরকারকে তিনি মাদ্‌রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ও আরও সংস্কার করার উদ্যোগ নিতে আবেদন জানান।

www.pathagar.com

ফলাহ্ গাজী মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা জালাল উদ্দিন আনোয়ারী

প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শীর্ষ স্থানীয় দেশ বাংলাদেশ। এর ভৌগলিক অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ঐতিহ্য রয়েছে দীর্ঘ-দিনের। খোদার অঢেল নিয়ামতের অদ্বিতীয় আধার আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। মন মাতানো প্রাকৃতিক শিল্প চাতুর্য্যে বুক ভরে যায়। হাজার বছরের শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লালিত উন্নয়নশীল এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। দেশীয় সংস্কৃতি লোপ পাচ্ছে দিন দিন। ইসলামী তামাদ্দুন তাহাজীবের চর্চা হচ্ছে না মোটেই। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে টোটাল অর্থনীতি। দেশের সার্বিক অবস্থা অত্যন্ত বিপন্ন। টলটলায়মন অবস্থা থেকে বাংলাদেশকে একটি অর্থনীতি সমৃদ্ধ আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে গড়তে ইসলামী দলগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে একমঞ্চে দাড়িয়ে দেশ গড়ার শপথ নিতে হবে। যদি তারা এ দায়িত্ব পালন করা থেকে দূরে থাকে এবং পরস্পর কাঁদা ছোঁড়াছোঁড়িতে ব্যস্ত থাকে তাহলে দেশের জনগণকে নানা রকম বিপর্যয় ও গজবের খেসারত দিতে হবে। দুর্ভোগ পোহাতে হবে সীমাহীন। কথাগুলো বলেছেন ফলাহ্ গাজী মসজিদের খতীব অধ্যক্ষ মাওলানা জালাল উদ্দীন আনোয়ারী। তিনি আনোয়ারা থানার রায়পুর ইউনিয়নের উত্তর পরুয়া পাড়া গ্রামে ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা আহমদ রহমান। আনোয়ারী সাহেব স্থানীয় সুন্নাপাড়া মনিরুল ইসলাম ও চট্টগ্রাম দারুল উলূম আলীয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষার্জন করেন। ১৯৭৪ সালে ছোবহানিয়া আলীয়া মাদরাসা থেকে তিনি হাদীস বিভাগ নিয়ে কামিল পাশ করেন। রাবেতা আলম আল ইসলামী কর্তৃক পরিচালিত ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্স করেন তিনি। তিনি কর্মজীবনে কক্সবাজার শহর, পটিয়া ও আরো বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘদিন খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। পটিয়া ইয়াছিন আউলিয়া মাদরাসাসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন মাদরাসায় তিনি অধ্যক্ষের মত গুরুদায়িত্ব পালন করে। ১৯৮৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিনি ফলাহগাজী জামে মসজিদের খতীবের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ মসজিদ মিশন চট্টগ্রাম মহানগরীর যুগ্ম সম্পাদক। দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসা ও সৃজনী গ্রামার স্কুল ও পরিচালনা পরিষদের একজন সদস্য। আল ইত্তেহাদ সমিতি ও আল এহসান ফাউন্ডেশন নামে দুটি অর্থনৈতিক সংগঠনের তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন

www.pathagar.com

করছেন। তিনি নামে মাত্র ফি নিয়ে অনাথ, এতিম ও গরীব দুঃখী মানুষের মাঝে হোমিও চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিক্ষা, চিকিৎসা ও সমাজগঠন মূলক কলাম ও নিবন্ধ লিখে আসছেন নিয়মিত। তিনি কয়েক বছর ঢাকার একটি পত্রিকার জেলা সংবাদদাতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সামরিক ট্রেনিং নেয়ার সুযোগ হয়েছিল অধ্যক্ষ আনোয়ারী সাহেবের বর্তমানে তিনি যে মসজিদে খতীবের দায়িত্ব পালন করছেন তা নগরীর খ্যাতনামা, আন্দরকিল্লাহ জামে মসজিদ ও অলিখাঁ জামে মসজিদের মতো অনেক পুরনো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এ মসজিদ নির্মিত হয় বলে এলাকাবাসীর ধারণা। নগরীর চকবাজারস্থ কে. বি. আমান আলী রোড ও ডিসি রোডের মিলনস্থলে পাঁচতলা ফাউন্ডেশনের উপর মসজিদটির অবস্থান। বর্তমানে তিন তলা পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে যে, ফলাহ গাজী একজন ধর্মপ্রাণ দানবীর লোকের নাম।

তিনি এলাকার মানুষদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে এ মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ মসজিদের নামে তিনি প্রচুর সম্পত্তিও ওয়াকফ করে যান। এখনও পর্যন্ত এ ধন সম্পদের আয়ের মাধ্যমে মসজিদের ব্যয়ভার বহন করা হয়। এ মসজিদের নামে প্রায় ৫ একর সম্পত্তি রয়েছে বলে জানা গেছে। ঘনবসতি পূর্ণ এ এলাকার মানুষগুলো খুবই ধর্মভীরু। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে এখানে প্রায় ৩০০ জন মুসল্লী হাজির হয়। মসজিদের বর্তমান মুতাওয়াল্লী শিল্পপতি আলহাজ্ব আবু সালেহ মুহাম্মদ শাহজাহান। রাজনীতি ও ইমামতি গলাগলি করে চলে। ইসলামী শরীয়তে এ দুটোর তফাৎ নেই। ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হওয়ার কারণে অনেকে ইসলামের সঠিক মেজাজ বুঝতে না পেরে রাজনীতিকে ইমামতি থেকে আলাদা করে ফেলেছেন।

মুয়াজ্জিন হাফেজ আবুল কাসেম। সমাজ গঠনে উক্ত মসজিদের ভূমিকা অপরিসীম। এখানে ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি হিফজখানা, ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ইসলামিক পাঠাগার ও অডিটোরিয়াম। তাছাড়া একটি ফ্রি চিকিৎসা কেন্দ্র, মহিলা মাদরাসা, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার খোলার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ছাড়া মসজিদের মোতাওয়াল্লী কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় একটি হোমিও কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। অসংখ্য ছাত্র কলোনীতে ভরা ডি. সি. রোডের শিক্ষা-সংস্কৃতির দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। মসজিদ ভিত্তিক সমাজ গঠনে ফলাহ গাজী মসজিদের ভূমিকা অগ্রগন্য। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এ মসজিদকে কেন্দ্র করে এলাকায় একটি শান্তিপূর্ণ ইসলামিক পরিবেশ গড়ে উঠবে।

www.pathagar.com

বায়তুস সালাম মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মুসা

প্রত্যেক পিতামাতা সন্তানের সার্বিক অবস্থা নজরে রাখলে তারা বিপথগামী হবার কথা নয়। সবাই ইসলামের সহজ সরল সুন্দর পথে সনিষ্টচিত্তে চললে সন্ত্রাস ও দূর্নীতিমুক্ত সোনার বাংলা গড়া ষোল আনা সম্ভব।

উপরোক্ত নসিহতগুলো মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মুসার। তিনি নগরীর দুই নম্বর গেইটস্থ আল ফালাহ গলি বায়তুস সালাম জামে মসজিদের খতিব। মসজিদটি ১৯৮৯ সালে স্থানীয় দ্বীনদার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সর্ব সাধারণের নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এটি তিনগন্ডা জমি জুড়ে টিন শেডে নির্মাণ করা হয়। পরে ৯১ এর ঘূর্ণিঝড়ে তা বিধ্বস্ত হয়ে পড়লে দ্বিতল বিশিষ্ট সুরম্য ইমারত গড়ে তোলা হয় এলাকাবাসীদের মুক্ত হস্তে দান, শ্রম ও পরামর্শের আলোকে।

বর্তমানে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি হলেন আলহাজ্ব শফিক আহমদ (প্রাক্তন এএসপি)। সেক্রেটারী আলহাজ্ব রশিদ সরকার মুহাম্মদ আবদুল আজিজ ও হাফেজ আবদুশ শাকুর মুয়াজ্জিন। পানজাগানা নামাজে এখানে মুসল্লী দু'শতাধিক হলেও জুমায় দু'হাজারের কম হয়না। মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি সকালবেলার ফোরকানিয়া রয়েছে। যেখানে পঞ্চাশোর্ধ পিচ্চি ছেলেমেয়ে দ্বীনি তা'লিম তরবিয়ত হাসিল করছে বলে জানা যায়।

মুসল্লীদের ইলমী যোগ্যতাকে সমৃদ্ধ করার জন্যে এখানে কুরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য সম্বলিত একটি পাঠাগার রয়েছে। মসজিদে ধর্মীয় দিবসগুলো দ্বীনি অনুভূতি সহকারে পালন করা হয়। খতিব সাহেবের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় এখানে তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। চল্লিশ জনের বেশী জ্ঞান পিপাসু মুসল্লী এ মজলিশে হাজির হন। এ সিস্টেম লাগাতার পাঁচ বছর ধরে জারী রয়েছে বলে তিনি জানান। খতিব ও মুয়াজ্জিনের সাথে রয়েছে মুসল্লীদের নিবিড় দ্বীনি সম্পর্ক। ভ্রাতৃত্বের বাঁধনে তারা পরস্পর ঘরোয়া ধরনের। প্রতি জুমায় খতিব সাহেবের খুৎবা পূর্ব আলোচনা চলমান আধুনিক সমস্যার সমাধান সমৃদ্ধ। তিনি কুরআন-হাদিসভিত্তিক দালিলিক বক্তব্য রাখেন সৎ সাহসে। তার যুগোপযোগী বক্তব্য শোনার জন্যে দূর-দূরান্তের লোকজনও এখানে জুমায় হাজির হতে দেখা যায়। মসজিদভিত্তিক সমাজ গঠনে এই মসজিদের অবদান কোন অংশে কম নয়। এখানে পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াত ধরার জন্যে তরুণ ছাত্র সমাজের দৌড়াদৌড়ি লক্ষ্যণীয়। সর্বস্তরের জনগণকে মসজিদমুখী করার লক্ষ্যে আর্ত-পীড়িতদের মাঝে মসজিদভিত্তিক যাকাত বন্টনের

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষীয় পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা যায়।

খতিব সৈয়দ মুহাম্মদ মুসা জন্মগ্রহণ করেন ১৯৬৪ সালে বোয়ালখালী থানার সারোয়ারতলী গ্রামে। তার পিতা মরহুম আলহাজ্ব সৈয়দুল আলম ছিলেন একজন শিক্ষা অফিসার। খতিব সাহেবের পড়াশোনার হাতে খড়ি স্থানীয় মক্তব ও প্রথমিক বিদ্যালয়ে। তিনি বেঙুরা মাদরাসায় কিছুদিন পড়াশোনার পর ভর্তি হন ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসায়। সেখান থেকে তিনি ১৯৮৪ সালে হাদিস গ্রুপ নিয়ে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন। ১৯৮৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ নিয়ে বিএ অনার্স করেন সাফল্যের সাথে। ইলমী যোগ্যতাকে আরো বাড়ানোর জন্যে তিনি আইআইআরও এবং বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেন। সাংগঠনিক জীবনে তিনি মজলিসুল ওলামা চট্টগ্রাম মহানগরী শাখা সেক্রেটারী এবং বাংলাদেশ মসজিদ মিশন পাঁচলাইশ থানা সভাপতি। তিনি আলহেলাল কিশোর সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন। মাওলানা সাহেবের কর্ম জীবনের প্রারম্ভিকা হুলাইন ইয়াছিন আওলিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায়। তিনি সেখানে দীর্ঘ ছয় বছর পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রেডিও ও সিটিভির ইসলামী প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন তিনি অনিয়মিতভাবে। তার বেশ কিছু নিবন্ধ প্রবন্ধ দেশের বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হয়। ভবিষ্যতে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি বই লিখবেন বলে জানান।

১৯৯০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ঐতিহ্যবাহী কাজেম আলী হাইস্কুলের হেড মাওলানা এবং উপরোক্ত মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যাচ্ছেন।

বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে খতিব সাহেবের নিকট কতিপয় প্রশ্ন

অনুসন্ধান ঃ সর্বত্র শোনা যায় নারী নির্যাতনের সাতকাহন। মেয়েরা প্রতারিত হচ্ছে, এসিড দগ্ধ হচ্ছে, যৌতুকের বলি হচ্ছে অহরহ। ভোগের পণ্য হয়ে বিক্রি হচ্ছে যত্র তত্র। সমাজে যে সমস্ত নারী নানা রকম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তারা কেবল মাত্র পর্দা প্রথা লঙঘন করার কারনেই হচ্ছে। ইসলামের পর্দা বিধান নারীদের জন্য ঢাল স্বরুপ। যারা পর্দা প্রথাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছে তারাই নারী মর্যাদার অবমাননা করছে। একথা ধ্রুব সত্য যে পর্দাহীন নারীরাই সকল অঘটন ঘটন পটিয়সী। সহ শিক্ষা নারীর জন্য অভিশাপ। সহ শিক্ষার সুবাদেই সব অসামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। যেহেতু মেয়েরা মোমবাতির মত সহজে গলনীয়।

হুবের রসুল তথা রসুলের মহব্বতের নিয়ে অনেকে রাশি রাশি বক্তব্য ঝাড়ে। আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি ?

খতিব রসুলের প্রতিফলন ঘটে আনুগত্যের মাধ্যমে। আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর অনুসরণবহীন আনুগত্য হয় না। সুতরাং যারা কুরআন সুন্নাহর আমল না করে হুকের রসুলের দাবী করে তারা ভূয়া আশেক। বৃটিশরা এ রকম কিছু বিপথগামী ধার্মিক তৈরী করে গেছে যাদের সন্তানরা এখনও ইসলাম নিয়ে নানা রুপ ষড়যন্ত্রের জাল বুনে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

খাগড়া ছড়ি কোর্ট জামে মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা এ.কে আহমদ উল্লাহ

পার্বত্য অঞ্চল খাগড়া ছড়িতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে বেশী দিন হয় না। বিংশ শতাব্দীতেই এখানে মুসলমানগন বসতি গড়ে তোলে। দিন দিন ক্রমানুগতিতে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে ১৯৭২ সালে খাগড়াছড়ি কোর্ট জামে মসজিদটি নির্মিত হয়। মসজিদটি জেলা শহরের উপকণ্ঠে ডি.সি অফিসের সামনেই অবস্থিত। তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক ২ একর জমির উপরে এ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদ ভবনের আয়তন ৬০০০ বর্গফুট। প্রথমে এ মসজিদ কুঁড়ে ঘর আকারে নির্মাণ করা হয়। পরে এতে লোক সংকুলান না হলে এ ঘরটি আরো একটু সম্প্রসারণ করে বড় সড় মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। শহরে মুসলিম জনসংখ্যা চক্রবৃদ্ধি বাড়তে থাকায় মসজিদে মুসল্লীও বেড়ে যেতে লাগল। এক পর্যায়ে জেলা প্রশাসন তিন তলা ফাউন্ডেশনের ভিত্তি দিয়ে একটি সুরম্য মসজিদ গড়ে তুলে। প্রশাসনের এ উন্নয়নমূলক কাজে ধর্মপ্রাণ জনগণ সার্বিক সহযোগিতা করে। এতদাঞ্চলে পাহাড়ী মুসলমানদের জন্য এটি দ্বিতীয় মসজিদ।

এ মসজিদে ওয়াক্তিয়া নামাজে শতাধিক মুসল্লী হলেও জুমার পাঁচ শো ছাড়িয়ে যাবে। মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি ফোরকানিয়া ও পাঠাগার রয়েছে। ৫০ জন ছাত্র ফোরকানিয়ার পড়াশোনা করে। বনাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় মসজিদের চারিপাশে মূল্যবান গাছ-গাছালি ও বাগান রয়েছে। এ মসজিদে পুকুর ও বিশাল কবরস্থান রয়েছে। ইমাম ও মুয়াজ্জিনের জন্য মসজিদের পক্ষ থেকে বাসা দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে পুকুরের ঘাটসহ নতুন নতুন কিছু কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।

সম্মখস্থ দ্বিতলা ভবন, দোকান ও মেস ভাড়ার আয় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। মসজিদের খতিব মাওলানা এ.কে আহমদ উল্লাহ ১৯৫০ সালে চাঁদপুর জেলার হাজী গঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন।

তার পিতার নাম মৌলভী ইয়াছিন মিয়াজী। তিনি নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা থেকে হাদিস গ্রুফে কামিল পাশ করেন। তিনি পি.টি. আই ডিসেমিনিশন কোর্স, ক্লাস্টার ট্রেনিং ও মসজিদ মিশনের ইমাম প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি দারুল আইতাম এতিমখানা, খাগড়াছড়ি সদর ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা গোলে পাড়া ফোরকানিয়া, টি এন্ড টি ফোরকানিয়া সহ বহু মসজিদ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৮২ সাল থেকে খাগড়াছড়ি মডেল সরকারী বিদ্যালয়ে তিনি সহকারী প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। সামাজিক জীবনে তিনি খাগড়াছড়ি ইসলামী পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ পরিষদ এবং ইমাম ও ওলামা পরিষদ সভাপতি। তিনি খাগড়াছড়ি গারাঙ্গিয়া কমপ্লেক্স ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি। একাধিক বার তিনি থানা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন।

মানব কল্যাণ মূলক কাজের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

শিরক-বিদআত উৎখাত, কুসংস্কার ও অনাচার দূরীকরণের মাধ্যমে মসজিদভিত্তিক ইমামগণ গঠনমূলক ভূমিক রেখে যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি পাশ্চাত্যের মানবগড়া মতবাদ পায়ে দলে আল কুরআনের আলোকধারায় উজ্জীবিত হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহবান জানান।

www.pathagar.com

ফাঁসিয়াখালী আন্‌নর আলী মসজিদ

খতীবঃ মাওলানা এ. এইচ. এম বদিউল আলম

দাওয়াতী জিন্দেগীই মুসলমানী জিন্দেগী। মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে তাওহীদ রেসালাত ও আখেরাতের প্রতি ঈমান সুদৃঢ় করার জন্য। আল কুরআনের আলোকে মানুষের নৈতিক চরিত্র সংশোধন করতঃ পরকালীন মুক্তি হাছিল করা প্রত্যেক মুম্বমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

সৎ কাজে আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে লোকজনকে বিরত রাখা আলেম-ওলামা সবার জন্য ফরজ। এ কাজ ইমাম আলেমগণ সভা, সমিতি ও বিভিন্ন পরিষদ গঠনের মাধ্যমে করতে পারেন। এমনিভাবে কুরআন সুন্নাহ্‌র পথে নির্ভিকচিত্তে অহর্নিশ দাওয়াত দেয়াকে মাওলানা এ. এইচ. এম বদিউল আলম জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তিনি নিজ এলাকাস্থ ফাঁসিয়াখালী ইসলামিয়া সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, তৎসংশ্লিষ্ট মসজিদের খতীব ও ফাঁসিয়াখালী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসার প্রভাষক।

তিনি ১৯৪৯ সালে কক্‌সবাজার জেলাধীন নবগঠিত পেকুয়া উপজেলায় ফাঁসিয়াখালী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা মোজাফফর আহমদ ও দাদা আলহাজ্ব মাওলানা ছমিউল্লাহ সুপরিচিত আলেমে দ্বীন ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া ও কুতুবদিয়ায় একটি মাদ্‌রাসায় দীর্ঘদিন পড়াশোনার পর ১৯৭৪ সালে দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে হাদিস বিভাগে কামিল পাশ করেন।

১৯৭৫ সালে তিনি আই. এ. পাশ করেন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি ১৯৭৮ সাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও ৭৯ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি নেন।

তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা উপর ডি. এইচ. এম. এস ডিগ্রিও অর্জন করেন।

কর্মজীবনে তিনি রাঙ্গুনিয়া আলমশাহ পাড়া আলীয়া মাদ্‌াসায় ও পুঁইছড়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রাঙ্গীখালী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা ও চন্দনাইশ জাফরাবাদ ফাজিল মাদ্‌রাসায় ২৪ বৎসর উপধ্যাক্ষের দায়িত্ব আনজাম দেন।

মাওলানা সাহেব ২ বার সৌদি আরব সফর করেন। তিনি সেখানে বিখ্যাত স্থান সমূহ পরিদর্শন করে প্রভূত জ্ঞান হাছিল করেন। একামতে দ্বীনকে তিনি মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ১৯৯৬ সালে

www.pathagar.com

এলাকাবাসীর সহযোগিতায় তার একান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ফাঁসিয়াখালী ইসলামিক সেন্টারের সেল্টার বহুমুখী প্রকল্প রয়েছে। এখানকার হেফজখানা, এতিমখানা ও নুরানী মাদ্‌রাসায় প্রায় দু-শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া বিধবা ও দুস্থদের সহয়তা কেন্দ্র, সাইক্লোন সেল্টার ও হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়ও এর অন্তর্ভূক্ত। ফাঁসিয়াখালী জুনিয়র হাই স্কুলের উপদেষ্টা সদস্য ও অন্যান্য সামাজিক কাজে জড়িত আছেন তিনি। ভবিষ্যতে তিনি একটি মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা রাখেন। দ্বীনের দাওয়াতকে সার্বজনীন করার জন্য তিনি মেহমান হিসেবে ওয়াজ মাহফিলে যোগদান করেন। এলাকায় মাওলানা সাহেবের যথেষ্ট কদর রয়েছে। তিনি শরীয়তের হুকুম বাস্তবায়নের জন্য কারো চোখ রাঙানিকে পরওয়া করেন না। মাওলানা সাহেবের অসংখ্য কারামত পরিলক্ষিত হয়েছে বলে জানা যায়। সদা সক্রিয় সহজ সরল এ মাওলানা নিজের জীবনে আল কুরআন কায়েম করতে সর্বদা সচেতন। তিনি চুনতীর পীর সাহেব আল্লামা হাবীব আহমদের মুরিদ।

নামাজ কায়েম, যাকাত দান, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে লোকদেরকে বাধা দেয়ার জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। তাই তিনি প্রশাসনিক নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে জনগণের সাথে একাকার হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি ক্ষমতাসীন সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, অপসংস্কৃতির অবাধ সয়লাব রোধ ও সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষার চালু না করলে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব নয়। তিনি সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের চরিত্র সংশোধনের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আলেম সমাজের প্রতি আবেদন জানান। ফাঁসিয়া খালী আন্‌নর আলী মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালে। মরহুম আমীর হামজা নামক একজন ধর্মপ্রাণ লোক সর্বসাধারণের নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহার আয়তন ৮০০ বর্গফুট। হাজী দানু মিয়া মসজিদের মুতাওয়াল্লী। এখানে পান্‌জেগানা নামাজে দুশতাধিক হলেও জুমায় চার শয়ের কম নয়। মসজিদের উত্তর পার্শ্বে একটি বড় কবর স্থান রয়েছে। মসজিদের ইমাম হাফেজ আবদুশ শাকুর পরিচালিত আদর্শ মকতবে প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্র রয়েছে। মসজিদের সাথে রয়েছে একটি পুকুর। মুসল্লীরা এখান থেকে অজু-গোসল সেরে থাকে। প্রচুর গাছ-গাছালি মসজিদ এলাকাকে মনোরোম করে তুলেছে। মসজিদ মাঠে প্রতি বৎসর সীরাতুন্নবী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকায় ইসলামিক সেন্টারে ও মসজিদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ভবিষ্যতে এ মসজিদকে আরো সম্প্রসারণ করে বহুতল ভবন নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। মসজিদ ভিত্তিক সমাজ জীবনে এ ইসলামী সেন্টার ও মসজিদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

www.pathagar.com

এফ রহমান হল মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাঈল

বৃটিশ প্রবর্তিত ধর্মনিরপেক্ষ সহ-শিক্ষা নৈতিক অবক্ষয়ের মৌলিক কারণ। কো-এডুকেশান সিস্টেমে নৈতিকতা আপেক্ষিক অমান্যমূলক। যে যা-ই বলুক মানুষ ধর্মীয় জীব। ধর্ম আছে, ছিল এবং থাকবে। আবহমান কাল থেকে ধর্মের গোড়ার কথা-নাফসম্বর ক্ষুৎ-পিপাসা পূরণের জন্যে নারী-পুরুষের অবৈধ ও অসামাজিক মেলামেশা অবাঞ্ছিত-গর্হিত। নৈতিকতা বিবর্জিত। সামাজিক শান্তিও স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী। সেক্যুলার এডুকেশন মেট্রিয়ালিজম শেখায়। মানুষকে গড়ে তুলে ধূর্ত শয়তান রূপে। আজ দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে জ্ঞান পামর পৈত্তলিক ভক্ত মাদাসক্ত মাঝির ইশারায়। সর্বস্তরের যুব সমাজ গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান। মানবতা, নৈতিকতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ হারিয়ে হায়েনাসুলভ আচরণ করছে। অহি নকুল লড়াইয়ে প্রতিদিন মরছে। এহেন চরম নৈতিক অবক্ষয় বোধ করতে হলে প্রয়োজন সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং নিউজ ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার সদ্ব্যবহার।

কথাগুলো মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাঈলের। তিনি নগরীর অদূরে অবস্থিত স্যার এ এফ রহমান হল মসজিদ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য পেশ ইমাম। মসজিদটি ১৯৭১ সালে হল নির্মাণের সময় আবাসিক ছাত্রদের নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেন। মূল হলের পেছনে সংযুক্ত একটি ভবনের তৃতীয় তলায় ৬০০ বর্গফুট আয়তন নিয়ে মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদে একটি ইসলামী পাঠাগার রয়েছে। মসজিদের সাথে লাগোয়া শহীদ জোবায়ের স্মৃতি পাঠাগারটি বেশ বড়সড়। এখানে নানা রকম ইসলামী সাহিত্য ও দৈনিক পত্রিকা রয়েছে। হল প্রভোষ্ট মসজিদের পরিচালক। বর্তমান প্রভোষ্ট হলেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ হাসান মোহাম্মদ। মসজিদে জমাতে গর জামাতে মুসল্লী সর্বসাকূল্যে প্রতি অক্তে দু'শ হতে পারে। পত্যেহ বাদ আছর এখানে দারসুল কোরআন, দারসুল হাদিস ও মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে আলোচনা চলে।

খতীব মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল চকরিয়া উপজেলার বটতলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৫৩ সালে। তার পিতা মাওলানা গোলাম কাদের একজন দেওবন্দ শিক্ষিত প্রবীণ আলেম ও সমাজ সেবক। তিনি ৪০ বৎসর পর্যন্ত বটতলী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে অবৈতনিকভাবে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। মাওলানা ইসমাঈল সাহেবের পড়াশোনা শুরু হয় কাওমী মাদ্‌রাসায়।

বাঁশখালী পুঁইছড়ি ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল পাশ করে তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। ১৯৭৪ সালে এখান থেকে হাদিস গ্রুপ নিয়ে কৃতিত্বের সাথে কামিল

www.pathagar.com

পাশ করেন তিনি। এরপর ওমরগণি এমইএস কলেজে পড়াশোনা করেন তিনি। সাংগঠনিক জীবনে তিনি খুবই সচল। বটতলী নওজোয়ান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলনে আট দফার পক্ষে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৭১ সালে তিনি এলাকাবাসীর সহযোগিতায় মজলুম মানুষের পুনর্বাসন কমিটি গঠন করে সবার আস্থা কুড়াতে সক্ষম হন। দারুল উলুম মাদ্‌রাসায় কামিল ক্লাসে থাকাকালিন তিনি তৎকালিন ছাত্র সংসদের জিএস ছিলেন। আশির দশকে বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও চট্টগ্রাম জেলা সেক্রেটারী এবং মসজিদ মিশন ও ইত্তেহাদুল উম্মার বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শাহী কলোনী পরিচালনা কমিটির সভাপতি।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ইমাম ট্রেনিং কোর্সের একুশতম ব্যাচে তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৫ সালে আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থা (আইআইআরও) কর্তৃক অনুষ্ঠিত দাওয়াত বিষয়ক কোর্সে মুমতাজ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন তিনি। এই সংস্থার মুবাল্লিগ হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্ব আনজাম দেন।

রিপ্রেসার্স কোর্সসহ আরো অনেক কোর্সে অংশগ্রহণ করেন তিনি। চট্টগ্রামে ইমাম ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপনের পেছনে যে কজন আলেম জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তিনি তাদের মধ্যে একজন। কর্মজীবনে তিনি ১৯৭৪ সালে হাটহাজারী জামেয়া অদুদিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় সিনিয়র মুদাররিস ও হোস্টেল সুপার হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে তিন বছর দায়িত্ব পালন করে তিনি এ এফ রহমান হল মসজিদে ইমাম হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র পেশ ইমাম পদে দায়িত্বরত আছেন।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ও বিষয় নিয়ে ইমাম সাহেব অনেকগুলো প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। একজন ইমাম হিসেবে তিনি বিশ্বাস করেন, মানবজীবনের প্রত্যেক স্তরে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা না গেলে ইহ-পরকালিন মুক্তি অসম্ভব। শিরক বিদআত সম্পর্কে ইমাম সাহেব বলেন- সমাজে ব্যাঙের ছাতার মত শিরক-বিদআতের কারখানা গড়ে উঠেছে। কতিপয় স্বার্থান্বেষী লেবাছধারী আলেম শিরক-বিদআতের প্রচলন করছে ব্যাপকহারে। আজ তামাম বিশ্বে আমাদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ আমরা ইবাদতের নামে হাজারো শিরক-বিদআতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আমাদের ভেতর খুলছিয়ত নেই। মানুষকে দ্বীনের ছহী তালিম দিতে হবে। তাওহীদের বয়ান জারী রাখতে হবে। সকল ধরনের চাঁদাবাজী, মাস্তানী, লুটতরাজ বন্ধ করার জন্যে সরকারকে আরো বলিষ্ট হতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

www.pathagar.com

চামড়া গুদাম মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা মোহাম্মদ ছাবের

যুব সমাজ দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাবিকাঠি। দেশ গঠন ও সমৃদ্ধির জন্যে তাদের ভূমিকা অপরিহার্য। আজ আমাদের যুবকরা লাঞ্ছনা বঞ্চনা ও অযাচিত অবহেলার শিকার। তারা বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। পারিবারিক জীবনে গলগ্রহ। বেকারত্ব সকল অসামাজিক কাজের সাধারণ কারণ। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির পেছনে অযোগ্য বেকাররাই দায়ী। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাই দিন দিন বেকারত্বের জন্ম দিচ্ছে। শিক্ষা পদ্ধতিকে আমূল পরিবর্তন করে ইসলামী মূল্যবোধ এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোকে ঢেলে সাজানো হলে যুব সমস্যার সমাধান সম্ভব। সিলেবাসে ধর্মীয় বিষয় বাধ্যতামূলক করা না হলে সুনাগরিক প্রাপ্তির প্রত্যাশা আকাশ কুসুম। প্রচার মাধ্যমকে অশ্লীলতামুক্ত করে সুস্থ ধারায় নিয়ে আসতে হবে। সরকার যুব সমাজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ আইনের শাসন জারী করলেই তাদের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব। কথাগুলো নগরীর চামড়া গুদাম জামে মসজিদের খতীব মাওলানা মোহাম্মদ ছাবেরের। মসজিদটি ১৯২৯ সালে ৪৪ নং পাথরঘাটা ওয়ার্ডস্থ আছাদগঞ্জ ও আশরফ আলী সড়কের মিলনস্থলে গড়ে উঠে। মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ আলী সওদাগর চরাঞ্চল আবাদ ও ব্যবসায়ী জনসাধারণের পাঁচ বেলা নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি তাঁর নিজস্ব জমিতে মসজিদ ঘর খুব হালকাভাবে বেধেঁছিলেন। পঞ্চাশের দশকের দিকে পাকিস্তানের নাগরিক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মরহুম দোস্ত মোহাম্মদ পানজাবী নিজস্ব আর্থিক অনুদান দিয়ে ইহাকে বর্তমান একতলা ভিত্তির উপর নির্মাণ করেছিলেন। এ মসজিদের পাঁচ বেলা নামাজে প্রচুর মুসল্লীর সমাগম ঘটে। ১২০০ এর কম হবে না। জুমায় উপরে নীচে আশেপাশে কোথাও কোন খালি জায়গা থাকে না। ২০০০ তো হবেই। প্রবীণ হাফেজ মুহাম্মদ আমিন মসজিদের মুয়াজ্জিন। তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত এখানকার ফ্রি মক্তবের শিক্ষকও। মক্তবে ছাত্র সংখ্যা চল্লিশ জন বলে জানা যায়। মসজিদের মুতোয়াল্লী মোহাম্মদ ইয়াকুব একজন দ্বীনদার লোক। তিনি মসজিদকে দ্বীন চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চান বলে উল্লেখ করেন। বর্তমান মসজিদ ভবনটি সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। চুনগুলো খসে পড়ে যাচ্ছে। জানালায় মরীচিকা ধরেছে। এ জনবহুল দ্বীনি এলাকায় মসজিদটি খুব ছোট হয়েছে। চাহিদানুপাতে এখানে সবাই স্বাচ্ছন্দভাবে নামাজ আদায়ের সুপরিসর জায়গা নেই। মসজিদকে ভেঙ্গে নতুন রূপে সংস্কার ও সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা যায়। মসজিদকে একটি আদর্শ পাঠাগার, হলরুম ও ফোরকানিয়া মাদরাসা সমন্বিত সুন্দর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে বহুতল ভবন নির্মাণ করা মুসল্লীদের প্রাণের দাবী। তারা সেক্ষেত্রে দেশী বিদেশী সংস্থার সহযোগিতা চেয়েছেন। চলমান ও সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে খতীব সাহেবের তাওহিদভিত্তিক আলোচনা শোনার জন্য মসজিদে প্রতি জুমায় দুর-দুরান্ত এলাকা থেকে মুসল্লীদের ঢল নামে বলে জানা যায় মসজিদের খতীব মাওলানা ছাবের জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪০ সালে। তার পিতা মরহুম হাফেজ আফিউদ্দিন ছোবহানিয়া মাদ্‌রাসা হিফজ বিভাগে

www.pathagar.com

বহুদিন ধরে দায়িত্ব পালন করেছেন। পতেঙ্গা কাঠগড় মাওলানা সাহেবের জন্মস্থান। তিনি এবতেদায়ী থেকে কামিল পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন একই মাদরাসা থেকে। ১৯৫৯ সালে দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসার কৃতি ছাত্র হিসেবে তিনি হাদিস গ্রুপ নিয়ে প্রথম বিভাগে কামিল পাশ করেন। তিনি পাকিস্তান আমলে ইত্তেহাদুল উম্মা নগর শাখার সেক্রেটারী ছিলেন। দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে মাওলানা সাহেবের ভূমিকা মোটেই নগন্য নয়। তিনি মসজিদভিত্তিক সমাজ গঠনে অবিরত দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। ১৯৫৯ সালে মাওলানা সাহেবের কর্মজীবনের সূচনা হয়। তিনি সে থেকে আজ পর্যন্ত খুব একাগ্রচিত্তে অত্র মসজিদে খতীবের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। খতীব সাহেব তার মসজিদে সাধারণত শিরক-বিদআতমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বক্তব্য রেখে থাকেন।

মার্চ মাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের মাস। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে আলেমদের ভূমিকা কি রকম ছিল জানতে চাইলে মাওলানা সাহেব বলেন, সুদীর্ঘ ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধের ফলে দেশ স্বাধীন হয়। মানুষ শোষণ নির্যাতনের অক্টোপাস থেকে রেহাই পায়। দ্বিজাতিতত্ত্বের আলোকে ভারত বিভক্তির পর থেকে ভারতের হিন্দুরা পাকিস্তান ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেগেই আছে। তারা ৭১ এ সুযোগ গ্রহণ করে বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার আনন্দে মেতে উঠে। ভারত ও রাশিয়ার প্রত্যক্ষ মদদে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয় বলে আলেমদের মাঝে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা চলে আসে। তারা চাননি এদেশকে ভারতীয় শোষণ ও দখলদারিত্বের পটভূমি হিসেবে তৈরী করতে। সামষ্টিক অর্থে আলেমরা নীরবই ছিলেন। অনেকে সন্দেহের শিকার হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীনও হয়েছেন। তবে এ কথা স্পষ্ট যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে কখনো কোন আলেম স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোন কাজ ও মন্তব্য করেননি। বরং স্বাধীনতার পক্ষেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছেন। সমাজে যৌতুকের বলি হচ্ছে মেয়েরা। অনেক পিতা যৌতুক যোগাড় করতে না পেরে তার কন্যাকে বুড়ো করে ফেলছেন। এ সমস্যা নিয়ে আপনি কিছু বলবেন কি? যৌতুকের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট সমাজ। পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি নাস্তানাবুদ করছে এ মারাত্মক প্রবণতা। আলেম সমাজ খোৎবাপূর্ব আলোচনাসহ নিজ নিজ পরিমণ্ডল থেকে এ ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য রাখলে এবং সরকারী আইনের বাস্তবায়ন করলে আশা করা যায়, সমাজ যৌতুকের অভিশাপ থেকে নাজাত পাবে মাওলানা সাহেব স্বাবলম্বী লোক। তিনি মসজিদ ফাণ্ড থেকে কোন বেতন নেন না। নিজেরই মসজিদের একজন তত্ত্বাবধায়ক। জায়েজ না জায়েজ খাওয়ার ব্যাপারে আলেমদের বাছ-বিচারহীন অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যেখানে সুদী ব্যবস্থা সমাজকে কলুষিত করছে। বিপাকে ফেলে দিচ্ছে আলেমদেরকে। সেখানে কেউ নাজায়েজ না খেয়ে পারছে না। তবে সবাইকে সাধ্যমত চেষ্টা করে চলতে হবে। তাকওয়ার দাবী হল অল্পে তুষ্ট হয়ে হিসাব করে করে চলা।

মাওলানা সাহেব দেশে শিরক-বিদআতের ব্যাপক সয়লাব হওয়ার কারণে অভাব যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সৌদি আরবে শিরক-বিদআত নেই। তাই সেখানে নিয়ামতের জরিয়া বহমান রয়েছে। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে নানা শিরক-বিদআতের ফলে মানুষের আক্বিদায় দুষ্ট পোকা ঢুকছে বলে তিনি আফসোস করেন।

মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে মাওলানা সাহেব বলেন, কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক সৎকাজ করে ক্যারিয়ার খোদার রঙে রাঙাতে হবে। জীবনকে গড়ে তুলতে হবে নৈতিক আদর্শের আলোকে। এ কথা সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলাম রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া সমাজে সুখ শান্তি অসম্ভব ব্যাপার।

www.pathagar.com

খাজা রোড ইয়াছিন খয়রাতি মসজিদ

খতীবঃ মাওলানা মোহাম্মদ ওসমান গণি

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। প্রতিটি মানবতার মডারেটর। অস্তিত্বের সাথে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাঁধা শিক্ষা। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন শিক্ষা সাপেক্ষ। যে যেরকম মানুষ গড়ার কারখানার প্রডাক্ট সে সমাজে সেরকম তৎপরতাই দেখায়। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ। ব্যাখ্যা বললে বলতে হয় ধর্মহীন-ধর্মবিরোধী, হাজারো অলি-বুজুর্গ অধ্যুষিত ৯০% মুসলমানের এদেশে দেড় শতাধিক বছর পূর্বেকার প্রবর্তিত খৃষ্টানদের শিক্ষা পদ্ধতি দু'বার স্বাধীনতা লাভের পরও কোন সরকার পরিবর্তন করতে পারেনি। বর্তমান সরকার এ অসম্পূর্ণ ত্রুটিযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনবে বলে প্রত্যাশ্যা রাখেন মাওলানা মোহাম্মদ ওসমান গণি। তিনি নগরীর বাকলিয়া থানাধীন ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার ও খাজা রোডস্থ ইয়াছিন খয়রাতি জামে মসজিদের খতিব। মসজিদটি দানবীর ইয়াছিন খয়রাতি এলাকাবাসীর পানজাগানা নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতল ভবনে নির্মিত এ মসজিদের আয়তন প্রায় আট গন্ডা। পুকুর, গাছ-গাছালি ও বিশাল কবরস্থান ঘেরা মসজিদের চৌহদ্দি। এখানে ওয়াক্তিয়া নামাজে মুসল্লী দু'শত পর্যন্ত হতে পারে। জুমায় দু'হাজার হলে কম নয়। জানা যায়, মসজিদের মোতোয়াল্লী ও কমিটির মাঝে কতিপয় বিষয়ে হেরফের রয়েছে। কমিটির বর্তমান সভাপতি মুহাম্মদ শামসুল আলম। সেক্রেটারী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুহাম্মদ মুসা। মাওলানা মোহাম্মদ আলমগীর মসজিদের পানজাগানা নামাজের ইমাম মুহাম্মদ জামালউদ্দিন মুয়াজ্জিন। মসজিদে কোন অজুখানা, বাথরুম নেই। তবে পুকুরের স্বচ্ছ ও শীতল পানি ব্যবহার করেই মুসল্লীরা অজু সারেন। ভবিষ্যতে অত্যাধুনিক অজুখানা-টয়লেটসহ মসজিদকে আরো সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হবে বলে জানা যায়। তবে এ জন্যে নেতৃত্বের রশি টানাটানির অবসান হওয়া চাই। মসজিদকে চালাতে হবে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক খুলছিয়্যতের সাথে। নতুবা ছওয়াবের চেয়ে আজাব বেড়ে যাবে বলে মন্তব্য করেন জনৈক মুসল্লী।

খতিব মাওলানা মোহাম্মদ ওসমান গণি জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৮ সালে। তার পিতা আলহাজ্ব মাহবুব আলী সওদাগর। চকরিয়া উপজেলার পূর্ব কাঁকারা গ্রাম খতিব সাহেবের জন্মস্থান। মাওলানা ওসমান কাকারা তাজুল উলুম ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় ও চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পড়ে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসা থেকে ১৯৭৬ সালে হাদিস গ্রুপ নিয়ে কামিল পাশ করেন। ওমরগণি এমইএস কলেজ থেকে তিনি ডিগ্রী পাশ করেন। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ১৯৯৮ সালে ইসলামী স্টাডিজ বিষয়ে মাস্টার্স নেন। ১৯৭৯সালে তিনি ডিইউএমএস ডিগ্রী নেন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে। তিনি ক্বেরাতুল কুরআনের উপর বছরব্যাপী কোর্স গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত একাধিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ও 'হু' এর উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় হেকিমি চিকিৎসক কর্মশালায়ও অংশগ্রহণ করেছেন। সাংগঠনিক জীবনে তিনি বাকলিয়া গ্রাম কল্যাণ মিশনের ধর্মীয় উপদেষ্টা ও ইউনানী মেডিকেল এসোসিয়েশন চট্টগ্রাম শাখার কেবিনেট সদস্য। কর্মজীবনে তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত উল্লিখিত মাদরাসায় সুপারের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ২০০২ সালে তিনি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত হন। মাঝখানে তিনি দু-চার বছর চট্টগ্রাম ইউনানী তিব্বিয়া কলেজে খণ্ডকালীন লেকচারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জানা যায়, মজিদিয়া দাখিল মাদরাসা ১৯৭৭ সালে দেশের নামজাদা শিল্পপতি মরহুম আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইলিয়াস ও দানবীর আহমদ হোসাইন দ্বীনি শিক্ষা প্রচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে পাঁচ শতাধিক ছাত্র, ১৪ জন শিক্ষক ও চারজন কর্মচারী রয়েছে। খতিব মাওলানা ওসমান ১৯৯৩ সাল থেকে ইয়াছিন খয়রাতি মসজিদে খতিবের দায়িত্ব আনজাম দিয়ে আসছেন। ছাওয়াবুল ইবাদাত (১৯৮০) ও লাইলাতুল কদর (১৯৮১) তার অনুবাদ প্রকাশনা। এছাড়া তিনি শায়খুল হাদিস আল্লামা নেছারুল হক কর্তৃক অনুদিত মুসলিম শরীফ ও তাফসীরে আমপারার অনুবাদেরও কাজ করেছেন। আল মুহব্বিহাত তার প্রকাশিতব্য একটি অনুবাদকর্ম। আদর্শ শিক্ষক পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগরীর সদস্য তিনি।

www.pathagar.com

সৈয়দ আবদুর রহমান খলিফা মসজিদ

খতীবঃ মাওলানা মুহাম্মদ ফরিদুল আলম রিজভী

মধ্যম কধুরখীল বোয়ালখালী উপজেলার একটি এতিহ্যবাহী এলাকা। এখানে অনেক আলেম-ওলামা, পীর মাশায়েখের জন্ম। মরহুম আবদুর রহমান খলিফা প্রায় দেড় শ বছর পূর্বে এতদাঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি হযরত বায়েজীদ বোস্তামীর অধস্তন পুরুষ বলে জানা যায়। এ বুজর্গ ব্যক্তি শতাব্দীকাল পূর্বে মধ্যম কধুরখীল সর্ব সাধারনের নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে আল্লাহর ওয়াস্তে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তার ইনতেকালের পর ইহা আবদুর রহমান খলিফা মসজিদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মাটির গুদামঘর ছিল তার নির্মিত এ মসজিদখানা। পরবর্তীতে খলিফার প্রজন্মরা মসজিদ সংস্কার-সম্প্রসারণ করেন। এক্ষেত্রে খলিফার ছেলে আকবর আলী খলিফা ও নাতী সৈয়দ মোজাহারুল হকের অবদান অপরিসীম।

সৈয়দ মোজাহেরুল হক জরাজীর্ন অবহেলিত মসজিদকে বর্তমান উন্নত পর্যায়ে নিয়ে আসেন। বর্তমানে আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তাহের মসজিদের সার্বিক সমস্যার সমাধানপূর্বক নবরুপে রুপান্তরিত করেন। মাওলানা আবদুল মান্নান মসজিদের মোতাওয়াল্লী। এখানে পানজাগানা নামাজে মুসল্লী শ-কয়েক হতে পারে। তবে জুমায় ছয় শতাধিক হবে বলে ধারণ করা যায়। দ্বিতল বিশিষ্ট পরিচ্ছন্ন এ মসজিদ এলাকার আয়তন প্রায় ৮০ শতক। মসজিদে নিয়মিত ইমাম হিসেবে রয়েছেন মাওঃ ওবাইদুল হক। মোতাওয়াল্লী নিজেই মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব আনজাম দেন। সুন্দর মিনার ও গম্বুজ এ মসজিদের শোভাবর্ধন করেছে। মসজিদের কবরস্থানে আবদুর রহমান খলিফা, মাওলানা আবদুল বায়েছ, মাওলানা খাইরুল্লাহ ও ছুফী আজীজুর রহমান সহ বহু পরহেজগার লোকের কবর রয়েছে। এ মসজিদের পুকুর বেশ বড়সড়। মুসল্লীগণ এখানকার পানি ব্যবহার করেন। পূর্বপুরুষের ওসিয়তক্রমে মুতাওয়াল্লীগণ ঐতিহ্যগতভাবে এ মসজিদের খরচ স্বেচ্ছায় যোগান দেন। মাওলানা এজাবত উল্লাহ ও ফজলুল করিম ছিলেন মসজিদের উল্লেখযোগ্য সাবেক খতিব। ভবিষ্যতে ইহাকে ত্রিতলায় উন্নীত করা হবে বলে জানা যায়। এলাকায় দ্বীনি প্রভাব সৃষ্টিতে মসজিদের ভূমিকা রয়েছে। মসজিদের খতিব মাওলানা ফরিদুল আলম ১৯৫৬ সালে মধ্যম কুদুরখীল মাওলানা আবুল বশর (রহঃ) এর বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

তার পিতা মরহুম শফিউল বশর একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। খতিব সাহেব চরন্দ্বীপ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা থেকে একাধারে ফাজিল পাশ করেন। দাখিলে তিনি মেধা তালিকায় ৭ম হন। চট্টগ্রাম ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৮১সালে তিনি হাদিস শাস্ত্রে কামিল পাশ করেন। শাকপুরা দারুস সুন্নাহ মাদ্‌রাসায় ২ বছর প্রভাষকের দায়িত্ব পালনের পর ওমান সাইয়্যেদুনা বেলাল হাবসী (রঃ) মসজিদের ইমাম ও খতিব নিযুক্ত হন। যেখানে ১৪ বছর দায়িত্ব পালনের পর আম্মা ও জেঠা মাওলানা আবুল বশর ইন্তেকাল করলে তিনি স্বদেশে ফিরে এসে আল্লাহর ওয়াস্তে উপরোল্লিখিত মসজিদে খতিবের দায়িত্ব নেন। তিনি অসংখ্যবার হজ্ব করেছেন। ইরাক, সৌদিয়া আরব, দুবাই, ভারত, ওমান প্রভৃতি দেশ সফর করেছেন। তার ব্যক্তিগত পাঠাগারে প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার বই রয়েছে। তার একটি বই প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। ভবিষ্যতে তিনি একটি হেফজখানা ও ফোরকানিয়া প্রতিষ্ঠা করার খেয়াল করছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, একজন খতিবকে অবশ্যই তাওহীদ রেসালাত ও আখেরাতের আলোকধারায় আলোচনা সাজাতে হবে। মুতাওয়াল্লীর মন খুশীর পেছনে আটকে থাকা ভীতু ইমামের পেছনে ইকতেদা সমীচীন নয়। মধ্যপ্রাচ্যে আজ অপসংস্কৃতির সয়লাব। নাফসের গোলামী করছে মুসলিম নেতৃবৃন্দ। তিনি ইসলামপন্থীদের সকল দলকে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আল কুরআনের শিক্ষায় উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ফিলিস্তিন, কসোভো কিংবা কাশ্মীরে কোন মুসলমান শহীদ হলে প্রশ্ন উঠে না সে কি সুন্নী না ওয়াহাবী। ইসলামই আমাদের ঐক্যের মাপকাঠি হওয়া চাই। যে মাজারে গেলে শিরক-বিদআতে লিপ্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে সেখানে না যাওয়াকে ভাল মনে করেন তিনি। যেন তেন কারণে যেখানে সেখানে মোমবাতি জ্বালানো কালচার চালু করাকে তিনি পছন্দ করেন না। তিনি সবাইকে আকীদা ও আমলের মাধ্যমে সামগ্রিক জীবন পরিশুদ্ধ করে তোলার আহ্বান জানান।

www.pathagar.com

আতরজান মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা মোস্তাহাছান বিল্লাহ্

ইসলাম একটি সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থার নাম মানব জীবনের সকল সমস্যার সুন্দর সমাধান ইসলাম ধর্মে নিহিত। পৃথিবীর সর্বত্রে আজ মানবতা নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিগৃহীত হচ্ছে। মুসলমানদের পবিত্র রক্তে কলুষিত হচ্ছে সভ্য জনপদগুলো। ইহুদী-খৃষ্টানদের অমানবিক কম্বিং অপারেশনে নিরীহ মুসলমানদের বেঁচে থাকার শেষ স্বপ্নটুকুও উড়ে যাচ্ছে। খুনের নেশায় মেতে উঠেছে বেদ্বীন চক্র। নানা টালবাহানা আবিষ্কার করে মুসলিম দেশগুলোর স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপ করছে খোদার দুশমনরা। ওরাও ফিলিস্তিনে পাখী শিকারের মত মুসলমান মা-বোনদের হত্যা করছে। সর্বস্ব লুন্টন করতে সংকোচ বোধ করছে। সর্বস্ব তাদের ইজ্জত-আবরু। মার্কিন সরকার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাঁটাতার দিয়ে মুসলিম বিশ্বকে জিম্মি করে রেখেছে। মাতৃভূমি বাঙলাদেশেও হক্কানী রব্বানী আলেমরা আজ নিরাপদ নয়। হক কথা বললেই তাদের সামনে রাজনৈতিক ও সামাজিক অজগর এসে ফণা তোলে। আলেম সমাজ আমর বিল মাম্বরুফ নাহি আনিল মুনকারের কাজ করতে পারছে না স্বাধীনভাবে। উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন নগরীর ঘাটফরহাদবেগস্থ আতরজান জামে মসজিদের খতিব মৌলানা হাফেজ মোস্তাহাছান বিল্লাহ্। তিনি ১৯৭২ সালে বাঁশখালী থানার মনকিচর গ্রামে মৌলানা আমিন উদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব। তিনি খুব দ্বীনদার পরহেজগার লোক ছিলেন। তিনি পুরো জীবন চট্টগ্রামের বিভিন্ন মসজিদে খতিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। মাওলানা হাফেজ মুস্তাহছান বিল্লাহ সর্ব প্রথম হেফজখানায় ভর্তি হন। বিভিন্ন হিফজ খানায় হিফজ করার পর শেষ পর্যন্ত তিনি কালুরঘাটের অদূরে অবস্থিত আল আমিন বারীয়া হিফজখানা থেকে হাফেজ হয়ে বের হন। তারপর তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসায় জামাতে ইয়াছদাহমে ভর্তি হন। সেখান থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে এর নাগাড়ে কামিল পাশ করেন ১৯৯০ সালে। কামিলে তার গ্রুপ ছিল হাদিস শরীফ। তিনি কর্মজীবনে এসে বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সে ও রিপ্রেসার্স কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। তিনি প্রশিক্ষণমূলক যে কয়টি কোর্স করেছেন সবগুলোতে ভাল ফলাফল নিয়ে পাশ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সৌদি আরবের জিদ্দা শহরে একটি মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। সৌদি ফেরত হয়ে তিনি ১৯৯৮ সাল থেকে আজ অবধি ঘাটফরহাটবেগস্থ আতরজান জামে মসজিদে খতিব হিসাবে যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। খতিব সাহেব বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন। বর্তমানে তিনি গ্রামের একটি প্রাইমারী স্কুল মধ্যম মনকিচর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি। ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে গঠিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি "আলোকিত শীলকূপঃ

www.pathagar.com

এর সেক্রেটারী। তিনি বাংলাদেশ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। আল হুমাইরা মহিলা মাদ্‌রাসা ও বাঁশখালী ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি বায়তুল্লাহ্ হজ্ব কাফেলার মুয়াল্লিম। তাছাড়া তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্বরত আছেন। নগরীর ঘাটফরহাদ বেগস্থ আতরজান জামে মসজিদ ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আতর জান একজন ধর্মপ্রাণ দানবীর মহিলার মুক্ত হস্তে দান ও প্রচেষ্টায় এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে এর নাম রাখা হয় আতরজান জামে মসজিদ। মসজিদের বর্তমান মুতাওয়াল্লী বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইকবাল। রাস্তার পাশে দুই গণ্ডা জমির উপর মসজিদ ভবনটি প্রসারিত। একটি হেফজখানা ও এতিমখানা খোলার নিমিত্তে মসজিদের তৃতীয় তলা নির্মাণের কাজ সমাপ্ত। ২০০৩ সেশনের প্রথম দিকে এতিমখানা ও হেফজখানা দুটি চালু করা হবে। এ উপলক্ষে এলাকাবাসী ও ধর্মদরদী মুসলমানদের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন কর্তৃপক্ষ একটি মার্কেট করে এ দু'টির জন্য ওয়াকফ করে দেবেন বলে জানা যায়। এ মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি ফাণ্ড রয়েছে। এ ফান্ডের উদ্যোগে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেয়া হয়। তন্মধ্যে অসহায়, দরিদ্র ও এতিমদেরকে সাহায্য সহযোগিতা ও অশিক্ষিত মানুষের মাঝে তালিম তরবিয়ত দেয়া অন্যতম। মসজিদে পানজাগানা মুসল্লীর সংখ্যা দু'শয়ের বেশি। মুয়াজ্জিন হাফেজ শাহাব উদ্দীন। দুইজন খাদেম হলেন মুহাম্মদ মকবুল আহমদ ও আবদুর রাজ্জাক। এখানে ৭০ ছাত্রের একটি ফোরকানিয়া রয়েছে।

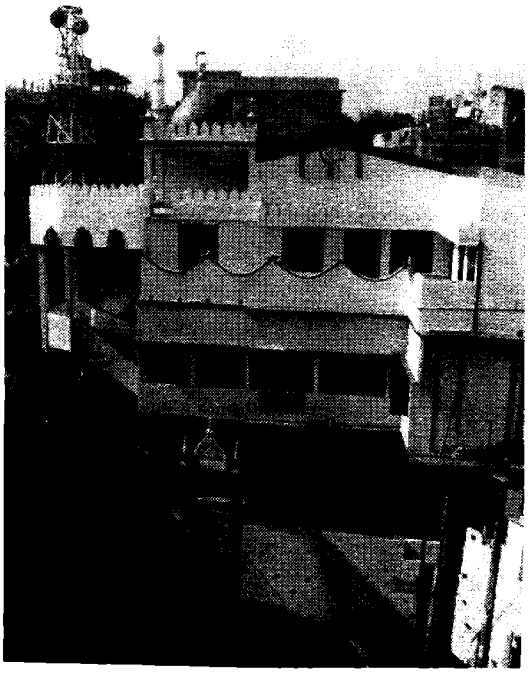

www.pathagar.com

চান্দগাজী জামে মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আলী

দেশের মৌলিক সমস্যা দুর্নীতি ও সন্ত্রাস। দুর্নীতি ওপেন সিক্রেট। প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতির মারাত্মক সয়লাবে অফিস-আদালতের কর্মচারী-কর্মকর্তাবৃন্দ অলওয়েজ খাই-খাই করে থাকে। সন্ত্রাস রাজনৈতিক দলগুলোর হুংকার। সন্ত্রাস ও রাজনীতি যমজ ভাই। অশিক্ষা বেকারত্ব ও আকাশ সংস্কৃতি সন্ত্রাসের মূল কারণ। বর্তমান সরকার ইসলামী মূল্যবোধের দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। তাদের নির্বাচনী ওয়াদার মূলকথা সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমন। সংসদে ইসলামী আইন পাশ করে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির শাস্তি নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। সেই শাস্তির করুণ বিবরণ রেডিও টিভি ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে সবাইকে সতর্ক রাখার ব্যবস্থা নিলে দেশে শান্তির সুবাতাস বইবে বলে বিশ্বাস করেন নগরীর বাকলিয়া থানাধীন আবদুল লতিফ হাটস্থ হাজী চান্দগাজী জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও খতীব হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আলী।

তিনি ১৯৬০ সালে ৩ জানুয়ারী ফটিকছড়ি উপজেলার পাইন্দং গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মাওলানা বাড়ীর সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল কবির ভারতের শ্রাহাকনপুর থেকে ডিগ্রি নেয়া একজন সুপ্রসিদ্ধ আলেম। তিনি আজীবন ইসলামী সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করে গেছেন। ১৯৮৯ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। খতীব সাহেব পাইন্দং হেদায়াতুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় পড়াশোনা শুরু করে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পঞ্চম শ্রেণীতে তিনি বৃত্তি অর্জন করলে আম্মাজান ও ভগ্নিপতি আবুল বশর সাহেবের অনুপ্রেরণায় শাহছুফী মাওলানা মীর আহমদ মুনিরী (রাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত রাঙামাটিয়া মুনিরীয়া হাফেজিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি ২২ পারা হেফজ করেন। ১৯৭২ সালে আম্মার মৃত্যুর পর তিনি চট্টগ্রাম শহরে চলে এসে মিয়াখান নগরে মোজাহেরুল উলুম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে বাকী হেফজ শেষ করেন, একই মাদরাসায় জামাতে পঞ্চম পর্যন্ত তিনি অধ্যয়ন করেন। অতপর তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসায় স্থানান্তরিত হন। ১৯৮৭ সালে তিনি হাদিস গ্রুপ নিয়ে সেখান থেকে কামিল পাশ করেন।

তিনি ১৯৮৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণ করেন।

সাংগঠনিক জীবনে তিনি খুবই সক্রিয়। তিনি বাংলাদেশ মসজিদ মিশন ও জাতীয় ইমাম সমিতি বাকলিয়া থানা শাখা সভাপতি। পূর্ব বাকলিয়াস্থ ইসলামিক কো-অপারেটিভ সোসাইটি নামের একটি উন্নয়নমুখী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। তিনি মসজিদ সংশ্লিষ্ট মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী ও আল করিম হজ্ব কাফেলার ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তাছাড়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষক সমিতির কোষধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অবসর পেলেই পড়াশোনা করেন। তার নিজস্ব লাইব্রেরীতে

www.pathagar.com

প্রচুর বই রয়েছে। সমাজের সর্বস্তরে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিয়মিত ওয়াজ করেন। ১৯৮০ সালের ৩০ জানুয়ারী থেকে আজ পর্যন্ত কর্মজীবনে তিনি এ মসজিদ ছেড়ে অন্য কোথাও যাননি। শিরক-বিদআতের ব্যাপারে তিনি খড়গহস্ত। তিনি মনে করেন সরকারী ভাবে উদ্যোগ নেয়া হলেই এ দুই মারাত্মক গুনাহ থেকে মুসলিম উম্মাহ নিস্তার পেতে পারে।

তিনি পত্র-পত্রিকায় লিখালিখি করেন অনিয়মিতভাবে। তিনি বিশ্বাস করেন কুরআন সুন্নাহর আলোকে পাড়ায় পাড়ায় সংগঠন গড়ে তোলা হলেই সামাজিক ভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। নারীর ক্ষমতায়নকে এ জাতির জন্য অভিশাপ বলে মনে করেন তিনি তিনি প্রচার মাধ্যম সমূহে নামাজের আরকান আহকাম, দোয়া-দরুদ প্রভৃতি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানান সরকারের প্রতি।

বিশিষ্ট দানবীর মরহুম হাজী চান্দগামী নামক একজন ধর্মভীরু লোক ১৮৮২ সালে সর্বসাধারণের নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে এ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতল বিশিষ্ট এ মসজিদ এলাকার আয়তন তিন কানির কম নয়। মসজিদটির সামনে রয়েছে শীতল ও স্বচ্ছ জলের একটি পুকুর। পুকুরের চারপাশে নারিকেল ও সুপারি গাছের সারি মসজিদ এলাকায় শোভা বর্ধন করেছে। মুসল্লীগণ অজু করার জন্য সারা বছর এই পুকুরের পানি ব্যবহার করে থাকে।

মসজিদকে ঘিরে রয়েছে একটি বিশাল কবরস্থান। কবরস্থানের ভেতর হরেক রকমের গাছ-গাছালি পরিবেশকে মনোরোম করে তুলেছে। একটি ইসলামী পাঠাগার রয়েছে এ মসজিদে। সেখানে দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত প্রচুর বই-পুস্তক বিদ্যমান। আলহাজ্ব আবদুশ শাকুর সওদাগর মসজিদ পরিচালনা কমিটির বর্তমান সভাপতি। মৌলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ, সহকারী ইমাম মৌলভী নুরুল ইসলাম মুয়াজ্জিন। হাজী আবদুস সামাদ তার সহকারী। এখানে পানজেগানা নামাজে মুসল্লী জামাত আড়াই শতাধিক হলেও জুমায় উপরে নীচে প্রায় বারশো ছাড়িয়ে যায়।

মসজিদকে কেন্দ্র করে রয়েছে দ্বিতল বিশিষ্ট পূর্ব বাকলিয়া হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা ও এতিমখানা নামে একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় সমাজ সেবক ও শিক্ষানুরাগী মরহুম হাজী ইয়াকুব সওদাগর, হাজী আবদুল্লাহ সওদাগর, হাজী আবুল কাসেম সওদাগর, কবির আহমদ সওদাগর প্রমূখসহ স্থানীয় ধর্মপ্রাণ লোকজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৮৩ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত এ মাদ্‌রাসায় বর্তমানে দেড়শো জন ছাত্র দ্বীনি তা-লিম তরবিয়ত অর্জন করছে। মাদ্‌রাসার মাঠকে মসজিদের ঈদগাহ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটিই পূর্ব বাকলিয়ার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ। ভবিষ্যতে এ মসজিদকে একটি বহুতল ভবনে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এখানে মসজিদ কর্তৃপক্ষের সার্বিক তত্ত্বাবধানে টিকা দান কর্মসূচীসহ বেশ কিছু সমাজ সেবামূলক কাজ আনজাম দেয়া হয়। মসজিদে খতীব সাহেব চলমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে কুরআন-হাদিসের আলোকে স্বাধীনভাবে বক্তব্য রাখতে পারেন। মসজিদ ভিত্তিক সমাজ গঠনে এ মসজিদের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসল্লীরা এ মসজিদকে একটি মূখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।

www.pathagar.com

কাতালগঞ্জ শেখ বাহারউল্লাহ মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা ফরিদ আহমদ

তারুণ্য লক্ষ্যভ্রষ্টহীন মিসাইল। অসীম সাহসের ঠিকানা। তারুণ্যের দিনগুলো দূর্বার বেগবান। অজেয়কে জয়, অধরাকে ধরা ও দুস্তর মরু পাড়ি দেয়ার সময় তারুণ্য। তরুণরা আগুনের ফুলকি। বিপ্লবের কাণ্ডারী। তরুণরা যা-ই চায় ত-ই পারে। এদের হাতেই দেশের আগামী। এদেরকে আল

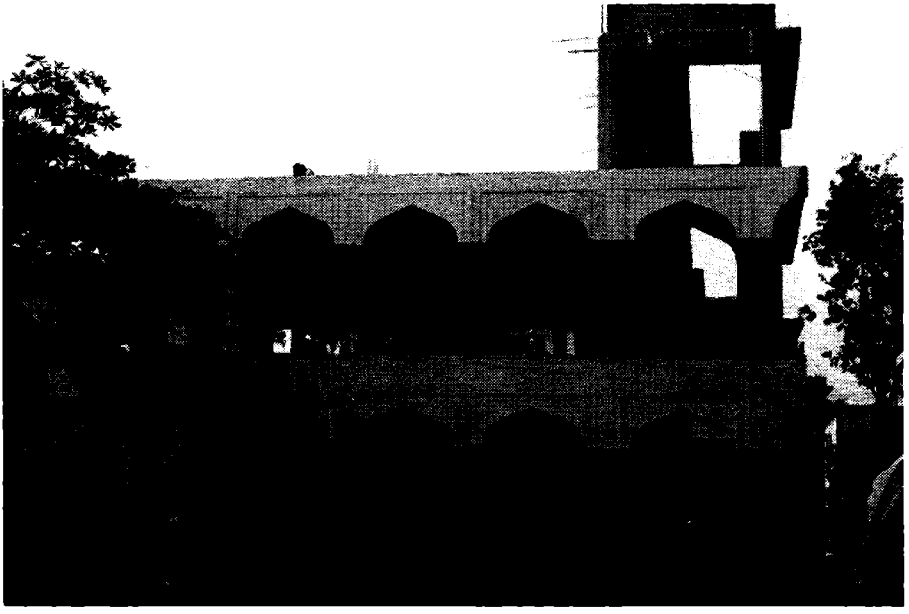

কুরআনের আলোকধারায় উজ্জীবিত করতে হবে। একদল নিবেদিত তরুণই পারে অসত্যের মূলোৎপাঠন করে হেরার তোরণ নির্মাণ করতে। পারে ইহ-জাগতিক কল্যাণময় রাষ্ট্র গড়তে।

কথাগুলো মাওলানা ফরিদ আহমদের। তিনি ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম কর্তৃক পরিচালিত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসা-ই আবু হোরায়রাম্বর অধ্যক্ষ ও কাতালগঞ্জস্থ শেখ বাহারউল্লাহ জামে মসজিদের সুযোগ্য খতীব। জানা যায়, মসজিদটি মোঘল আমলে আরব দেশ থেকে আগত শেখ বাহারউল্লাহ নামক একজন মুবাল্লিগ দ্বীন প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক এ বুজুর্গ মসজিদের জন্যে অনেক জমি ওয়াকফ করে যান। তার নির্মিত মসজিদ ভবনটি নানারকম কারুকার্য সমন্বিত গম্বুজ বিশিষ্ট দ্বিতল। প্রাচীন পুরাকীর্তি সংরক্ষণের স্বার্থে নতুন ভবনের কাজ এগিয়ে চললেও ইহাকে অক্ষত রাখা হয়েছে। মসজিদে মুসল্লী চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকায় এবং পুরাতন ভবন জরাজীর্ণ হয়ে পড়লে পরিচালনা কমিটি বিশালাকারের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করে দেয়।

www.pathagar.com

জানা যায়, সাত তলার ফাউণ্ডেশনের উপর ইহা ভিত্তিকৃত। ভবিষ্যতে ইহাকে হেফজখানা, এতিমখানা, গণ শিক্ষাগার, গণ-পাঠাগার, সমাজসেবা অফিস ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের সমন্বয়ে অত্যাধুনিক ইসলামিক কমপ্লেক্স আকারে গড়ে তোলা হবে। মসজিদে পানজাগানা নামাজে মুসল্লী দেড়শ্বশ ছুঁয়ে যাবে। জুমায় দেড় হাজারের চেয়ে বেশী হবে। সাবেক সরকারী কর্মকর্তা মাওলানা আবদুর রহমান মসজিদ কমিটির পরিচালক। সেক্রেটারী মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ খান। এ মসজিদের একটি কবরস্থান ও বেশ কিছু ভাড়াটে দোকান রয়েছে। এখানে মুয়াজ্জিন কর্তৃক পরিচালিত ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় ছাত্রসংখ্যা পঞ্চাশোর্ধ। মুয়াজ্জিন হাফেজ মুজিবুর রহমান। স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে এই মসজিদের প্রভাব পুরোপুরি বিদ্যমান। খতীব সাহেব প্রত্যেক বাদ আছর শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল নিয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস উপলক্ষেও কুরআন-হাদিসভিত্তিক সারগর্ভ তকরির রাখেন। মুসল্লীদের সাথে ইমাম-মুয়াজ্জিনের সম্পর্ক খুবই দৃঢ়। জুমায় ইমাম সাহেবের দাওয়াতীমূলক বক্তব্যের দরুণ তরুণ মসুল্লী সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। মসজিদভিত্তিক সমাজ গঠনে এই মসজিদ এগিয়ে রয়েছে।

খতীব মাওলানা ফরিদ আহমদ জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৫ সালে। তার পিতা মরহুম সিদ্দিক আহমদ বাঁশখালী উপজেলার পূর্ব চাম্বল হাইদরীমোরা মাওলানার গ্রামের বাড়ি। পুঁইছড়ি ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় পানজুম পাশ করে রাউজান এফ কে জামেউল উলুম মাদরাসা থেকে ফাজিল ডিগ্রী নেন তিনি। ১৯৭২ সালে তিনি ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদরাসা থেকে হাদিস গ্রুপ নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে কামিল করেন। ১৯৮০ সালে তিনি রাবেতায়ে আলম আল ইসলামিয়ার অধীনে অনুষ্ঠিত ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সে মুমতাজ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সাংগঠনিক জীবনে তিনি বাঁশখালী ওলামা পরিষদের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন বহুদিন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ মসজিদ মিশন ও মজলিসুল ওলামা পাহাড়তলী থানা শাখার সেক্রেটারী। কর্মজীবনে তিনি রজবিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা ও গহিরা এফ কে জামেউল উলুম মাদরাসায় আরবী প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাঁশখালী পালেগ্রাম হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসায় দীর্ঘদিন ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি উপরোক্ত মসজিদে নিয়োজিত রয়েছেন।

তিনি মাদরাসা-ই আবু হুরায়রার প্রিন্সিপাল ও আবু হুরাইরা কমপ্লেক্সের পরিচালনা পর্ষদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। জানা যায়, এ মাদরাসাটি ১৯৮০ সালে দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষার সমন্বয় সাধনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। দাখিল স্তরের এই মাদ্‌রাসায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক। আদর্শ ফোরকানিয়া মাদরাসা ও নুরানী হিফজখানায়ও অনেক ছাত্র তালিম নিয়ে যাচ্ছে। মাওলানা সাহেব বিশ্বাস করেন দ্বীনকে বিজয়ী করতে হলে আল জিহাদ বিল কলম অতীব প্রয়োজন। তাই তিনি লিখালিখি করতে মোটেই গাফেলতি করেন না। জাতীয় আঞ্চলিক পত্রিকা তার বেশ কিছু লিখা ছাপিয়েছে। শিরক-বিদআত সম্পর্কে মাওলানার ধারণা সুস্পষ্ট। তিনি বলেন, এ দুষটি ধর্মের লেবাস পরে সমাজে ঢুকে পড়ে। অনেকে এগুলোকে সওয়াবের কাজ মনে করে যত্ন সহকারে পালন করে থাকে। ইমামদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া সমাজকে শিরক-বিদআতমুক্ত করা সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন, আলেমদের আক্বিদা ছহি করা চাই। আলেমরা সমাজের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব দ্বীনকে তারা যেভাবে ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষ সেভাবেই শিখতে পারে। প্রত্যেক আলেম ওয়াজের সময় তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের সঠিক ধারণা তুলে ধরলে মানুষ বক্র পথে পরিচালিত হবে না বলে তার বিশ্বাস।

www.pathagar.com

বহাদ্দার বাড়ী মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা হাফেজ মোখতারউদ্দিন

ইসলাম মানবতার মুক্তি সনদ। সংকটমুক্ত সুন্দর জীবনের রাজপথ। পার্থিব জটিলতা ও চরম হতাশার মাঝে পূরাল প্রভাতের আলোকরেখা। বিপন্ন, বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত বুকে চেতনার অনল জ্বেলে দেয় ইসলাম। যার জীবন কোরআন-হাদিসের রঙে রাঙানো থাকে। তাকে কেউ বিপাকে ফেলতে পারে না। পারে না দুঃখ-জ্বালা ও আফসোসের অকুল পাথারে ভাসাতে। তার জীব হয় বিকশিত ফুলের মতন। নিরবধি বহমান নদীর চেয়ে খরস্রোতা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন মেনে চললেই সকল ধরনের কলুষতামুক্ত সুখের নীড় গড়া সম্ভব।

কথাগুলো মাওলানা হাফেজ মোখতার উদ্দিনের। তিনি নগরীর প্রাচীনতম মসজিদ বহদ্দার বাড়ী জামে মসজিদের সুযোগ্য খতীব। মসজিদটি ১৫৯৮ সালে সাচী বহদ্দার নামক একজন ধর্মভীরু জমিদার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জানা যায়, তিনি ও তার অপর তিন ভাই ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সুদূর ইয়ামেন থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

বহদ্দার হাটের পূর্বপার্শ্বে খাজা রোডে অবস্থিত এ মসজিদখানি নগরীর সর্ব প্রথম পাকা দালানে নির্মিত মসজিদ বলে জানা যায়। মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা একজন দ্বীনদার ধনাঢ্য লোক ছিলেন। চট্টগ্রামের প্রায় সব অঞ্চলে তার জমিদারি বিস্তৃত ছিল। তিনি সর্বস্তরের এলাকাবাসী পাঁচ বেলা নামাজ জামাতে আদায়ের সুবিধার্থে পাঁচ একর জমি জুড়ে এ মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদ ভবনে স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট ছাপ রয়েছে। মন মাতানো কারুকার্যে ইহা খুবই মনোমুগ্ধকর। তবে সংস্কারের অভাবে মূল ইমারতের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

মসজিদের ভিত্তি পাঁচতলা ফাউন্ডেশনের উপর স্থাপিত হলেও এখনো পর্যন্ত একতলাই রয়ে গেছে। চতুর্পার্শ্বে বিশাল কবরস্থান, স্বচ্ছ নীরের সুবিস্তৃত দীঘি এবং অর্ধ লক্ষাধিক টাকার একটি ইসলামী পাঠাগার মসজিদকে করেছে সমৃদ্ধশালী সৌন্দর্যমণ্ডিত। এখানে পুকুরের পানি দ্বারা অজু সারতে মুসল্লীরা দারুণ স্বাচ্ছন্দ্যে অনুভব করেন। মসজিদের সার্বিক তত্ত্বধানে রয়েছেন আলহাজ্ব এডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ও এডভোকেট আবু ঈসা চৌধুরী। মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা মসজিদের মুয়াজ্জিন। এখানে নিয়মিত মুসল্লী ৩০০ জন হলেও জুমায় দেড় হাজারের বেশী। মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি সকাল বেলার ফোরকানিয়া মাদরাসা রয়েছে। মুয়াজ্জিন সাহেব এখানে তালিম দেন। এ মাদরাসায় ৪০ জন ছেলেমেয়ে রয়েছে বলে জানা যায়। এই ঐতিহাসিক মসজিদের বড় সমস্যা হক কথা সাফ গলায় বলা যায় না। ইমাম-মোয়াজ্জিনের বেতন-ভাতা খুবই নগন্য। তাছাড়া তাদের জন্যে আলাদা কোন বাসস্থান দেখতে পাওয়া যায়নি।

মসজিদের খতীব মাওলানা হাফেজ উদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৯ সালে তার পিতা মরহুম মাওলানা আবদুল খালেক চকরিয়া থানার চিরিংগা গ্রামের একজন নামকরা শিক্ষক ছিলেন। মাওলানা সাহেব

www.pathagar.com

সোবহানিয়া আলীয়া মাদরাসার হিফজ বিভাগে ভর্তি হন। তিনি দাখিল পাশ করেন ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা থেকে। চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসা থেকে তিনি ১৯৭৪ সালে হাদিস বিভাগ নিয়ে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন। তিনি এমইএস কলেজ থেকে আইএ পাশ করে ডিগ্রিতে ক্লাশ করেও পরীক্ষা দেননি বলে জানান। মাওলানা সাহেব আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত চট্টগ্রাম নগর শাখার সহ দপ্তর সম্পাদক। তাছাড়া বাংলাদেশ মসজিদুল ওলামা ও মসজিদ মিশনের সাথেও তিনি জড়িত রয়েছেন। কর্মজীবনে তিনি দোহাজারী জামিজুরী রজবিয়া সিনিয়র মাদরাসায় পাঁচ বছর সহ সুপারিন্টেডেন্ট হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। ১৯৮১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিনি অত্র মসজিদে খুব খুলছিয়্যতের সাথে ইমাম ও খতীব হিসেবে দ্বীনি কর্তব্য সাধনে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি এক্বামতে অংশ মনে করে খতীবের দায়িত্বকে নিজের জন্যে বেছে নিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি এ দায়িত্বের চেয়েও বড় ও মহান কোন দায়িত্ব রয়েছে বলে মনে করি না। তবে কুরআন-হাদিসের আলোকে হক কথা স্পষ্টভাষায় বলা যায় না বলে আফসোস লাগে। কোন কথা খোলাখুলিভাবে বলতে গেলেই বাধা চলে আসে। আমাদের এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে, মুতাওয়াল্লীর চিন্তা-চেতনার সাথে মেপে মেপে ওয়াজ করতে হয়।

শরীয়তে ওরশের কোন ভিত্তি নেই। চার ইমামের কোন মাজহাবে এ নিয়ে আলোচনা আসেনি। তাছাড় আগেকার ইসলামী ও মুসলিম সমাজেও এর কোন প্রচলন লক্ষ্য করা যায়নি। ওরশসহ আর যত শিরক-বিদআতের ব্যাপক প্রসার হচ্ছে তা থেকে মুসলিম সমাজ দূরে থাকবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি। মহররম মাস সম্পর্কে মাওলানা সাহেব বলেন, মহররম হারাম মাস সমূহের অন্তর্ভূক্ত। শরীয়তে আশুরা যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এদিকে আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করেছেন এবং তার তাওবা কবুল করে নিয়েছেন। হযরত ইউনুস (আঃ)কে মাছের পেটে থেকে উদ্ধার, হযরত সুলাইমান (আঃ)কে রাজ্য ফেরত দান, হযরত ঈসা (আঃ) কে চতুর্থ আসমানে উত্তোলনসহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়। আশুরাকে ঘিরে নানা জাতের বিদআতের জন্ম দিচ্ছে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল। খতীব সাহেব নিজের অপরাগতা প্রকাশ করে বলেন, চাকরীর সুবাদে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আমাদেরকেও এ সমস্ত অতিরঞ্জিত কাজে সহযোগিতা করতে হচ্ছে। শত কুসংস্কারে ডুবে যাওয়া ও এ সমাজকে এখন আর মুসলিম সমাজ বললে বাড়িয়ে বলা হবে।

নতুন সরকার সম্পর্কে মাওলানা সাহেব বলেন, এ সরকারকে ক্ষমতায় আনার জন্যে আমরা অনেক খাটুনী করেছি। এ সরকার সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমন করে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনবে সকল জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে তিনি কি বুঝাতে চান জিজ্ঞেস করলে বলেন, মসজিদে নামাজ ও মন্দিরে পূজা করতে পারার নাম ধর্মীয় স্বাধীনতা নয় বরং ধর্মীয় স্বাধীনতা হল কুরআন-হাদীসের আলোকে দ্বীনের কথা সব জায়গায় স্পষ্টভাবে বলতে পারার অধিকার পাওয়া। আমরাতো আজ আল্লাহর ঘরে আল্লাহর কথা বাধা বিঘ্নহীনভাবে বলে যেত পারছি না। পদে পদে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এটা ধর্মীয় পরাধীনতা। সরকার অন্ততঃ মসজিদগুলোকে সকল চাপ থেকে মুক্ত রাখলে আলেমরা আল্লাহর আইন ও রাসুলের সুন্নাহ পালনের সুযোগ পাবে। মাওলানা সাহেব মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তারা পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতে আদায় করবে, কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন গড়বে এবং শিরক-বিদাআত থেকে দূরে থাকবে।

www.pathagar.com

রাহাত্তার পুল জামে মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা কোরবান আলী

যৌতুক বর্তমান সময়ের সামাজিক অভিশাপ। সমাজে যৌতুক মহামারী রূপ ধারণ করেছে। বরপক্ষ কন্যাপক্ষ থেকে দাবী করে কিংবা ছলে-কৌশলে যে ধন-দৌলত বা আসবাব পত্র গ্রহণ করে তাই যৌতুক। ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে এটা কখনো বৈধ হতে পারে না। এটা সুস্পষ্ট হারাম। হিন্দু রসম-রেওয়াজ থেকে যৌতুক ছিঁচকে চোরের মত আমাদের সমাজে ঢুকে পড়েছে। যৌতুক যোগাড় করতে না পেরে অনেক পাত্রীকে বিয়ে দিতে পারছেন না বাবারা। যৌতুকের বলি হচ্ছে অনেক ঘরের রাঙা বউ। নিউজ ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়া এ ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা রাখলে এবং খতীবগণ কুরআন-হাদিসের আলোকে জনগণকে বুঝালে আশা করা যায় মানুষ মুক্তির সওগাত পেতে পারে। সরকারী আইনের অভিশাপ থেকে রেহাই পাবে। কথাগুলো মাওলানা কোরবান আলীর। তিনি নগরীর মজিদিয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসার সহ সুপার ও রাহাত্তার পুল জামে মসজিদের সুযোগ্য খতীব। মসজিদটি শাহ আমানত বিশ্ব রোডস্থ রাহাত্তারপুলের পার্শ্বে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের।

এলাকাবাসীর নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে হাজী মফিজুর রহমান সওদাগর প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদ এলাকার আয়তন ২০ শতক, প্রথমে মসজিদটি মাটির গুদাম আকারে নির্মিত হয়। এক দশক পরে তা দ্বিতল ভবনে রূপান্তরিত করা হয় সবার সহযোগিতা নিয়ে। এখানে পানজেগানা নামাজে মুসল্লী দুস্বশতাধিক হলেও জুমায় এক হাজারের কম নয়। মুহাম্মদ বজল আহমদ সওদাগর মসজিদের মোতাওয়াল্লী। হাফেজ মকছুদ আহমদ মুয়াজ্জিন ও আবদুল কাদের খাদেম। মসজিদের একটি পুকুর রয়েছে। ঐ পুকুরেই মুসল্লীগণ পাঁচ বেলা অজু করেন। অজুর জন্য সারা বছর পুকুরই একমাত্র অবলম্বন। এখানকার বড় সমস্যা হল প্রতিষ্ঠাতা তার নিজস্ব ভূমিতে মসজিদ নির্মাণ করে গেলেও এখনও পর্যন্ত জায়গা ওয়াকফ করা হয় নি। মসজিদের বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন করতে হলে নিষ্কন্টক জমি প্রয়োজন। পুকুরের মাছ, কিছু ভাড়া ঘর ও মুসল্লীদের সাহায্য মসজিদ পরিচালনার উৎস। এখানে জুমাবারে মুসল্লীদের ঠাসাঠাসি উপচে পড়ে। অতিসত্বর মসজিদ সম্প্রসারণ ও সংস্কার করার দাবী জানিয়েছেন কয়েকজন নিয়মিত মুসল্লী। খতীব সাহেবের নির্ভিক বক্তব্য নিয়ে কিছু কিছু মুসল্লী কানাঘুষা করলেও তিনি বলিষ্টভাবে কুরআন-হাদিস ভিত্তিক সকল কথা বলে যান। খতীব মাওলানা কুরবান আলী ১৯৬৮ সালে লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম হামেদ হোসাইন। মাওলানা সাহেব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করে গারাঙিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে একাধারে ফজিল পড়ে তিনি ১৯৮৮ সালে চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া

www.pathagar.com

মাদ্‌রাসা থেকে হাদিস গ্রুপে কামিল নেন। তিনি ১৯৯৮ সালে বি. এ এবং ৯৮ সালে বি. এড ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষা জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও মসজিদ মিশন আয়োজিত ইমাম প্রশিক্ষন কোর্স গ্রহণ করে কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্ট করেন। কর্মজীবনে তিনি ১৯৮৮ সালে আমিরাবাদ সুফিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৯১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিনি বাকলিয়া মজিদিয়া দাখিল মাদ্‌রাসার সহ সুপার পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি ৭ বছর ধরে উল্লেখিত মসজিদে পেশ ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

তিনি নিজ এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ ও বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত আছেন।

মানুষকে স্বাধীনমত হেদায়াতের পথ দেখানো ইলম চর্চার সুযোগ পান বলে তিনি খতীবের দায়িত্ব ভালবাসেন। আলেমদের এখতেলাফ সম্পর্কে তিনি রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর এ হাদিসটি উল্লেখ করেন– "বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে। আমার উম্মত ৭৩ দলে ভাগ হয়ে যাবে। সেখান থেকে কেবল মাত্র একটি দল জান্নাতী হবে। ঐ দল কারা প্রশ্ন করা হলে হুজুর (সঃ) বলেন, আমি এবং আমার সাহাবারা যে দলে আছি সে দলকে অনুসরণ করবে যারা। সেদ্বদল হল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়ত। বাহরূর বায়েকের উদ্ধৃতি দিয়ে মাওলানা সাহেব আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের কয়েকটি বৈশিষ্ট তুলে ধরেন।

১। জামাতে নামাজ পড়া
২। সাহাবীদের নিয়ে কু ধারণা না করা।
৩। ঈমান সম্পর্কে সন্দিহান না হওয়া
৪। তাকদীরে বিশ্বাস করা
৫। দ্বীন সম্পর্কে বাড়াবাড়ি না করা
৬। কোন তাওহীদি ভাইকে কাফির না বলা

খতীব সাহেব মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, জুমার নামাজে প্রায় মুসলমান হাজির হন। কিন্তু পানজাগানা নামাজে আসেন না। অথচ জুমার নামাজ যে রকম ফরজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও সমানভাবে ফরজ।

www.pathagar.com

ছনুয়া কাতেবী জামে মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা মুহাম্মদ আজীজুল হক

উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে ছনুয়া সবার জানা নাম। এটি বাঁশখালী উপজেলার একেবারে দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত ইউনিয়ন। এখানকার কাতেবী জামে মসজিদ লোক মুখে পরিচিতি। বরকত, ফজিলত মহাত্ম ও অলৌকিকতায় এ মসজিদের খ্যাতি রয়েছে প্রচুর। ১২২৪ বাংলা মোতাবেক ১৮০৬ সালে তৎকালীন সুফী সাধক মাওলানা আবদুল করিম কাতেবী কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক মসজিদ ভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। কাতেবী সাহেব আল-কুরআন নকল করে জীবন নির্বাহ করতেন বলে এ উপানাস্যে সবার নিকট প্রশিদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তী প্রজন্ম সেই অনুসারে তার প্রতিষ্ঠিত মসজিদকে ও কাতেবী মসজিদ হিসেবে আখ্যায়িত করে। তার মৃত্যুর পরে বংশানুক্রমিক ভাবে মাওলানা হাবীবুল্লাহ, মাওলানা মকবুল আহমদ এবং মাষ্টার শব্বির আহমদ এ মসজিদ পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে যুগের প্রসিদ্ধ আলেম সুফী মাওলানা আহমদুল্লাহ সাহেবকে মসজিদের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৬০ সালে তার আমলে প্রলয়ংকারী ঘূর্নিঝড়ে কাঁচা দেয়ালে নির্মিত মসজিদ ঘরখানা সম্পূর্ণ ভাবে মাটির সাথে মিশে যায় মুতাওয়াল্লী মাওলানা আহমদ উল্লাহ এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় মসজিদকে একতলা বিশিষ্ট পাকা ভবনে রূপান্তরিত করেন। বর্তমানে এ ইমারতই রয়েছে। মাওলানা সাহেব বার্ধ্যক্যের চাপে ন্যুব্জ হয়ে পড়লে মসজিদের মুতাওয়াল্লী হিসেবে তার ছেলে মাওলানা খলিলুর রহমান দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। মাওলানা একজন বিচক্ষণ ও প্রভাবশালী আলেম ছিলেন। তিনি মসজিদের ভাব মর্যাদা ও সুনাম অক্ষুন্ন রাখার জন্য মসজিদকে ওয়াক্ফ এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত করে যান। এষ্টেট তাকে পুনর্বার নিয়ম তান্তিক মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে। ১৯৮৭ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তার ইন্তেকালের পর এষ্টেট মাওলানার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা ছালেহ আহমদকে স্থলাভিষিক্ত করেন। বর্তমানে তিনি এষ্টেট অনুমোদিত নয় সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শ নিয়ে সুষ্ঠুভাবে মসজিদ পরিচালনা করছেন।

মাওলানা খলিলুর রহমান ও বেগম খলিলুর রহমান মসজিদের নামে ১.০২ শতক জমি ওয়াক্ফ করে দেন। এছাড়া মসজিদের নামে বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে ১.৮৪ শতক জমি ক্রয় করেন।

www.pathagar.com

মসজিদের মূল ভবনের আয়তন ১৮০০ বর্গফুট মসজিদে ২টি পুকুর কবরস্থান ও ফোরকানিয়া সহ মোট এরিয়া ৬০ শতক। মসজিদে দুইতলা বিশিষ্ট একটি মিনার রয়েছে।

এখানে পাঞ্জাখানা নামাজে শতাধিক আর জুমায় চার শতাধিক মুসল্লী উপস্থিত হয় মসজিদের ইমাম মাওলানা আজীজুল হক, মোয়াজ্জিন মুহাম্মদ নুরুদ্দীন।

ভবিষ্যতে এ মসজিদ দ্বিতল ভবনে সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হবে। মসজিদের নামে আরও কিছু ভূ-সম্পত্তি ক্রয়, সীমানা প্রচীর ও গেইট নির্মাণ এবং সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে তোলা হবে। মসজিদের সর্বত্র বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা ও করা হবে বলে জানা যায়।

এ মসজিদের মহাত্ম্য গুরুত্ব ও দ্বীনি মর্যাদা অপরিসীম। এখানে মিথ্যা শপথ করতে এসে অনেকে পাগল হয়ে গেছে। চিরতরে অন্ধ হয়ে গেছে অনেকে শপথ করার জন্য এ মসজিদে মুসলমানদের আনাগোনা প্রায় সময় চোখে পড়ে। এ মসজিদের জন্য বাতি, সিন্নি, কুরআন শরীফ ও বিভিন্ন সদকা পাড়া হয়। হক প্রমাণের জন্য এ মসজিদ সবার নিকট কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ মসজিদে ফলে প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুল করিম সাহেবের একটি ঘটনা উল্লেখ না করলে নয়। একদা অনাবৃষ্টি ও খরার দেশে ফসলাদির যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে দেখে আলেমগণ একত্রিত হয়ে ইসতেসকার নামাজ আদায় করেন। মাওলানা সাহেব এতে যোগদান করেন নি। তিনি বর্তমান কাতেবী মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে পশ্চিমমুখী হয়ে সিজদারত অবস্থায় কান্নাকাটি করতে করতে বেঁহুশ হয়ে পড়েন। এমনি মুহূর্তে মসজিদ এলাকায় এক টুকরো মেঘজমে মুষল ধারে বৃষ্টি নামে। এলাকার লোকজন ছুটে এসে উনাকে বাড়ীতে নিয়ে আসে। জ্ঞান ফিরে তিনি সবাইকে ঐ স্থানে মৃত্যুর পর দাফন করার জন্য অছিয়ত করেন। অনুরূপ ভাবে মাওলানা আহমদ উল্লাহ সাহেব ও এক জন হক্কানী জব্বানী আলেম ছিলেন। হক, সত্য ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ মসজিদ মূখ্য ভূমিকা রাখছে।

ছনুয়া কাতেব পাড়ায় ১৯৫৮ সালে মরহুম আবদুল জলিলের ঘরে মাওলনা আজীজুল হক জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কাওমী মাদ্‌রাসায় কিছুদিন পড়াশুনার পরে পুঁইছড়ী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা ও পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় পড়াশোনা করেন। তিনি ডি.এইচ এম.এস ডিগ্রি নেন। ১৯৯৪ সালে তিনি আরবী সহিত্যে কামিল পাশ করেন। তিনি হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বর্তমানে তিনি ছনুয়া হোছাইনিয়া মাদ্‌রাসার সহ-সুপার ও ১৯৮৭ সাল থেকে কাতেবী মসজিদে ইমাম ও খতীব হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানব কল্যাণ ধর্মী সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন। এলাকায় ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে তিনি দ্বীনের সঠিক রূপ রেখা জনগণের মধ্যে তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন। সহজ সরল ইসলাম ভিত্তিক জীবন যাপনে তিনি খোশেশ করেন।

www.pathagar.com

আফগান মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

দ্বীন প্রচারের কাজ হেকমতের সাথে করাই উত্তম পন্থা। ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা না থাকলে আলেমদের থেকে সমাজ কোন উপকার লাভ করবে না। আলেম সমাজের মাঝে নিয়্যতের খুলছিয়্যত থাকা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। কথা ও কাজে মিল থাকলেই মানুষের মাঝে তার ওয়াজের আছর পড়ে। অন্যথা অরণ্যে রোদনের সমান। একটি মাদ্‌রাসার কাজ ছাত্রদেরকে কেবলমাত্র দ্বীনী তালিম দেয়া নয়। বরঞ্চ এলাকার মাঝে ইসলামী তাহজীব-তমদ্দুন ব্যাপক চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে মাদ্‌রাসাকে। পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তাবলীগে রেসালাতর দায়িত্ব পালন করতে হবে মাদ্‌রাসার ছাত্র শিক্ষকদেরকে। অনুপম চরিত্র দিয়ে ব্যক্তিগঠনের মাধ্যমে সমাজ জীবনে মনোযোগী হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। একদিন না একদিন মানুষ হক ও ইনসাফ কি বুঝাবে তবে এখলাসের সাথে কাজ করে যেতে হবে। সর্বতোভাবে ধৈর্য্য ধরতে হবে অবিচল মনে। সমাজের বিপদ-আপদে একান্ত আপন হয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। কথাগুলো নগরীর ডিসি রোডে অবস্থিত রহিম খান প্রকাশ আফগান মসজিদের খতিব মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহিয়ার।

মাওলানা ইয়াহিয়া ১৯৭০ সালে সাতকানিয়া থানার এওচিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার আব্বা আলহাজ্ব আলী আহমদ একজন সুযোগ্য মুহাদ্দিস। তিনি প্রায় ২২ বছর ধরে ঐতিহ্যবাহী সাতকানিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় হাদীসের দরস দান করেন। তিনি একজন ইবাদত গুজার বুজুর্গ লোক। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার পড়াশোনা শুরু হয় সাতকানিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায়। তিনি সেখান থেকে ১৯৮৬ সালে আলিম পাশ করে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসায় চলে আসেন। এখান থেকে ১৯৯০ সালে তিনি হাদিস বিভাগ নিয়ে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন। ১৯৯২ সালে হাটহাজারী ছিপাতলী মঈনিয়া আলীয়া মা্‌রাসা থেকে তাফসীর বিভাগ নিয়ে পুরনায় কামিল পাশ করেন। নগরীর আবু হুরাইরা মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে তিন বৎসর দাযিত্ব পালন করেন। (১৯৯৪-৯৫) দুই বছর তিনি সাতকানিয়া চরতি-মুহাম্মদিয়া মাদ্‌রাসায় সুপার পদে দক্ষতার সাথে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা

www.pathagar.com

করেন। তিনি নাছিরাবাদ আবুল খায়ের ভেজিটেবল মিল জামে মসজিদের পাঁচ বছর খতিবের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পান। ১৯৯৬ সাল থেকে অদ্যাবধি তিনি অত্র মসজিদে হিকমতের সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন। এওচিয়া ইসলামিয়া সমাজকল্যাণ সংস্থার সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ মসজিদ মিশন চান্দগাঁও থানা শাখার সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছেন। রহিম খান মসজিদ ১৯৬৪ সনে প্রতিষ্ঠা করেন খাতুনগঞ্জের এককালের শীর্ষ স্থানীয় ব্যবসায়ী মরহুম মুহাম্মদ রহিম খান। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মরহুম রহিম খান প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বে আফগানিস্তান থেকে এসে ডিসি রোডে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি খুব ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। খাতুনগঞ্জে আফগান ষ্টোর নামে তার একটি বিখ্যাত দোকান ছিল। তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যে খুব খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। লোকজন তার নামের দিকে নিসবত করে রহিম খান মসজিদকে আফগান মসজিদ বলা শুরু করলে তা স্বল্পকালের ব্যবধানে সবার মুখে মুখে হয়ে যায়। মসজিদটি সাত গণ্ডা জায়গা জুড়ে দ্বিতল ভবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ মসজিদের বর্তমান মুতাওয়াল্লী জনাব মুহাম্মদ গোলাম হোসেন। মসজিদে ওয়াক্তিয়া নামাজে মুসল্লীর সংখ্যা প্রায় দুস্বশ জনের কম নয়। বর্তমানে মসজিদের পাঁচ তলা ফাউন্ডেশনের কাজ চলছে। ২০০০ সেশনের শুরু থেকে নির্মাণ কাজ শুরু হলেও বিশ লক্ষ টাকার এ প্রকল্পটি এখনো পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। এলাকার মুসল্লীদের চাহিদানুসারে প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করা দরকার। মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে খতীব সাহেবের নসীহত।

খতিব ঃ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। পরকালীন জীবন অনন্ত ও অসীম। ইহকালীন জীবনে শান্তি পেতে হলে সকল প্রকার লোভ-লালসা পরিত্যাগ করতে হবে। আর পরকালীন জীবনে নাজাত ও বলন্দির জন্যে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতে হবে। মেনে চলতে হবে শরীয়তের আরকান-আহকাম। রাসুল আকরাম (সঃ) যে সুন্দরতম আদর্শ রেখে গেছেন তা আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে অনুসরণ করতে হবে। সীরাতুল মোস্তাকিমে চলতে গেলে মহান আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত সংবিধান জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া বিকল্প পথ নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে কুরআন হাদিসের জ্ঞান ও তা অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিকস্বদান করুন। আমিন।

www.pathagar.com

বায়তুল ইকরাম মসজিদ

ইমামঃ মাওলানা মোহাম্মদ সলীমুল্লাহ হাবিবী

পরীক্ষায় নকল আর খাল কেটে কুমির আনা এক কথা। নকল করে কেউ মানুষ হতে পারে না। স্বপ্ন দেখতে পারে না সোনার হরিণ হাতিয়ে নেয়ার। অসদুপায়ে পাশ করে বড় হওয়ার খায়েশ মাকাল সদৃশ। শত রকম সাংস্কৃতিক গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে ছাত্ররা মনোযোগের সাথে নিয়মিত পড়াশোনা করলে তাদের নকল করা লাগে না। সবাইকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে নিয়মানুবর্তিতার সাথে পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করে নকলমুক্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখা ছাড়া জীবনে উন্নতির কোন অসিলা নেই। উপরোক্ত কথাগুলো মাওলামা মুহাম্মদ সলীমুল্লাহ সাহেবের। তিনি বায়তুল ইকরাম জামে মসজিদের খতিব। মসজিদটি ১৯৯৫ সালে নগরীর আসকর দীঘির পূর্ব পাড়ে এলাকাবাসী পানজাগানা নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে তৎকালীন ওয়াকফ স্টেট কর্মকর্তা মরহুম আলহাজ্ব সাইয়েদ জালাল উদ্দীন প্রতিষ্ঠা করেন।

চার গন্ডা জমিনের উপর দ্বিতল ভবনে নির্মিত এ মসজিদের নীচ তলা ভাড়া ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মসজিদের অজুখানা ও টয়লেট যথারীতি থাকলেও ওয়াসার পানি নিয়মিত থাকে না। ফলে মাঝে মাঝে মুসল্লীদেরকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এ সমস্যা নিরসনের জন্য খতিব সাহেব যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন। এখানে ওয়াক্তিয়া নামাজে মুসল্লী শতাধিক হলেও জুমায় সাত'শ ছুঁয়ে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত এ মসজিদে দুইজন মুয়াজ্জিন রয়েছেন। তারা হলেন হাফেজ মাওলানা মফিজুল্লাহ ও ক্বারী ওমর ফারুক। সাইয়েদ মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন মসজিদের নিবেদিত খাদেম। মসজিদের মুতাওয়াল্লী বিশিষ্ট দানবীর আলহাজ্ব সাইফুদ্দিন সাহেব।

এ মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা রয়েছে। যেখানে চল্লিশোর্ধ ছাত্র দ্বীনি তা'লীম-তরবিয়ত অর্জনের মোক্ষম সুযোগ হাতিয়ে নিচ্ছে। ভবিষ্যতে এ মসজিদকে একটি ইসলামী কমপ্লেক্স হিসেবে গড়ে তোলার কর্তৃপক্ষীয় পরিকল্পনা রয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় হিফজখানা এতিমখানা ও সুউচ্চ মিনার নির্মাণ করা হবে বলে জানা যায়।

খতিব মাওলানা সলীমুল্লাহ হাবিবী লোহাগাড়া থানার পদুয়া গ্রামে ১৯৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা হাবীবুর রহমান ছিলেন দক্ষিণ চট্টগ্রামের একজন প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ। মাওলানা সলীমুল্লাহ শাহমীরপুর তাজবীদুল কুরআন মাদ্‌রাসা থেকে ক্বেরাত কোর্স গ্রহণ করেন। ১৯৯০

www.pathagar.com

সালে তিনি দাওরায়ে হাদীস কমপ্লিট করেন কৃতিত্বের সাথে। পর চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসায় থেকে। ১৯৯৪ সালে হাদিস গ্রুপ নিয়ে কামিল পাশ করেন। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে তিনি ১৯৯৫ সালে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের উপর স্নাতক ডিগ্রী নেন।

মাওলানা সাহেব চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল মডেল হাইস্কুলে শিক্ষকতার মধ্যদিয়ে তার কর্ম জীবনের সূচনা করেন। পদুয়া বাজার জামে মসজিদে তিনি বেশ কয়েক বৎসর খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। তার কণ্ঠ সুমধুর। উচ্চারণ স্পষ্ট। তরুণ ওয়ায়েজ হিসেবে তার পরিচিতি কম নয়।

সাংগঠনিক জীবনে তিনি সক্রিয়। বর্তমানে তিনি লোহাগাড়াস্থ মুহাম্মদিয়া তাহফিজুল কুরআন ও এতিমখানার পরিচালনা পরিষদ এর সভাপতি। তাছাড়া পদুয়া ছাত্র যুব ফেডারেশনের উপদেষ্টা সদস্যও তিনি। তিনি পত্রিকায় দ্বীনি বিষয়ে বিভিন্ন টপিক্স লিখেন। ১৯৯৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিনি উপরোক্ত মসজিদে খুলুছিয়্যতের সাথে ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিশ্বাস করেন ইসলাম একটি কালজয়ী আদর্শ। মানুষ এ আদর্শ অনুসরণ করছে না বলে আজ অশান্তির দাবানলে জ্বলছে। সর্বত্র ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হেদায়াতের রাস্তা থেকে বিচ্যুতির ফলেই। তিনি যত্রতত্র অবাধ চলাফেরা ও আকাশ সংস্কৃতির রাহু গ্রাসই নারী নির্যাতনের মৌলিক কারণ বলে মনে করেন। ইসলামের পর্দা বিধান মানা ছাড়া তাদের ইজ্জত আব্রুর গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। কুসংস্কার অপসংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি বলেন, ইহুদী-খৃস্টানরা আমাদের পেছনে লেগেই আছে। তারা আমাদেরকে কুরআন সুন্নাহর পথ থেকে সরানোর জন্য ভোগবাদী সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিচ্ছে। নাচ-গান, ব্যান্ড শো, গায়ে হলুদ প্রভৃতি ইসলামী তামাদ্দুন-তাহজীবকে ধ্বংস করার অপকৌশল। হাত গণনা, ছেহের, ঝাড়-ফুঁক, ইত্যাদি ধোঁকাও কুসংস্কার। ঘন ঘন দিবস বাড়ানো, খতমে গাউছিয়া, চল্লিশা, মাছ ফাতেহা, গোস্ত ফাতেহা এ সমস্ত রসমগুলো কুসংস্কার। যাকে তাকে বা যে কোন বিষয়কে শরীফ এবং নারা বিশেষিত করে এ'দুটি শব্দের যথেষ্ট অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়ার সহজ সুন্নাত পরিহার করে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষে জিহাদের মৌলিক সুন্নাত পালন অনিবার্য হয়ে গেছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, সৌদী আরবে নামাজ কায়েম আছে বলেই আজ সেখানে সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করছে। মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করা চাই। সবাইকে মসজিদ ভিত্তিক সমাজ গঠনে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

www.pathagar.com

বায়তুল আজম মসজিদ

ইমামঃ হাফেজ মাওলানা মনসুরুল হক জিহাদী

বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলছে বহুমাত্রায়। মুসলিম জাতিকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অপপ্রয়াসে লিপ্ত ইহুদী-খৃষ্টান নাস্তিক চক্র। যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও মুজাহিদগণ কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়ে গেছেন।

নাস্তানাবুদ করে দিয়েছেন তাদের সকল ষড়যন্ত্রের জাল। বর্তমানেও মুসলমানগণকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে খোদার দুশমনদের শায়েস্তা করতে হবে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের গডফাদার হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অথচ তারা নানা টালবাহানা তৈরী করে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উপর নগ্ন হামলা চালাচ্ছে। আল কোরআনের আলোকধারায় উজ্জীবিত হয়ে মুসলমানদেরকে সকল ধরনের আক্রমনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলতে হবে। বেছে নিতে হবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহির সাহসী পথ। উপরোক্ত বক্তব্যগুলো হাফেজ মনসুরুল হক জিহাদীর।

তিনি উত্তর আগ্রাবাদস্থ বায়তুল আজম জামে মসজিদের খতিব। মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালে। আগ্রাবাদ শীতল ছায়া আবাসিক এলাকার সমাজ সেবক আলহাজ্ব ডাঃ একরামুল হকের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় এ মসজিদটি নির্মিত হয়। বর্তমানে মসজিদটি দ্বিতল ভবনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদের মোতাওয়াল্লী মুসল্লীদের সহযোগিতায় প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে এ মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি ইসলামিক রিসার্চ কমপ্লেক্স গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এতে থাকবে হিফজখানা, ইসলামী পাঠাগার, কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ও সেমিনার হল ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র। বর্তমানে একটি এতিমখানা, হিফজখানা ও ইসলামী পাঠাগার ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে বলে জানা যায়। এতে দুঃস্থ-গরীব ছাত্রদের থাকা, খাওয়া ও মানুষ হয়ে গড়ে উঠার সুব্যবস্থা রয়েছে। ছয় তলার ফাউন্ডেশনে ভিত্তিকৃত এ মসজিদ কমপ্লেক্সের তৃতীয় তলার কাজ এগিয়ে চলছে। হাফেজ মৌলভী ওমর ফারুক ও হাফেজ মৌলভী মোশাররফ হোসাইন মসজিদের সহকারী ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত রয়েছেন। এ মসজিদে ইমাম সাহেব কুরআন-হাদীস ভিত্তিক হক কথা বলার পুরো অধিকার সংরক্ষণ করেন। এ ব্যাপারে মসজিদের মোতাওয়াল্লীর বক্তব্য হল, আল কুরআন ও আল হাদীসের আলোকে দ্বীনের যে কোন বিষয় খতিব জোর গলায় আলোচনা করতে পারবেন। তিনি কারো কারো কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন। তিনি তার দ্বীনি দায়িত্বের ব্যাপারে পূর্নাঙ্গ স্বাধীন।

ইদানিং মসজিদের অনেক সংস্কার কাজ হয়েছে। এটি উদ্বোধন করেন আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের খতিব আওলাদে রাসুল হযরত মাওলানা আনোয়ার হোসাইন তাহির জাবিরী আল মাদানী।

মাওলানা মনসুরুল হক সন্দ্বীপ থানায় জন্মগ্রহণ করেন সত্তরের দশকে। তার পিতার নাম মাওলানা শাহ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। তিনি কালাপানিয়া মাদ্রাসা, হাটহাজারী খন্দকিয়া কাশেফুল উলুম মাদ্রাসা এবং মিয়াখান নগর মাদ্রাসায় বিভিন্ন সময় অধ্যয়নের মাধ্যমে হিফজ শেষ করেন। লালখান বাজার জামেয়াতুল উলুম মাদ্রাসা এবং হাটহাজারী দারুল উলুম জামেয়া আহলিয়া মাদ্রাসায় তালিম অর্জন করেন তিনি। দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রী লাভ করেন তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ন হয়ে। কারী মুহাম্মদ মুছার তত্ত্বাবধানে এক বছর কিরাতুল কুরআনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি।

তাছাড়া তিনি ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্স ও 'মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা শীর্ষক কোর্স গ্রহণ করেন। তিনি হাফেজদের সংগঠন হাফেজি হিজবুল্লাহর সেক্রেটারী জেনারেল। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন। তন্মধ্যে নগরীর যুব সংগঠন ওমর ইবনে খাত্তাব ইসলামী গণ পাঠাগারের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

সংকলকঃ রায়হান আজাদ। আসল নাম মুহাম্মদ হামিদুর রহমান। পিতা মাওলানা আবদুর রহমান, মাতা তাহেরা বেগম। ১৯৮০ সালে কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলাধীন টইটং গ্রামে তার জন্ম। তিনি সমকাল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। পড়াশোনার পাশাপাশি পত্রিকা, রেডিও-টিভির সাথে সম্পৃক্ত আছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com